বিনি সুতোর মালা

সাধনা রায় ব্যানার্জী

ভূমিকা

বাঙালি বই পড়তে ভালোবাসেন এবং এখনও পড়েন। তা সে গল্প হোক বা প্রবন্ধ, রচনা হোক বা কবিতা। সবকিছুর মূল্যবোধ ও রসবোধ আহরণের জন্য বাঙালীর মন সদাই উদগ্রীব থাকে।।

জন্ম থেকেই একটি সদর্থক পরিবেশে, একটি রুচিশীল পরিবারে আমার বেড়ে ওঠা। আমাদের অভিভাবকেরা আমাদের ভাই_বোনেদের মধ্যে একটি নৈতিক, সাংস্কৃতিক, চারিত্রিক শিক্ষার বীজ বপন করার চেষ্টা করে গেছেন। এই বিষয়ে আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা গুরুদের অবদান ও অনস্বীকার্য।।

ছোটবেলা থেকেই একটু ছন্দ মিলিয়ে কথা বলার চেষ্টা করতাম হাস্যরসাত্মক ভাবে। পরবর্তীতে একসময় কোথাও যেন একটু ছন্দপতন হয়ে পড়েছিল কালের নিয়মে সংসার যাত্রায় প্রবেশ করার পর নানাবিধ কর্তব্য পালনের ব্যস্ততায়।।

বর্তমানে কিছুটা সময় নিজের জন্য ব্যয় করার কথা আমার ছোটদা বারবার বলতে থাকে। সেই আমাকে একপ্রকার জোর করে খাতা_কলম নিয়ে বসতে বাধ্য করে, একসময় যেটি আমি হাস্যচ্ছ লে করতাম তার পরিস্ফুটন ঘটানোর চেষ্টা করে।

সবসময় ওর এই সদর্থক পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা আমাকে এই লেখার বিষয়ে ভাবতে সাহায্য করে এবং আমি লেখার

ব্যাপারে মনস্থির করি। তার সংগে আমার কিছু বন্ধু_বান্ধব ও আমার উভয় পরিবারের কাছে থেকে ও সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা পাই।

আমাদের বিদ্যালয়ের এক প্রণম্য শিক্ষা গুরু, শ্রদ্ধেয় শ্রী যোগেশ চন্দ্র সরকার মহাশয়ের আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা ও আমাকে লেখা শুরু করতে মানসিক ভাবে সাহায্য করেছে। যার জন্য আমি আমার সকল শুভানুধ্যায়ী দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

বর্তমান আর্থ_সামাজিক পরিস্থিতি, দৈনন্দিন জীবনের টানাপোড়েন, সম্পর্কের মূল্যবোধ তুলে ধরার একটি প্রয়াস করা হয়েছে এই লেখনীর মাধ্যমে।।

অত্যন্ত সহজ, সরল ভাষায় আমার লেখনীর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর কবিতায় রূপদান করার চেষ্টা করেছি। যেগুলোর মধ্যে কিছু আবার সংগীত রূপে পরিস্ফুটিত হয়েছে আমার ছোটদার গায়কীর মাধ্যমে এবং আশা করি সেগুলো শ্রোতাদের মনের গভীরে প্রবেশ করতে পারবে।।

যাঁদের অকুণ্ঠ সাহচর্য ও ভালোবাসায় এক_ একটি কবিতাকে এক _একটি ফুলের মতো পরপর সাজিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ মালা গ্রন্থনা করার চেষ্টায় এই "বিনি সূতোর মালা" তৈরী হয়েছে তাঁদের সকলের প্রতি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।।

পাঠক ও শ্রোতাদের ভালো লাগলে হয়তো এই প্রয়াস সার্থকতা লাভ করতে পারবে বলে আশা রাখি।

সাধনা রায় ব্যানার্জী

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১	অচেনা পথ	৮
২	অটো:	১২
৩	অনাসৃষ্টি	১৪
৪	অনুভব	১৬
৫	অপরূপ	১৭
৬	আত্ম বিশ্লেষণ	১৯
৭	আমার ছোটবেলা	২৩
৮	আমি কি ভুল করেছি	২৫
৯	আমি সেই নারী	২৭
১০	আশঙ্কা	২৯
১১	ইচ্ছে	৩২
১২	উন্মাদ কে	৩৪
১৩	এক নারীর কত রূপ	৩৭
১৪	এক সন্ধ্যায়	৪১
১৫	একটি বাড়ি	৪৩
১৬	একটি সকাল	৪৫
১৭	এর নাম কি	৪৮
১৮	ও আকাশ	৫০
১৯	ও মেয়ে	৫২
২০	কষ্ট	৫৫
২১	কিছুটা সময়	৫৬
২২	কেমন আছো	৫৮
২৩	ক্ষতি নেই	৬১
২৪	গৃহবধূ	৬৩
২৫	গোলকধাঁধা	৬৬
২৬	চলমান গাড়ি	৬৮

২৭	চলো পাল্টাই	৭০
২৮	চারা গাছ	৭২
২৯	ছোট্ট ইচ্ছে	৭৪
৩০	জীবন অন্যরকম	৭৬
৩১	ঝড়	৭৮
৩২	ডেলিভারি বয়	৮১
৩৩	থেমে যেও না	৮৩
৩৪	দাম্পত্য	৮৭
৩৫	দুই বোনের ফোনালাপ	৯০
৩৬	দূর্বা ও তাল	৯৩
৩৭	দুর্ভাবনা	৯৬
৩৮	ধনী না গরীব	৯৮
৩৯	নামটি আমার	১০১
৪০	নিদ্রিত	১০৩
৪১	পঞ্চ ব্যাঞ্জন	১০৪
৪২	পাখির মন	১০৭
৪৩	পাত্রীর খোঁজ - একটি বর্বরতা	১০৯
৪৪	পারাবত প্রিয়া	১১২
৪৫	পুকুর	১১৪
৪৬	পূর্ণিমা রাতে	১১৭
৪৭	প্রকৃতির জ্বর	১১৯
৪৮	প্রবীনের কথায়	১২১
৪৯	প্রজাপতি	১২৩
৫০	প্রতিবিম্ব	১২৫
৫১	প্রৌঢ় বেলায়	১২৬
৫২	ফিরে দেখা	১২৯
৫৩	ফুলেল	১৩২

৫৪	ব ই এখন সন্দিহান	১৩৪
৫৫	বদল	১৩৯
৫৬	বন্ধু	১৪১
৫৭	বন্ধুত্ব	১৪৩
৫৮	বসন্ত এসে গেছে	১৪৫
৫৯	বাঙালি	১৪৮
৬০	বাজার দর	১৫২
৬১	বিহান বেলা	১৫৫
৬২	বৃষ্টি	১৫৯
৬৩	মন যেতে চায়	১৬২
৬৪	মন	১৬৬
৬৫	মর্যাদা	১৬৯
৬৬	মি. বাবু	১৭১
৬৭	মুক্তি চাই	১৭৫
৬৮	মেঘ রোদ্দুরের খেলা	১৭৭
৬৯	যন্ত্রনা	১৭৯
৭০	রায় কিশোরী	১৮১
৭১	শহীদ স্মরণে	১৮৪
৭২	শান্তি	১৮৭
৭৩	শারদীয়া	১৮৯
৭৪	শিকড়ের টান	১৯২
৭৫	শিক্ষক বৃন্দ	১৯৪
৭৬	শিক্ষা কি	১৯৭

৭৭	শীতের বার্তা	২০০
৭৮	শ্যামা	২০৩
৭৯	শ্রদ্ধেয় বাবু	২০৫
৮০	সন ২০২০	২০৯
৮১	সর্বংসহা রমণী (জন্মদা)	২১২
৮২	সুক্তো	২১৮
৮৩	সেই ছোট্ট বেলা	২২০
৮৪	স্বপ্নের ফেরিওয়ালা	২২২
৮৫	স্মৃতির পাতা	২২৫
৮৬	হকার বন্ধু	২২৭
৮৭	হাত বাড়ালেই শুন্যতা	২৩২
৮৮	হাহাকার যেন	২৩৬
৮৯	হেমন্তিকা:	২৩৯

অচেনা_চেনা

এক ছুটির বিকেলে ফোনের রিংটোনটা বেজে উঠলো। তাকিয়ে দেখি, একটি অচেনা নম্বর। ভাবলাম, ফোন কলটা ধরবো, না ধরবো না। একটা দ্বিধা কাজ করছে মনের মধ্যে। কে, কি কারণে ফোন করেছে, জানার ইচ্ছে টাও হচ্ছে প্রবল।

দোটানায় ভর করে কলটি ধরেই ফেললাম। সাবধানে বললাম, "হ্যালো, কে বলছেন"? ওপার থেকে উত্তরে একটি প্রশ্ন এলো, " কেমন আছো"? চমকে উঠলাম যেন একটু। গলাটা কি চেনা, না কি আমার মনের ভুল! বহু দিন আগে একটি স্বর শুনেছিলাম, যার সাথে এই স্বর মিলে গেল। এই স্বর তো কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। ভাবলাম, এ আবার হয় নাকি? এক রকম গলার স্বর তো কত জনের হয়। এ নির্ঘাত আমার মনের ভুল।

সসঙ্কোচে জানতে চাইলাম,"কে বলছেন"? ওপারেএকটু হালকা হাসির আভাস পেলাম। "চিনতে পারলে না, তাইতো? অবাক হয়ে গেলে বুঝি? তা, অবাক হবারই কথা"! বলে সে নিজের পরিচয় দিলে। সত্যি, অবাক হয়ে ধাতস্থ হতে একটু সময় লেগেই গেল। বহু বছর আগের এক বন্ধুর গলার স্বর, যা একসময় রোজ ই শুনতাম। যোগাযোগ না থাকায় বিস্মৃত হয়ে পড়েছিল সেই কন্ঠস্বর। আমিও বললাম, "ভালো আছি। তুমি কেমন আছো"? সেও বললে, "ভালো "।

তারপরে চলল নানান প্রসঙ্গে আলাপচারিতা। পারিবারিক, পারিপার্শ্বিক, বিগত দিনের কিছু কথা নিয়ে বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। পুরোনো আরও অনেক বন্ধুদের বিষয়ে ও কিছু জানা গেল। বেশ ভালোই লাগলো।

ধীরে ধীরে ক্যালেন্ডারের পাতার পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেদের জীবনের পাতাগুলো ও পরিবর্তিত। আলাপচারিতার বিষয়বস্তুর ও হয়েছে পরিবর্তন। একটু একটু করে বয়স বাড়লে বুঝি এরকমই হয়। হয়তো কোনদিন কোন রাস্তায় যদি হঠাৎ করে দেখা হয়ে যেতো, পাশ দিয়ে চলে গেলে ও মনে হয় অচেনাই রয়ে যেতো। কারণ অবয়বের পরিবর্তন। কিন্তু কন্ঠস্বরের পরিবর্তন না ঘটায় সহজেইএখন চিনে নেওয়া যাবে।।

পুরোনো স্মৃতি নতুনভাবে উপস্থিত হলো আবার। বিশ্বাসের ভিত্তি শক্ত থাকলে মনে হয় আচম্বিতে এইভাবেই যোগাযোগ হয়ে যায় আবার ও। বেশ কিছুক্ষণ কথা হবার পরে ও জানা হলো না তো, নম্বর টা কিভাবে পাওয়া গেল। "পরবর্তীতে আবার ও কথা হতেই পারে", এই ভাবেই কথা শেষ হলো সেদিনের মতো।

মনে ভালো লাগার রেশ রয়ে গেল বেশ কিছুক্ষণ।

একেই বুঝি বলে, "বন্ধুত্ব "।

যার একটাই সংজ্ঞা, অকৃত্রিম, নির্মল সহমর্মিতার সম্পর্ক।।

৭/১০/২২.

অচেনা পথ

চেনা পথের পথিক আমি
কোথায় খুঁজে পাই?
অচেনা পথিকের সংগে আমার,
দিন যে কাটে হায়!!

অচেনার পথে সদাই আমি
যাই যেন হারিয়ে।
চেনা পথিক খুঁজতে গিয়ে,
কত তৃণ যাই যে মাড়িয়ে।।

কে গো বলে দেবে আমায়
চেনা পথিকের সন্ধান?
অচেনা পথিকের সংগে আমার,
প্রাণ করে আনচান।।

যদি পাই দেখতে কভু

চেনা পথিকেরে।

এক নিমেষে পাড়ি দেবো,

অচেনার ই ভিড়ে।।

১/৩/২৩

ফিরে যাই সূচিপত্রে

অটো

১:_তিনটি চাকায় চলি আমি,

নামটি আমার 'অটো'।

বেশি লম্বা ন ই গো আমি,

বলতে পারো, বেশ খাটো।।

২:_গায়ের রং সবুজ, হলুদ,

কখনও বা কালো

অন্য রঙে সাজালে কি,

লাগতো না আমায় ভালো?

৩:_যত্র তত্র যেতে পারি না,

আমার রুট বাঁধা।

আমি বাপু তুলি না কখনো,

স ওয়ারী একগাদা।।

৪:_মনটা আমার ফূর্তি থাকে,

যখন স ওয়ারী আসে।

হাসি আমি আপন মনে,

যখন তারা খিলখিলিয়ে হাসে।।

৫:_ছোট, বড়ো নানান গাড়ি,

চলছে দেখো পথে।

তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে,

পাশ কাটিয়ে হয় যেতে।।

৬:_মাঝে মাঝে ভয় ও লাগে,

স ওয়ারী কে পৌঁছে দিতে হবে গন্তব্যে।

কোনো ত্রুটি হয় না যেন,

আমার এই কর্তব্যে।।

৭:_খাবার আমার দিনে দিনে,

হচ্ছে এতো দামি।

বুঝি না কখন এই ভিড়েতে,

হারিয়ে যাবো আমি!!!

১৫/৯/২১. ফিরে যাই সূচিপত্রে

অনাসৃষ্টি

নুন আনতে পানতা ফুরায়,

ছ্যাঁকা লাগে লঙ্কায়,

সত্যি কি আমরা ভালো আছি

আমাদের এই দেশটায়?

এই আমাদের ভারতবর্ষ!

ভাবতে লাগছে লজ্জা,

প্রজারা সব ধুকছে হেথায়

বাড়ছে রাজার সজ্জা।

এখন আমরা ভাবছি শুধু,

কী করা যায় বলুন তো?

কেমন করে বাঁচবে এ দেশ

সবাই জেগে উঠুন তো।

শিক্ষার হাল, ভাবা যায় না,

বাদ গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ,

বইয়ের পাতায় জায়গা নিল,

ভন্ড, কিছু জালিয়াত!

বিবেকানন্দ বলছিলেন,

" উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"--

বর্তমানে সবাই যেন

ভীত, অবনত, নিদ্রিত।

হে ভারতমাতা, পথ দেখাও,

তোমার সকল সন্তানেরে,

এদেশের মানুষ জেগে উঠুক

সবাই যেন ঘরে ফেরে।

১৭।৭।২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

অনুভব

সর্বদা স্মৃতি বেদনার নয়,
কখনো তা সতত মধুর।
রোমন্থনে আজ যা সামনে আসে,
কাল ছিল তা বহুদূর।।

ভুলে যাওয়া হয়তো ভালো,
মন্দ যা কিছু ঘটনা।
করাঘাত যতোই আসুক না কেন,
বন্ধ দরজা তবু খুলো না।।

যে স্মৃতি মনে জাগায় আনন্দ,
রাখো তারে মনে সযতনে।
সম্মুখের পানে যাওয়ার আগে,
বারেক ফিরে চাও পিছনের পানে।।

২৭/২/২৩

ফিরে যাই সূচিপত্রে

অপরূপ

বৃষ্টি, তুমি এতো মিষ্টি
তোমায় সৃষ্টি করেছে 'মেঘ'।
বৃষ্টি, তোমার চঞ্চলতা বাড়ায়;
হাওয়ার গতিবেগ।।

বৃষ্টি, তুমি কভু ঝ'রে যাও,
রিমঝিম রিমঝিম সুরে।
কখনো বা তুমিঅবিরাম ঝ'রো;
মাঝে মাঝে ঝ'রো টিপটিপ করে।।

জানালায় আমি চোখ রেখে দেখি
তোমার ঝ'রার রূপ।
মেঘ ভেসে যায় দূর গগনে,
আমি হয়ে যায় নিশ্চুপ।।

গাছের পাতায় লেগে থাকো যেন;
কিশোরীর অশ্রু সজল বারি।

মনে মনে ভাবি আমিও যেন,

দিচ্ছি তোমার সঙ্গে পাড়ি।।

এভাবেই তুমি ঝ'রে পড়ো আজ;

শুষ্ক পৃথিবীর বুকে।

বসুন্ধরা হৌক শষ্য_শ্যামলা,

হাসি ফুটে উঠুক সবার মুখে।।

১/৭/২৩

ফিরে যাই সূচিপত্রে

আত্ম বিশ্লেষণ

১:_আমার মনে হয় আত্ম বিশ্লেষণ করা
দরকার প্রতিটি মানুষের।
ঠিক_ভুল নির্ধারণ করা মনে হয়,
একটি বিশেষ ধর্ম জীবনের।।

২:_পূর্ণ মাত্রায় বাঙালী আমি,
মাছ_ভাতেতেই খুশী।
হাসির উপাদান পেলে কিছু জীবনে,
প্রাণ খুলে আমি হাসি।।

৩:_মোটামুটি পড়তে ভালোবাসি আমি,
রবীন্দ্রনাথ, বিদ্রোহী নজরুল।
ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা হই আমি,
সাদা রজনীগন্ধা আর ছোট্ট ছোট্ট বেলী ফুল।।

৪:_প্র তিবাদী আমি, সহিতে পারি না,
মিথ্যাচার, মেকি ভালোবাসা।

কিন্তু, আজকাল দেখি মানুষের জীবন,

এই নিয়মেই ঠাসা।।

৫:_ভয় পাই আমি, বর্তমানের

যুব সমাজকে দেখে।

চারিদিকে নানান প্রলোভনের হাতছানিতে,

তাদের পিঠ গেছে দেওয়ালে ঠেকে!

৬:_দেখতে পাই না তাদের ভিতর,

আত্মসমালোচনা, আত্মসচেতনতা,

দিন দিনে যেন বেড়েই চলেছে,

তাদের চরম বিশৃঙ্খলতা!!

৭:_মনে হয়, ডেকে বলি তাদের,

"এভাবে জীবন চলে না,

নিজেকে সম্মান করতে শেখো,

অতলে নিজেদের হারিয়ে ফেলো না""।।

৮:_বলতে পারি না তাদের ডেকে,

ভাবি, যদি ফল হয়ে যায় বিপরীত!

মনে মনে ভাবি, হয়তোবা একদিন,

ঠিক ফিরে পাবে তারা সম্বিত।।

৯:_জানি আমি, আমি যে সবসময় ঠিক,

হয়তোবা সেটা ও সত্যি নয়।

নিজের অজান্তেই হয়তো কখনো,

আমার দ্বারা ও কোনো ভুল হয়।।

১০:_যদি বুঝি, ভুল হয়ে গেছে কিছু,

শুধরে নিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিতেই পারি।

চাইনা কখনো, আমার জন্য কেউ,

দুঃখ সাগরে দিয়ে যাক পাড়ি।।

১১:_আনন্দ পেলে যেমন হাসি আমি,

দুঃখ পেলেও কাঁদি।

সবার জীবনে সুখ_দুঃখ আছে,

মাঝে মাঝে এই কথাটি ও ভাবি।।

১২:_দিনশেষে যখন রাত্রি আসে,

চোখে নেমে আসে ঘুম।

সম্পর্কের মূল্যায়ন করতে করতে,

দেখি চারিদিকে হয়ে গেছে নিঃঝুম!!

১৩:_এইভাবেই কেটে যায় প্রতিটি দিন,

প্রতিটি মাস, প্রতিটি বছর।

যুগের পর যুগ কেটে যাবে,

আসবে আবার নতুন কোনো খবর।।

১৪:_আত্ম বিশ্লেষণের সময় হয়েছে,

আজ বড়ো বেশি মনে হয়।

ভাবিনি তো আগে এভাবে কখনো,

তাইতো পার হয়ে গেছে অনেকটা সময়।।

৩/১০/২২

ফিরে যাই সূচিপত্রে

আমার ছোটবেলা

১। গঞ্জের নাম গোলাপ আমার,

বাবা, মি, এম, এন, রায়।

মা, ঠাকুমা, কাকা, কাকীমা,

দুটি বোন, আর চারটি ভাই।।

২। বড়দা আমার পড়াশোনায়,

সর্বদা, রোল নম্বর ওয়ান।

বাকীদের ও বাবা বলতেন,

পিছিয়ে থেকো না, হ ও আগুয়ান।।

৩। অর্থাভাব ছিল আমাদের, ছিল না কিন্তু শিষ্টাভাব, ।

মা, বাবা সদাই বলতেন,

সকলের সাথে রেখো সদ্ভাব।।

৪। মেজদা ছিল নাটকের রাজা,

যাত্রা তার করা চায় ই।

সেজদা ছিল ভীষণ লাজুক,

ভীষণ ভালো পড়াশোনায়।।

৫।ছোটদা ছিল ভারী চঞ্চল,

এদিক সেদিক দৌড়তো,।

আজ মনে হয়, ঠাকুমা যেন ওকেই বেশি ভালোবাসতো।।

৬। দিদি আমার মাতৃসম,

বুঝতে দেয়নি কষ্ট কখনো।

কখন যে বড়ো হয়ে গেলাম, বুঝতে পারি না এখনও।।

৭। আমি ছিলাম বেজায় দূরন্ত,

প্রাণচঞ্চল, ভারী অশান্ত।

সাইকেল চড়া, গুলি ডাণ্ডা, কিছু ই বাদ যায়নি,

আসলে, আমাদের বাবা, মা,

ছেলে, মেয়ে ভেদাভেদ শেখাননি।।

১৮/৭/২০২১

ফিরে যাই সুচিপত্রে

আমি কি ভুল করেছি?

কাকে বলে ঠিক, ভুল? কাকে বলে পাপ? প্রতারণা, মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা, অনাচার অথবা এক ভুল বারবার করা?

হ্যাঁ, এরমধ্যে একটি কাজ আমি অবশ্যই করেছি। মিথ্যাচার। কিন্তু তা যদি হয় কারো মনের যন্ত্রনায় প্রলেপ লাগানোর জন্য, তবে তাকে কি বলে মিথ্যাচার?

যাঁর রক্ত_মাংসের প্রতিটি আস্তরণের দ্বারা গঠিত আমার এ শরীর, হৃৎপিন্ডের ধুকপুক করা যাঁর কল্যাণে;তাঁর হৃৎপিন্ডের রক্ত সঞ্চালন করার জন্য আমার এ মিথ্যাচার।

নবতিপর বৃদ্ধা তিনি, শরীরের প্রতিটি শিরাউপশিরায় তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মানসিক জোর যাঁর অদম্য। আজ ও যাঁর স্মৃতি শক্তি প্রখর। যাঁর কোলে মাথা রেখে খুঁজেছি এক সময় নিশ্চিন্ত আশ্রয়, আজ তাঁর একটু নিশ্চিন্তে শ্বাস নেবার জন্য প্রয়োজন আমার সাহচর্য।

হ্যাঁ, আমি বলিনি তাঁকে তাঁর জীবনের অতি মূল্যবান একটি জ্বাজ্বল্য মান প্রদীপের শিখা নিভে যাবার কথা। করতে পারিনি তাঁকে জরদগব। এজন্যই করেছি মিথ্যাচার। আমি কি ভুল করেছি?

বুঝিয়েছি তাঁকে, পৃথিবীটা গোল। এই গোলার্ধের এক প্রান্তরে জ্বলছে তাঁর মূল্যবান

প্রদীপ আপন খেয়ালে। আলোকিত করে চলেছে চারিধার। গড়ে তুলেছে এক নৈসর্গিক পরিবেশ। বলতে পারিনি তাঁকে, "আকাশের তারাদের মাঝে ঐ দেখো তোমার ঐ প্রদীপ জ্বাজ্বল্য মান"।

অশ্রু মোচনের লাগি খুঁজে নিতে হয় আমায় নির্জনতা। কৃত্রিম হাসির অন্তরালে লুকাতে হয় আমার বিষন্নতা।

মনে ভাবি কেহ মোরে ভাবে দূঃখ বিলাসী, অথবা আমি সমবেদনা অভিলাষী।

ঘন কালো নিকষ অন্ধকার যখন নেমে আসে জীবনে, ফল্গুধারার মতো বয়ে যায় নিরন্তর অন্তর্দহনে। হৃৎপিন্ডের একাংশ যদি কেহ নিয়ে যায় কেড়ে। তার বেদনা যে কি তা কে বুঝিতে পারে?

একারনেই হয়েছি আমি মিথ্যাচারি, করেছি প্রবঞ্চনা কোন এক কল্পিত স্বর্গ রচনার লাগি। একে কি পাপ বলে? আমি কি সত্যিই ভুল করেছি??

১২/১০/২২.

ফিরে যাই সূচিপত্রে

আমি সেই নারী

আমি সেই নারী, যে কখনো কন্যা, কখনো বধূ, কখনো বা গর্ভধারিণী মা।

আমি সেই নারী, যে সর্বংসহা, জন্ম দা।

কখনো আমি ভীষণ শান্ত, কখনো রণরঙ্গিনী চামুণ্ডা। আমি সেই নারী, মাতঙ্গিনী, কখনো ঝাঁসীর রাণী লক্ষীবাঈ, কখনো মণিপুরী রাজ নন্দিনী চিত্রাঙ্গদা, যে পুরুষের ছদ্মবেশে করি রাজ্যশাসন।।

আমি সেই নারী, কখনো প্রভাবতী, যাঁর গর্ভে ধারণ করেছি নেতাজি সুভাষকে, কখনো এসেছে আমার গর্ভে বিদ্যাসাগর, আমি সেই নারী ভগবতী দেবী।

আমি সেই নারী, তোমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আমার সন্তান, ভুবনেশ্বরী আমি বিবেকানন্দের মাতা, আবার শত শত পুত্রের জননী আমি সেই নারী _সারদা।

আমি সেই নারী, কখনো নিরহঙ্কার, স্থিতধী, আবার কখনো দৈত্য দলনী_সিংহবাহিনী।

কখনো আমি প্রীতিলতা, কখনো কাদম্বিনী।

কখনো আমি আশাপূর্ণা, কখনো বা মৃণালিনী। মহাশ্বেতা, আমি সেই নারী। আমিই তো সেই নারী, যে মহাকাশে দিয়েছি

পাড়ি সুনীতা উইলিয়ামস রূপে, আবার কল্পনা চাওলা, যে মাটি স্পর্শ করার আগেই হয়েছি বিলীন, আমিই সেই নারী।

আমিই সেই বাচেন্দ্রী পাল এভারেস্ট জয়ী।

আমি সেই নারী।

আমি সেই নারী, যে করেছি দেশ শাসন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা রূপে, আবার দেশমাতৃকার ভজন গেয়েছি লতা মঙ্গেশকর হয়ে।

আমিই সেই নারী যে তোমাদের সন্ধ্যা, প্রতিমা, নির্মলা ইত্যাদি নামে খ্যাত। আমিই সেই নারী যার স্নেহ স্পর্শে সন্তান হয় স্নাত।

আমিই লক্ষী, সরস্বতী, আমিই ভগিনী, জায়া। কখনো আমি ভীষণ কঠিন, কখনো আমি স্নেহময়ী মায়া।

আমিই সেই নারী, যে জন্ম দিয়েছি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র, যার গর্ভে জন্ম নিয়েছে তোমাদের অমর্ত্য।

আমিই সেই নারী,

আমি সবকিছু সামলাতে পারি।।

১৮/৯/২২

ফিরে যাই সুচিপত্রে

আশঙ্কা

১:_"নাই নাই" রব যেন চারিদিকে,

রামধনু রঙ ও যেন লাগে ফিকে।

জীবিত না মৃত? আজ পৃথিবীর বুকে?

অনাবিল হাসি নেই কারো মুখে!

২:_চারিদিকে হায় ধ্বংস লীলা,

গোলা _বারুদের গন্ধ।

শ্বাস_প্রশ্বাস কোথা গেলে পাই?

হয়ে আসছে দম বন্ধ।।

৩:_মরিয়া হৈয়া আজ বাঁচাতে প্রাণ,

সকলেই ছুটিয়া চলে দলে দলে।

মাথায় ধরেছে যেন মস্ত কৃপাণ,

সাম্যবাদ? তারা সব গেছে ভুলে।।

৪:_সকলেই দেখো, বিপন্নপ্রায়,

ছেড়ে চলেছে আপনার ঘর।

আবার কি তবে ফিরিয়া আসিবে?

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর?

৫:_বসিবে কি পথে ভিক্ষা মাগিবারে?

"ফ্যান দাও, ফ্যান দাও" বলে?

নিষ্ঠুর চাহনি সকলকে আবার

দিতে চায় অন্ধকারে ঠেলে?

৬:_প্রগতি কোথায়? কে শেখাবেন আজ,

এগিয়ে চলার মন্ত্র?

বারিধারা ঝরে দু'নয়নে আজ,

পরিণত যেন প্রাণহীন যন্ত্র!

৭:_আছে কি কোথাও, কোনো এক ঠাঁই?

যেথা বুক ভরে নেওয়া যাবে শ্বাস,

সেথা একবার মন যেতে চায়,

যেথা বহিবে শুধু নির্মল বাতাস।।

৮:_সকলেই সেথা পাশাপাশি রবে,

মননে থাকিবে না কোনো দ্বিধা।

স্বাধীন ভাবে বাঁচিতে যে চায়,

আসিবে না কোনো রূপ বাধা।।

৯:_হাহাকার ধ্বনি উঠিবে না আর,

কাঁপিবে না হৃৎপিন্ড।

হাতে হাত রাখি চলিবে সবাই,

শান্তির বাণী শুনিবে দু_দন্ড।।

১০:_সহাস্য মুখে বলিবে সবাই,

"এসো যতো ভ্রাতা_ভগিনী গণ।

পরমানন্দে থাকিবো একসাথে,

ভয় দেখানোর রহিবে না কোনো জন"।।

১/৯/২১

ফিরে যাই সুচিপত্রে

ইচ্ছে

১:_হতেম যদি একটি পাখী,
বেড়াতেম ঘুরে ঘুরে।
মনের সুখে চলে যেতেম,
এদিকে ওদিকে উড়ে উড়ে।।

২:_কোকিল হলে ডাকতেম শুধু,
"কুহু কুহু" রবে।
জানিয়ে দিতেম এসেছি আমি
বসন্তের সৌরভে।।

৩:_পায়রা হলে করতেম ওগো,
"বক্_বকম", "বক্_বকম"।
সাদা কিংবা ধূসর হতেম,
রং হতো হরেক রকম।।

৪:_দোয়েল হতে পারতেম যদি,
শিষ দিয়ে ডাকতেম।
পেটটি আমার সাদা হতো,
পিঠে কালো রং লাগাতেম।।

৫:_ বাবুই যদি হতেম আমি,
ঘর বানাতেম খাসা।
সবাই দেখে বলতে, "দেখো
ঐ বাবুই পাখির বাসা"।।

৬:_স্বপ্ন দেখে চড়ুই হয়ে,
এদিকে ওদিকে লাফাই।
ঘুলঘুলিটা আছে কোথায়?
তাইতো খুঁজে বেড়াই।।

৭:_শালিখ যদি হতে পারি,
কেমন হতো বলো?
তিনজনে মিলে বলতে পারি,
"এবার ঝগড়া করি চলো"।।

৮:_টিয়া হতে চাই যে আমি,
ঠোঁট হবে টুকটুকে লাল।
মনের মতো কথা কবো,
তোমরা টিপবে আমার গাল।।

৯:_আরো কতো রূপের আমি,
পাখি হতে চাই।
মনের সুখে এদিকে ওদিকে,
ঘুরে আনন্দ যে গো পাই।।

১/৩/২২

ফিরে যাই সূচিপত্রে

উন্মাদ কে?

যেন মনে হয় ঐ কে ছুটে চলেছে দূরে,

পিছনের দিকে আরো কেউ কেউ

হঠাৎ সকলের ছোটাছুটিতে,

পাড়ার কুকুরগুলো চিৎকার করতে থাকে ঘেউ ঘেউ ঘেউ।।

কে ছুটে চলেছে?

উত্তর আসে, "কে আমি? কোথায় আমার বাড়ি?

কি আমার নাম, পদবী, আমার পরিচয়?

কোন্ বিস্মৃতির অন্ত রালে হারিয়ে যেতে বসেছে আমার অস্তিত্ব"!!!

এরপর তোমরা বলবে, তোমার পরিচয়, " তুমি একজন উন্মাদ, "অর্থাৎ তথাকথিত " পাগল "।।

তোমার বাস " অ্যাসাইলামে", সোজা ভাষায় যাকে বলা হয় "পাগলা গারদ"।।

রোজ রোজ আমাকে দেওয়া হবে মুঠো মুঠো ওষুধের বড়ি, তোমাদের পছন্দ করা কিছু নির্দিষ্ট খাবার।

জীবন্ত লাশের ন্যায় এলোমেলো ভাবে দিন অতিবাহিত হবে আমার।।

উদ্ভ্রান্ত, অপরিচ্ছন্ন আমি, উদাস দৃষ্টি আমার! আমার পালে হাওয়া লাগে না,

আমার গলায় সুর আসে না।।

কাকে ভালোবাসা যায়, কাকে ঘৃণা করা যায়, আত্মীয়_ অনাত্মীয় ভেদাভেদ থাকে না আমার কাছে।

আমাকে দেখলে তোমরা রাগ করবে, ভয় পাবে, কেউ বা বিদ্রুপ করে হাসবে!

কিন্তু কেউ কাছে টেনে নিয়ে জানতে চাইবে না তো, কেন আমি বিস্মৃতির অন্ত রালে হারিয়ে যেতে বসেছি?

এর সদুত্তর আমার জানা, আমি তো "উন্মাদ"।।

এই উন্মাদ তোমাদের কাছে আজ প্রশ্ন করছে,

তোমরা কি সকলেই সুস্থ, স্বাভাবিক, কেউ পাগল না?

তাহলে তোমরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অন্যদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করো যখন, সব কিছু বিস্মরণ হয়ে অর্থের পিছনে ছোট, তাদের কি বলে?

যারা নাম, যশ, প্রতি পত্তির কারণে নিজেদের মানুষ মারার যন্ত্রে পরিনত করো,

তাদের কি নামে ডাকবে?

তাদের জন্য বরাদ্দ থাকবে না কোনো "অ্যাসাইলাম" বা "পাগলা গারদ"?

তাদের অট্টহাসিতে তোমরা ভয় পাবে না?

মনে হবে না তোমাদের, তাদের ও চিকিৎসা করা দরকার একটি সুন্দর, সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার জন্য?

কে করবে তার বিচার?

আসলে পুরো পৃথিবীটাই আজ একটা আস্ত "পাগলা গারদ "!!

আর সেখানে আমি একা নই,

আমরা সবাই "পাগল ", বা "উন্মাদ "!!

কি, ঠিক তো?

৪/১০/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

এক নারীর কতো রূপ!

১:_কখনো সে আদরিনী কন্যা,

কখনো বা অভিমানী ভগিনী।

একাধারে তারা হয়ে ওঠে জায়া,

অন্যদিকে স্নেহময়ী জননী।।

২:_সর্বংসহা রূপ প্রকাশিত যেন,

এ তো সহজাত প্রবৃত্তি।

সহস্র আঘাতে ও ঘটে না কখনও,

এ ঘটনার নিবৃত্তি।।

৩:_নারীজাতি লালন করে, আপন জঠরে,

সেথা বেড়ে ওঠে এক নতুন প্রাণ।

আত্মত্যাগের বিনিময়ে তারা কি পায়?

সঠিক মর্যাদা, সঠিক সম্মান?

৪:_নারী যেন আজ ও ভোগ্যপণ্য,

হচ্ছেআজ ওনিকৃষ্ট পণ প্রথার বলি!!

সমাজের চক্ষু উন্মোচন কবে হবে?

বলবে, "এসো, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলি"!!

৫:_এখনো কেন দূর্বল ভাবে, অপমান করে?

এ কী চিরায়ত প্রথা?

প্রতি বাদী ভাষা কারো মুখে নাই,

"প্রতি বাদ, এ কি আজব কথা? "???

৬:_যতো পারো তাদের পিছনে রাখো,

এগিয়ে যাওয়া মানা।

"পাখীর মতো আকাশে উড়তে চাইলে,

ছেঁটে দেবো তোমার ডানা "।।

৭:_স্বাধীন হয়েছে দেশ সকলের,

হায়! তবুওমনের বিকাশ হয়নি

নারী তবুও আজও পরাধীন,

স্বাধীনতা তাদের জন্য আসেনি!!

৮:_যত ই তুমি শিক্ষিত হ ও

হয়ে ওঠো গুণবতী।

রক্ত চক্ষু সদা যেন বলে;" তুমি কিন্তু নারী ",

প্রতি ক্ষণ যেন হয় এই অনুভূতি

৯:_উত্তরণের পথ দেখাতে পারে নারী,

তবুও তাদের পিছনে টেনে রাখা কেন?

সমান্তরাল পথে এগিয়ে যেতে দিতে,

মনের মধ্যে কুণ্ঠা না থাকে যেন।।

১০:_বুদ্ধিমত্তায়, শিক্ষা_দীক্ষা য়,

নারীদের দিতে হবে সমানাধিকার

দয়া, করুণা, অসম্মান নয়,

দিতে হবে স্বীকৃতি মাথা উঁচু করে বাঁচার।।

১১:_উদারমনস্ক হ ও সকলে,

বাড়িয়ে দাও সবার হাত।

পৃথিবীটা একদিন পাল্টে যাবেই,

নারী আর করবে না প্রাণপাত।।

১২:_সম মর্যাদা, সম সম্মান পাবার,

নারীদের অধিকার।

অবহেলা করা, দূরে ঠেলে রাখার,

সময় হয়ে গেছে পার।।

১৩:_মাথা উঁচু করে বাঁচবে এবার,

সকল নারী জাতি।

অসম্মানের বোঝা বাড়ালে,

তাতে সমাজের হয়ে যাবে বৃহত্তর ক্ষতি।।

১২/৯/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

এক সন্ধ্যায়

১:_আজ বিকেলে গোধূলি বেলায়,

দেখা দিল পঞ্চমী তিথির চাঁদ

অস্তগামী সূর্যের প্রভা ঢেকে দিতে,

পেঁজা তুলো মেঘ পেতেছিল ফাঁদ।।

২:_নারকেল গাছের এলোমেলো হাওয়ায়,

মন ভালো হয়ে গেল আজ।

আলোর ঝলকানি দিতে দিতে দেখি,

আকাশে উড়ে যাচ্ছে "উড়োজাহাজ"।।

৩:_ধীরে ধীরে নিভে আসছে দিনের আলো,

ঢেকে যাচ্ছে চারিধার আঁধারে।

ঐ দূরে তারারা মিটিমিটি চায়,

পাখিরাও সদলবলে ফিরে যাচ্ছে নীড়ে।।

৪:_ গৃহিণীরা জ্বালাচ্ছে সন্ধ্যা প্রদীপ,

আপন আপন ঘরে।

যে যার মতো হয়ে ওঠে ব্যস্ত,

বাতি স্তম্ভ গুলি জ্বলে ওঠে রাস্তার ধারে।।

২/৯/২২

ফিরে যাই সূচিপত্রে

একটি বাড়ি

১। ফুলের নামে গ্রামের নাম,

চারিদিকে কতো বাড়ি সারি সারি।

আজ ও মনে হয় সব ই কতো চেনা,

কখনো তাকে ভুলিতে না পারি।।

২।চারিদিকে ঘর, মাঝে নিকনো উঠোন,

ছিল যে অনেক গাছ _গাছালি।

সকাল হতেই বসতো সেথায়,

নানা রকমের পাখ-পাখালি।।

৩। হরেক রঙের ফুলের বাহার,

যতনে সাজানো বাগিচা।

চন্দ্র মল্লিকায় সেজে ছিল, যেন

রঙিন একটি গালিচা।।

৪। গেটের কাছে মাধবীলতায়

যখন ফুটেছিল লাল-সাদা ফুল।

মনে হতো যেন, ঐ দেখা যায়,

কোনো কিশোরীর মনে ফুটেছে মুকুল।।

৫। আম, কলা, নারকেল, লেবু,

সজনে ফুলের গাছ, আর

বেলী, কামিনী, অপরাজিতায়

সুগন্ধে ভরে উঠতো চারিধার।।

৬। আজ সে বাড়ি ভাঙা পড়ে আছে,

তাসের ঘরের মতো।

কেউ কি তাকে সাজাবে যতনে,

আবার আগের মতো?

১২/৯/২২

ফিরে যাই সূচিপত্রে

একটি সকাল

১:_পোহালো রজনী, ওঠো গো সজনী,

খুলে দাও বাতায়ন।

পূবাকাশে চাও, নয়ন জুড়াও,

দেখো অরুণোদয়ের শুভ ক্ষণ।।

২:_বিহঙ্গেরা নীড় ছেড়ে যায়,

দূর হতে বহু দূরে।

কলকাকলিতে মেতে ওঠে সব,

আপন আপন ঘরে।।

৩:_রেলগাড়ি ছোটে আপন ঠিকানায়,

কু ঝিক ঝিক, কু ঝিক ঝিক।

ঘড়িটি দেয়ালে আপন খেয়ালে,

করে যায় টিক, টিক, টিক।।

৪:_রাস্তায় শোন, ঐ শোনা যায়,

কত ধরনের হর্ন।

আগুপিছু করে ছুটে চলে তারা,

যত রকমের আছে যানবাহন।।

৫:_মন্দিরেতে শোন ঘণ্টার ধ্ব নি,

মসজিদের আজানের সুর।

গীর্জায় শোন ঐ শোনা যায়,

প্রার্থনার এক নতুন সুর।।

৬:_দয়াল বাবু চায়েতে মগ্ন,

হাতে স ্ বাদ পত্র।

সত্বর তাকে যেতে হবে বাজারে,

তাই দেখে নিচ্ছেন দু_চার ছত্র।।

৭:_পসরা সাজিয়ে বসে পসারিণী,

বাজারে তে ভিড়ে ঠাসাঠাসি।

ক্রেতা _বিক্রেতার উভয়ের মাঝে,

চলতে থাকে দর কষাকষি।।

৮:দয়াল বাবু বাড়িতে ফেরেন,

বাজার ভর্তি থলে।

সকলে মিলে ভুরিভোজ হবে,

বাড়িতে গিয়েছিলেন বলে।।

৯:_গৃহিনী এখন রন্ধন শালায়,

হাতা _খুন্তি তে ব্যস্ত।

সময় মতো সেরে নিতে হবে,

যতো কাজ বাকী আছে সমস্ত।।

১০:_অফিস বাবুরা অফিসেতে যায়,

শিশুরাও যায় পাঠশালায়।

শ্রমিকেরা সব দলে দলে ছোটে,

নিজ নিজ কল_কারখানায়।।

১১:_এভাবেই আসে রোজ সকাল,

পেরিয়ে যায় দিন, মাস, বছর।

অমানিশা কেটে আসবে আবার,

নতুন আশার নতুন ভোর।।

১২/২/২২ ফিরে যাই সূচিপত্রে

এর নাম কি?

১:__দুটি ছেলেমেয়ে আজ হাত ধরাধরি,

চলেছে তারা অজানার পথে।

বুকভরা শুধু তাদের আছে ভালোবাসা,

এর বেশী আর কিছু নাই সাথে।।

২:_জানে না তারা ঠিকানা কোথায়,

শুধু জানে 'যেতে হবে'।

ভালোবাসা তাদের সাহস জোগায়,

একে অপরের সাথে সদা রবে।।

৩:_চোখে যে তাদের অনেক স্বপ্ন;

নাই সেথা কোনো ছলনা।

অজানা পথে সব ভাগ করে নেবে,

বাকী কথাগুলো যা বলা হলো না।।

৪:_সাহস করে বেরিয়েছে তারা,

সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আজ।

ভালোবাসায় পারে জেতাতে তাদের,

নাই বা মানলোকালো এ সমাজ।।

৫:_একেই কি বলে প্রেম? নাকি,

এর অন্য কিছু আছে নাম?

সুখ_দুঃখে তারা থাকবে একসাথে,

যেথায় হোক না তাদের ধাম।।

১৮/৮/২২.

ফিরে যাই সূচিপত্রে

ও আকাশ

আকাশ, আমি তোমার পানে,

শুধুই চেয়ে থাকি।

বাতাস, আমি তোমার শব্দে,

আমার কান যে পেতে রাখি

মেঘ, তোমায় ভাসতে দেখলে,

শুধুই ভাবি মনে।

সাদা পালতোলা যেন নৌকা তুমি,

ভেসে চলেছো কোন্ খানে?

নীল আকাশের মাঝে ঐকালো মেঘ,

একি অদ্ভুত সৃষ্টি!!

ঝমঝমিয়ে এবার কি তবে,

নামিয়ে দেবে বৃষ্টি!!

মন হয়ে গেছে উৎফুল্ল আজ,

হৃদয় হয়েছে উচাটন।

মেঘ_বৃষ্টির খেলা দেখতে লাগি,

খুলে দিয়েছি বাতায়ন।।

ইচ্ছে করে ডানা মেলে,

উড়ে যায় প্রজাপতির মতো।

যদি থাকতো পেখম আমার,

মেলে দিতাম ময়ূরের মতো।।

মন যে আমার নেচে ওঠে আজ,

কেমনে ধরে রাখি?

তাইতো আকাশ, আমি তোমার পানে,

শুধুই চেয়ে থাকি।

বাতাস, আমি তোমার শব্দে,

তাইতো আমার কান পেতে রাখি।।

১০/৭/২২.

ফিরে যাই সূচিপত্রে

ও মেয়ে

শুনছো মেয়ে,

দেখো চেয়ে।

নাম কি তোমার?

শ্যামলী।।

কোথায় থাকো?

পাশের গলি।।

বাড়িতে কে আছে?

বাবা_মা।।

আর কে আছে?

আর কেউ না।।

বাবা কি করেন?

ভাগ _চাষী।।

মা কি করেন?

কাজের মাসী।।

বন্ধু আছে?

দু_একজন।।

কেমন তারা?

আমার মতন।।

কিছু খেতে

ইচ্ছে করে?

মাংস_ভাত,

পেটটিভরে।।

কোথাও যেতে,

মন চায়?

পাখির মতন,

উড়ে বেড়ায়।।

স্কুলে যাও?

মাঝে মাঝে।।

ব্যস্ত থাকো?

ঘরের কাজে।।

স্বপ্ন দেখো?

ভীষণ রকম।।

পূরণ হলে,

বলবো তখন।।

২৩/৮/২২

ফিরে যাই সূচিপত্রে

কষ্ট

হৃদয়ের ধন ছেড়ে চলে গেছে যারে,

তার বেদনা কি, কেহ তা বুঝিতে কী পারে?

অশ্রু মোচনের লাগি খুঁজিতে হয় নির্জনতা,

কৃত্রিম হাসির অন্তরালে লুকিয়ে থাকে বিষন্নতা!!

হয়তো এর ও লাগি, কেহ তারে ভাবে দুঃখ বিলাসী;

মনে মনে ভাবে বুঝি, সমবেদনা অভিলাষী!!

ঘন কালো নিকষ অন্ধকার নেমে আসে জীবনে;

ফল্গুধারার মতো বয়ে যায় নিরন্তর অন্তর্দহনে।।

৮/৪/২৩

ফিরে যাই সূচিপত্রে

কিছুটা সময়

১:_বাড়ী থেকে বেরোলাম

ট্রেন ধরবো বলে।

স্টেশনে পৌঁছে দেখি

ট্রেন গেছে চলে।।

২:_অগত্যা, এবার আর কী উপায়;

বসে প্রহর গোনা।

মাঝে মাঝে কান পেতে থাকা

বুঝি, এনাউন্সমেন্ট যাবে শোনা।।

৩:_বাড়ছে ক্রমশঃ যাত্রী সংখ্যা

প্ল্যাটফর্মে উপচে পড়া ভিড়।

সকলের চোখ যেন হাতে রাখা

সেই মুঠোফোনেই স্থির।।

৪:_ভিড়ে ঠাসা প্ল্যাটফর্ম তবুও

নেই কোনো কলরব।

মুঠোফোনের আকর্ষণ এ যেন

জনতা হয়ে গেছে নীরব!!

৫:_কিছুক্ষণ পরে নড়েচড়ে বসা।

ঐ, বাজল ট্রেনের বাঁশি।

কু_ঝিকঝিক করে এসে গেল ট্রেন

ও বাবা, এতো ভিড়ে ঠাসাঠাসি।।

৬:_থামল ট্রেন, উঠে পড়লাম,

এবার গন্তব্যে যাওয়া।

কিছুটা সময় বেশ কেটে গেল।

কিছু স্মৃতি গেলফিরে পাওয়া।।

২৩/২/২২

ফিরে যাই সূচিপত্রে

কেমন আছো?

কেমন আছো মাধবীলতা?

চিনতে পারছো আমায়?

যে তোমার লাল, সাদা ফুল দিয়ে কানের দুল গড়িয়ে পড়তো ছেলেবেলায়?

মনে পড়ে কি তার কথা একবার ও?

তোমরা কেমন আছো, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, জবা, অতসী, টগর?

রাতের বেলা টর্চের আলোয় তোমাদের কুঁড়ি থেকে পাঁপড়ি মেলে ফুল হয়ে ওঠা যে দেখতো,

তাকে মনে পড়ে তোমাদের?

সেই ছোট্টো ছোট্ট ছেলেমেয়েদের, যারা তোমাকে ঝাঁকিয়ে তোমার ফল পেড়েখেতো আর মুখে 'টক্ টক্'শব্দ করতো, তাদের কথা কি মনে পড়ে, কুল গাছ তোমার?

ভালো আছো আশা করি, সেই 'পাতকুয়ো', তোমার শীতল জলের ধারায় যে নিজেকে স্নান করাতো, তাকে ভুলে যাওনিতো?

এখনো তোমার জল সেই টলটলে শীতল আছে, তাই না? মন খারাপ হয় তোমার?

আর ঐযে, রান্না ঘরের বারান্দায় ছোট্ট 'ত্রিমুখী উনুন'?

যার পেটের মধ্যে ছোট ছোট কাঠ জ্বালিয়ে একটি ছোট মেয়ে তার পছন্দেরখাবার বানাতো?

তাকে কি একবার ও মনে পড়ে?

কেমন আছো তুমি'অর্জুন গাছ'? তোমার গায়ের ছাল যখন ঝরে পড়তো মাটিতে,

কতো মানুষ এসে নিয়ে যেতো, ঔষধ হিসেবে কাজে লাগানোর জন্য। তুমি তো কখনও না বলোনি।আজ তুমি কেমন আছো?

কেমন আছো, বাড়ীর সামনের সেই 'বটগাছ'? যার বিশাল ছায়ায় সকলে দুপুর বেলা অবসন্ন শরীর এলিয়ে দিতো। ষষ্ঠী পূজোয় সকল মায়েরা সন্তানের মঙ্গল কামনা করে তোমার গায়ে পূজো দিতো। সেই মায়েদের কথা মনে পড়ে তোমার?

কেমন আছো, সেই মেঠো পথ? সেই সামনের প্রাইমারী স্কুল?

মনে পড়ে তোমাদের, সেই কচিকাঁচার মুখ? ভাবো কি তাদের কথা? স্মৃতির পাতায় আজ ও লেখা আছে কিছু?

কেমন আছো তোমরা, পাড়ার যতো হাঁস, মুরগি, কুকুর ছানা, বিড়াল ছানা, গরু_বাছুরের দল?

ভালো থেকো তোমরা সবাই। যদি কোনদিন আবার দেখা হয়, সবটুকু না_পাওয়া শুষে নিতে চাই দু'হাত ভরে। ফিরিয়ে দিও না আমায়।

যা আজ থেকে চার দশক আগে ছেড়ে এসেছি, নতুন করে আবার ফিরে পেতে চাই।

ওগো, কামিনী, জুঁই, বেলি ফুল,

ওগো শালিক, টিয়ার দল,

সেই ছেড়ে আসা মাটির দেওয়াল, উঠান, তোমরা কেউ ভুলে যেওনা।

উজাড় করে দিও তোমাদের সবটুকু ঘ্রাণ,

উদ্বেলিত হতে চায় মোর মন_প্রাণ।

একদিন ঠিক দেখা হবে তোমাদের সকলের সাথে।

খুশীতে ভরে যাবে সব না পাওয়ার বেদনা।

ভালো থেকো তোমরা সবাই।

এবার তবে বিদায় জানাই বন্ধু।

১/১/২২

ফিরে যাই সূচিপত্রে

ক্ষতি নেই

যদি আমাকে তুমি ভুলে যেতে চাও,

ভুলে যেতে পারো__

অভিযোগ করবোনা কোনদিন;

যদি, স্মৃতির পাতা তুমি ছিঁড়ে ফেলতে চাও,

ছিঁড়ে ফেলতে পারো__

সবকিছুই তুমি যদি ভাবো মূল্যহীন।।

ভেবে নেবো নিজেকে আমি;

শীতকালের ঝরা পাতার মতো___

প্রকৃতির নিয়মে যা ঝরে যায়,

বসন্তের বাতাস টুকু গায়ে মেখে বৃক্ষরাজি___

নতুন পাতায় যেমন আবার নিজেকে সাজায়।।

সাজাবো নিজেকে আবার সযতনে,

বারিধারা ঝরাবো না নয়নপাতে;

সবটুকু স্মৃতির পাতা নিয়ে আমি,

উড়ে চলে যাবো দূর গগনে ঐ

বলাকার সাথে।।

৭/১১/২২

ফিরে যাই সূচিপত্রে

গৃহবধূ :_ (প্রথমে 'মেয়ে', তারপর 'বৌ', অবশেষে'মা'।)

১:_ছোটবেলায় ফ্রক পড়ে স্কুলে যায় মেয়ে,

ধীরে ধীরে বড়ো হয় বাবা_মায়ের আদর পেয়ে।।

ভাই_বোন আর থাকে যদি একটি বা দুটি,

চলতে থাকে তাদের সংগে নানারকম খুনসুটি।।

পড়াশোনা চলতে থাকে, সংগে নাচ বা গান শেখা,

মাঝে মাঝে ছুটির ফাঁকে একটু টেলিভিশন দেখা।।

বন্ধু দের সংগে মাঝে মধ্যে মনের কথা বলা,

বাবা_মায়ের কথা শুনে নিয়ম মেনে চলা।।

যতো আবদার সবকিছু বাবার কাছে করা,

চারিদিকে শুধু যেন আদর দিয়ে ভরা।।

২:_এরপরে যখন বড়ো হলো সেই ছোট্ট মেয়ে,

বাবা_মা ভালো পাত্র দেখে দিয়ে দিলেন 'বিয়ে।।

এখন সেই মেয়ে বৌহয়েছে, দায়িত্ব অনেক বেশি।

আগের মতো সব করতে পারে না, যখন যেমন খুশী!!

সদাই ভাবে, "আমার ইচ্ছে সবাই কি মানবে"?

মনের যতো কথা, সব মনেই লুকিয়ে রাখবে।।

ভালো বাসা যা পাবে তার চেয়ে দেবে অনেক বেশি,

ভাবতে থাকে, "সবাই খুশী থাকলে পরে সেও থাকবে খুশী "!!

৩:_ধীরে ধীরে হয় পদোন্নতি, এখন সে যে 'মা',

সন্তান তার মন জুড়ে নিজের কথাই ভাবে না।।

দিন, মাস, বছর যায় শুধু সংসারের জন্য।

ভাবে, বুঝি এবার তার 'জীবন হলো ধন্য'!!

কোথাও কোনো কর্তব্যে কোনো ফাঁকি দেয় না,

শুধু নিজের কথা ভাবার বেলায় কোনো সময় পায় না।!!

সবাই যখন নিজের জন্য সদাই থাকে ব্যস্ত,

সেই বধূ টি তার সবটুকু উজাড় করে দেয় সমস্ত।।

৪:_কেউ কি একবার ও ভাবে বলো, এই গৃহবধূর কথা?

কিসে যে তার আনন্দ হয়, কিসে লাগে ব্যথা??

এইভাবেই চক্রাকারে চলতে থাকে 'জীবন'

বোঝেনা সে, নিজের পরিচয় হারিয়ে যায় কখন।।

৫:_কখনো সে 'মেয়ে'কারো, কখনো বা 'বৌ',

কখনো সে 'মা'যে এখন, আত্ম পরিচয় কৈ?

গৃহবধূর জীবনটা কি এমনি করেই কাটবে?

কবে আসবে সেই দিন, যেদিন তার কথা কেউ ভাববে?

২৬/১১/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

গোলকধাঁধা

গোলকধাঁধায় পড়ে আছি যেন,

খুঁজে না পাই দিশা।

মরুভূমির মরীচিকায় কি গো,

পুরায় মনের তৃষা?

রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি,

আমি কিছু ই বুঝতে পারি না।

সবটাই যে বড্ড কঠিন,

এইটাও মানতে পারি না।।

ডানদিকে গেলে, বামদিক বলে,

ঐ পথটি ভুল

বামদিক থেকে ডানদিকে গেলে,

সেখানে ও কি ফুটে থাকে ফুল?

পৃথিবীটা গোল, নাকি অন্যরকম?

এক চক্র বুহ্য যেন!

হেথায় পারস্পরিক বোঝাপড়া কম,

শুধু মাত্র সমঝোতা কেন?

সবাই ভাবে, "আমি বেশি জ্ঞানী,

অন্যেরা সব অজ্ঞান"।

"ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়", আজ।

পাবো কোথায় সঠিক 'বিদ্বান'?

সঠিক দিশা আজ খুঁজে পেতে হবে,

চালাতে হবে সন্ধান।

দিকভ্রান্ত হলে চলবে না,

সজাগ রাখতে হবে চোখ, কান।।

"আমি সব জানি না", একথা

কেন কেউ মানতে পারি না?

আমার চেয়ে ও বেশী যাঁরা জানেন,

তাঁদের হাতেই কেন সবটুকু ছাড়ি না?.

১৫/৩/২২. **ফিরে যাই সূচিপত্রে**

চলমান গাড়ি

সমস্ত পৃথিবীর যেন আমি
এক চলমান গাড়ি।
যখন যেথায় মন যেতে চায়,
আমি সেথায় চলে যেতে পারি।

যখনই মন চাইবে আমার,
চলে যাবো সাগর অথবা পাহাড়ে।
এভাবেই হয়তো কোনদিন আমি,
পৌঁছে যাবো সেই মোহনার ধারে।

মরুভূমির যে প্রান্তরেই হোক না কেন,
মনের মধ্যে যদি আসে ডাক।
মরীচিকার সন্ধানে ছুটে চলে যাবো,
পিছনের টান সব পড়ে থাক

সাগরের নীল জলের ঢেউ এর স্রোতে,

মনে আনন্দ লহরী বাজবে।

আবার,পাহাড়ের নিঃঝুম নীরবতায়,

দুরু দুরু বুক কাঁপবে।।

ভুলে যেতে চাই যে আমি,

কোথায় আমার ছাউনির ঘর।

এই পৃথিবীর সব কিছু আপন

আমার, কেউ নয়তো পর।।

৯/১০/২২.

ফিরে যাই সূচিপত্রে

চলো পাল্টাই

ছোটবেলায় পাঠ্যপুস্তকে পড়েছিলাম, "মানুষ সমাজ বদ্ধ জীব"। এই কথার সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে আজকাল অসুবিধে হয়, কারন, যখন চারিদিকে দেখি জাতের নামে কিভাবে মানুষকে প্রতিনিয়ত হেনস্থা হতে হয়। " সমাজ বদ্ধ "কথার অর্থ কি? সমস্ত শ্রেণীর মানুষ একে অপরকে সম্মান প্রদর্শন করবে। পারস্পরিক সম্পর্ককে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে।

প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের প্রয়োজনীয়তা আছে এই পৃথিবীতে। এক শ্রেণীর মানুষ যে কাজটি করতে পারে, অন্য শ্রেণীর মানুষ সেটি করতে পারে না। প্রত্যেকে তাঁদের নিজের কাজে দক্ষ।

পাঠ্যবইয়ে পড়েছি কামার, কুমোর, তাঁতী, ছুতোর, মুচি, মেথর প্রভৃতি সকলেই আমাদের "সমাজ বন্ধু"। এদের সকলের কাজে বিভাজন আছে। সকলেই নিজেদের বিদ্যায় পারদর্শী। কিন্তু বাস্তবে কি এদের সকলকে নিয়ে একটি সুষ্ঠূ সমাজ গড়ে উঠেছে স্বাধীনতার এতো বছর পরেও সকলকে কি আমরা সমমর্যাদা দিতে পেরেছি?

কোথাও যেন একটি বড়ো প্রশ্ন চিহ্ন দেখা যায়!!

আজকাল তো মনে হয়, সমাজে কেবলমাত্র দুটি শ্রেণীর অস্তিত্ব প্রকটিত। উচ্চ_নীচ, ধনী_দরিদ্র।

মানুষের একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সম্মান, সমবেদনা, সহমর্মিতার অভাব প্রতি মুহূর্তে পরিলক্ষিত হচ্ছে। কোন এক শ্রেণীর দ্বারা সমাজ গঠিত হয় না। একটি সুষ্ঠু, সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার জন্য সর্বপ্রথম আমাদের মানসিক বিকাশ হওয়ার দরকার। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিকাশের আগে মানসিক বিকাশ একটি সমাজকে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

কিছু অপ্রাসঙ্গিক ধ্যান ধারণার বশবর্তী হয়ে মানুষ নিজেরাই নিজেদের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর নির্মাণ করে চলেছে। এতে সমাজের অবক্ষয় নেমে আসতে বেশি সময় লাগবে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যারা সবসময়ের সঙ্গী, তাদের প্রতি অবহেলা যেন আমাদের গনতান্ত্রিক অধিকার। একশ্রেণী শোষক, আর এক শ্রেণী শোষিত। আসলে সভ্যসমাজ গড়ে তোলার সম্যক ধারণায় ঠিক মতো তৈরি হয় নি মানুষের মনে। তাইতো একে অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হয় সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মতো ।

চলতে থাকে "জাতের নামে বজ্জাতি"!!

নব্য যুগের নব্য সভ্যদের কাছে এক সুষ্ঠু, সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান জানাই।

২২/৭/২২

ফিরে যাই সূচিপত্রে

চারাগাছ

১:_শুনছো কি? চারাগাছ আমি, বাচ্চা এখন,
একটুখানি আদর করো।
দেখবে একদিন আস্তে আস্তে,
হয়ে গেছি কেমন বড়ো।।
২:_ভাবো না কেন তোমরা একটু,
আমিও তোমাদের সন্তান।
অবহেলা যদি করো একটুও,
আমিও কিন্তু করবো অভিমান।।
৩:_একটু মাটি, জল একটু আলো,
এই তো আমি খাই।
সেটুকু ও যদি না দাও তবে,
কিভাবে নিজেকে বাঁচাই?
৪:_দিনের বেলায় সূয্যিমামা,
রাতের আকাশে চন্দ্র।
আমাদের ও প্রাণ আছে, তা
বলেছেন, তোমাদের জগদীশ চন্দ্র।।
৫:_বন্ধ ঘরে রেখো না আমায়,
হয়ে যে যাবো সাদা।
ক্লোরোফিল টা ভীষণ দরকারী,
এইটা মনে রেখো সদা।।
৬:_ডালপালা ছড়িয়ে একদিন আমি,
বড়ো হবো যখন।
রঙীন দুটি ডানা মেলে,
প্রজাপতি এসে বসবে তখন।।
৭:_এ ফুল, ও ফুল ঘুরে ঘুরে,
করবে তারা মধূ আহরণ।

মনটা তোমার ও খুশী হবে,
আনন্দে মন মাতবে তখন।।
৮:_ভেবে দেখো একটু এবার,
ঠিক বলেছি কিনা?
যত্ন যদি না করো তবে,
আমায় কিন্তু আনবে না।।
৯:_জায়গা আমার বেশি লাগে না,
বসাও বাড়ীর ছাদে।
মাটি টুকু খুঁচিয়ে দিও,
ক'দিন বাদে বাদে।।
১০:_বেশী বেশী সার দিও না,
হজম হবে না,
সহ্য করতে না পারি যদি,
আমায় দোষ দিও না।।
১১:_ফুল অথবা ফল যাইহোক,
যখন তোমায় দেবো আমি।
হাওয়ায় যখন দুলবো তখন,
দেখবে সাথে দেখবে তুমি।।
১২:_এবার বলো, ভালোবাসবে আমায়?
সন্তান কে যেমন ভালোবাসো?
তবে তুমি ও আমার সাথে,
প্রাণ, মন খুলে হাসো।।

২৬/৮/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

ছোট্ট ইচ্ছে

আমার একটি ছোট্ট প্রশ্নের উত্তর জানার বড়ো আগ্রহ
তোমাদের কাছে।
যেদিন আমি থাকবো না এই পৃথিবীতে
তোমাদের মাঝে,
আমার প্রাণ পাখি খাঁচা ছেড়ে উড়ে যাবে,
যেদিন অন্য কোনো ঠিকানার খোঁজে।

সেদিন আমার কথা ভেবে তোমাদের
চোখ দুটি উঠবে কি জলে ভরে?
সমস্ত মান_ অভিমান ভুলে গিয়ে তোমরা,
ডাকবে কি একটিবার আমায় নামটি ধরে?

আমি কি পেয়েছি তোমাদের কাছে,
আমিই বা কি দিয়েছি তোমাদের।
তার হিসেব করতে নাই বা গেলে।
শুধু ভালো কথাগুলো মনে রেখে দিও,
মন্দ যা কিছু ছিল সেগুলো না হয়,
সবকিছু যেও তোমরা ও ভুলে।।

তোমাদের সকলের মাঝে, আছি যে_কটা দিন,
শুধু তোমাদের ভালোবেসে যেতে চাই।
যে কথাগুলো আজও বলা হলো না,
পরজন্ম লাগি তা রেখেদিনু এক ঠাঁই।।

বেশি কিছু সাজে সাজিও না মোরে,
শুধু সংগে দিও মোর রবীন্দ্রনাথ।
উগ্র সুবাস থেকে দূরে রেখো মোরে।,

শুধু মাথার উপরে রেখো তোমাদের দুটি হাত।।

জানি আমি আজ, পাবো না উত্তর,
অপেক্ষা আমায় করতে হবে।
আর একটি অনুরোধ ফেলে দিও না আমার,
জানি প্রিয় গান দুটি নিশ্চয়ই শোনাবে।।

"যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে"।।
"আছে দূঃখ, আছে মৃত্যু,
বিরহ দহন লাগে "।।

এইটুকু মোর বড়ো সাধ মনে,
এর চেয়ে বেশি কিছু নাহি চাই।
জানিনা হঠাৎ কখন এসে যাবে ডাক,
জানাবার সময় যদি নাহি পাই।।

২৯/৯/২২

ফিরে যাই সূচিপত্রে

জীবন অন্যরকম

মানুষ আমরা ঠিক কি ভাবি জীবনকে নিয়ে, নিজেরাই মনে হয় অনেক সময় বুঝতে পারি না। সবসময় জীবন এক সরলরেখায় চলে না। মনের ভাবনাগুলো যখন এলোমেলো হয়ে যায়, নিজেকে পথভ্রষ্ট বলে মনে হয়। আলোরপথ খুঁজে বের করে নিতে হবে। সেখানে হয়তোবা তোমার হাত ধরার জন্য অন্য একটি হাত কখনো পাবে, আবার নাও পেতে পারো। মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে সর্বদাই।

ছোটবেলায় দেখা স্বপ্ন গুলো পূরণের পথ কখনো সুগম, কখনো দূর্গম।সকলকে নিয়ে মনের মধ্যে যে ছবি আঁকা হয়,

যখন সেই ছবি বাস্তবায়ন হয় না, মনের অতলে উথাল পাথাল হতে থাকে। ব্যক্তিগত জীবনে এই উপলব্ধি আমার মনে হয় অনেকের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। কি পেয়েছি আর কি পাইনি সেই হিসেবের খাতা টি যেন ধোঁয়াশায় ভরা। যাদেরকে মনে হয় জীবনের সবচেয়ে দামি, তারাই একসময় হঠাৎ করে যেন ভীষণ অচেনা হয়ে ওঠে। একসময় হয়তো প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। তখন শুধু মাত্র সম্পর্কটা বয়ে বেড়ানো ছাড়া আর কিছু বাকি থাকে না। নিত্যদিনের অভ্যাস বশতঃ কিছু কর্তব্য পালন করে যাওয়া।

যাদের কাছে তুমি ছিলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, একদিন দেখবে তারাই তোমাকে গুরুত্বহীন বলে দূরে সরিয়ে ফেলেছে। তোমার সাহচর্য তাদের কাছে হয়ে ওঠে বিরক্তিকর।

জীবন বড়ো একঘেয়ে হয়ে ওঠে। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ খুঁজে বের করে নিতে পারলে তুমি শান্তি পাবে, নচেৎ ঐ ,কালের নিয়মে বয়ে চলা।

তারমধ্যে ও ভালোলাগার, ভালোবাসার কিছু মূহুর্ত মনের ক্যানভাসে ভেসে ওঠে যখন, তখন কিছুটা ক্লান্তি দূর হয়।

খুঁজে নিতে হবে ভালো বন্ধু, যেখানে কোন স্বার্থপরতা নেই, আছে একরাশ আনন্দ, অনাবিল ভালোলাগা, ভালোবাসা, মনের কথা খুলে বলার স্বাধীনতা, পাশাপাশি বসে স্মৃতি রোমন্থন করা।

সকলের মাঝে থেকে ও যখন একাকীত্ব অনুভূত হয়, সঙ্গী করো তোমার ভিতরের সক্ষমতাকে, যেটা তুমি করতে পারো, তাই নিয়ে ব্যস্ত করো নিজেকে, ভালো থাকার অধিকার তোমার ও আছে।

দেখবে আর কোন খারাপ লাগার অনুভূতি হবে না।

নিজেকে চিনতে শেখো, নিজের কথা ভাবো, কারন জীবনটা তোমার।

২৮/৭/২২

ফিরে যাই সূচিপত্রে

ঝড়

১:_বাইরে যেন শিরশির করে,

ব ইছে সমীরণ।

গাছের পাতার মর্মর ধ্বনি?

সজাগ হয়েছে কান।।

২:_আকাশে দেখো ঐ কালো মেঘ,

মনে হয় যেন ধেয়ে আসে।

রাখাল, কৃষক, মৎস্য জীবী,

ঘরের পানে ছুটতে থাকে ত্রাসে।।

৩:_ধীরে ধীরে হাওয়ার গতি,

বাড়তে থাকে যেন।

শন্, শন্, শন্ আওয়াজ শুরু,

ভালো করে সব কান পেতে শোন।।

৪:_এলোপাথারী চলছে হাওয়া,

মর্মর শব্দ হলো বুঝি ওই।

ভাঙলো নাকি পাড়ার ভিতর,

বড়ো গাছটি, দেখেছো কি কেউ??

৫:_একেই নাকি 'ঝড়'বলে,

অভিধানে পাই।

ঝড় উঠলে বুক যে কাঁপে,

ভাবি, কোথা যে লুকায়!!

৬:_'আইলা', 'ফনী', 'যশ', 'বুলবুল',

'আমফান', আরো কতো নাম!!

সব ঝড়ের ই উদ্দামতায়,

ভেঙে চুরমার বাসস্থান।।

৭:_"ঝড় উঠেছে, বাউল বাতাস ",

"শোন ভাই মাঝি_মাল্লা;

শীঘ্রই সব ঘরে ফিরে যাও,

নিও না গো, ঝড়ের সংগে পাল্লা"।।

৮:_যখনতীব্র দহনে ধরনী চৌচির,

নাভিশ্বাস ওঠে চারিধারে।

তখনআশার আলো বুঝি দেখা যায়,

"কালবৈশাখীর" ঝড়ে!

৯:_জীবজন্তু, পশুপাখি,

গাছপালা, সমস্ত।

লন্ডভন্ড হয় চারিদিকে,

হয়ে পড়ে সবাই তটস্থ!

১০:_প্র কৃতির এই নিত্য খেলায়,

ওগো, চলছে 'পুতুল নাচ'।

তাই, ঘরে_বাইরে সকল খানেই,

লাগবেই জেনো আঁচ।।

৫/১২/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

ডেলিভারি বয়

১:_ঘরে বসে আজ লাগছে আলস্য,

কিন্তু মন চাইছে ভালো কিছু খেতে।

রাঁধতে যে মন চাইছে না আজ,

চাইছে না রেষ্টুরেন্টেও যেতে।।

২:_ভাবছো তো ঘরেবসে,

কী হবে এর উপায়?

হঠাৎ মনে হলো, আছে মুশকিল আসান,

আছে তো ডেলিভারি বয়।।

৩:_ঝড়, জল, বৃষ্টি, কিংবা ভীষণ শীত,

যখনই মন খেতে চাইবে।

এক ফোনকলেতেই হয়ে যাবে কামাল!

বাড়ি বসে সব পেয়ে যাবে!!

৪:_ডেলিভারি বয় যে, সেও তো মানুষ,

তার কথা বলো কে ভাববে?

যে খাবার বহন করে পৌঁছে দেবে সে,

সে কি কখনো তা খেতে পারবে??

৫:_তার কি স্বপ্ন ছিল,

হয়তো ভুলেই গেছে আজ!

সংসারের চাহিদার তাড়নায়,

হয়তো পড়েছে ডেলিভারি বয়ের সাজ!!

৬:_একটু দেরী হলে, দশ কথা শোনাবে,

ভাববে না কেন দেরী হলো।

হয়তোবা রাস্তায় ছিল ট্রাফিক জ্যাম,

তাইতো এই দেরী হয়ে গেলো।।

৭:_ডেলিভারি নিয়ে যদি ধন্যবাদান্তে,

একটু কথা বলো হেসে।

সেই ডেলিভারি বয় হবে ভীষণ খুশি,

সার্ভিস দেবে ভালোবেসে।।

৩/৪/২২ ফিরে যাই সূচিপত্রে

থেমে যেও না

১:_যেদিন তুমি জন্ম নিয়েছো

এই মায়াভরা পৃথিবীর বুকে,

সেই দিন থেকে জানবে,

জীবন যুদ্ধ নামক রণক্ষেত্রের তুমি সৈনিক,

মস্তিষ্ক, হৃদয় তোমার সাথে থাকবে সদা সুখে_দূঃখে।।

সকালে উঠিয়া দেখিবে সোনালী দিন,

প্রতিটি প্রাণী নিজ কর্মে ব্যস্ত।

প্রকৃতি চলিবে আপন খেয়ালে সেথা,

নদী_সাগর বয়ে যাচ্ছে অনন্ত।।

হৃদযন্ত্র খানি ধুকপুক করে জানান দেবে,

"আমি আছি, তুমি এগিয়ে চলো, "

"সবটুকু ঘ্রাণ আহরণ করো",

হৃদয়ের কথাটুকু শুধু মেনে চলো।।

আসবে বাধা, আসবে প্রতি বন্ধকতা,

হবে না সর্বদা মসৃণ চলার পথ ,

"হোঁচট খেয়েছো? উঠে দাঁড়াও বন্ধু," বলবে মস্তিষ্ক;

"সামনে তবুও এগিয়ে নিয়ে চলো তোমার মনোরথ"।।

ভালোলাগা টুকু উপভোগ করো,

নিংড়ে নাও সবটুকু শ্বাস ভরে।

ভালোবাসা টুকু দু'হাতে বিলিয়ে দাও,

রেখো না সেখানে হৃদয়ের দ্বার বন্ধ করে।।

পিছনের পানে কেউ টানাটানি করে,

তোমায় যদি গো থামাতে চায়,!

সাহসে ভর করে সামনে এগিয়ে চলো,

কভু পিছনের পানে তাকাতে নাহি হয়।।

জেনেছো যেটুকু, শিখেছো যেটুকু,

তারে অহংকার ভাবিও না,

আরো বেশি জানো, আরো বেশি শেখো,

আত্ম তুষ্টি তে কভু ভুগিও না।।

প্রকৃতিতে দেখো আসে কতো ঝড়,

লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে চারিধার।

সবকিছু ভেঙে করে দেয় তছনছ,

আপন খেয়ালে প্রকৃতি সেজে ওঠে তো আবার!!

হার_জিতের এই খেলায় জেনো,

তুমি ও একজন 'খেলোয়াড়'।

ধারালো করে শাণ দিয়ে রাখো,

তোমার মস্তিষ্ক, হৃদয়ের তলোয়ার।।

যদি মনে হয় শ্রান্ত_ অবসন্ন মন

বারেক ফিরিয়া চাও, বন্ধু,

রণক্ষেত্রের 'সৈনিক'তুমি,"সত্য কঠিন ",

ভাবিয়া, তবে ঘুচাও মনের দ্বন্দ্ব।।

রবি, শশী, গ্রহ, নক্ষত্র যতদিন আছে,

পৃথিবীতে ঘটবে দিন_রাত্রি।

তুমি ও ঠিক চলার পথে,

পেয়ে যাবে সঠিক কোন সহযাত্রী।।

এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো,

কদাপি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে পড়ো না।

সামনে দেখো ঐ দেখা যায় 'বিজয় নিশান',

লক্ষ্য পূরণের আগে কখনো 'থেমে যেওনা'।

লক্ষ্য পূরণের আগে কখনো 'থেমে যেওনা'।

লক্ষ্য পূরণের আগে কখনো'থেমে যেওনা'।।।

২০/১/২২

ফিরে যাই সূচিপত্রে

দাম্পত্য

পরনে লাল বেনারসি, গলায় সাতনরী হার,

কানে কানপাশা, টোপর মাথায়।

হাতে কঙ্কণ, পায়েতে নুপুর,

আলতা রাঙানো পায়।।

ধূতি_পাঞ্জাবী পরিহিত জন,

বর সেজে এসেছে সহ বরযাত্রী।

সংগে যে তার এসেছে 'নিতবর',

আনন্দের রেশ বয়ে এনেছে এ রাত্রি।।

পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে শুরু হয়েছে,

ছাদনাতলায় বিয়ের প্রস্তুতি।

চারিদিকে অভ্যাগতদের ভিড়,

মশগুল তারা ছুটছে ইতি_উতি।।

শুভক্ষণে আজ বাঁধা পড়ে গেল,

দুজনার দুটি জীবন।

একেই বুঝি বলে 'সাত পাকে বাঁধা',

বিবাহ বন্ধন।।

দুজনেই খুশী একে অপরের সাথে,

যেন 'নিম ফুলের মধু'।

পতিগৃহে এসে দাঁড়ালো গো আজ,

তোমাদের নববধূ।।

শুরু হয়ে গেল এক নতুন জীবন,

যাকে বলা হয় 'দাম্পত্য'।

বিশ্বাস আর বোঝাপড়া যার এক নাম,

যেথায় 'ভালোবাসা'থাকে অপত্য।।

প্রথম প্রথম খুব মজা হয়,

মনে লেগে থাকে ভালোবাসার ঘোর।

হাসি খুশীতে মেতে থাকে তারা,

জেগে থাকে হয়তো নিশি ভোর।।

ধীরে ধীরে বদলে যায় ভালোলাগা গুলো,

বেড়ে যায় দায়িত্ব বোধ।

কখনো কখনো হয় মন কষাকষি,

কখনো বা লাগে একটু বিরোধ।।

এভাবেই বাড়তে থাকে একে একে,

দিন, মাস, বছরের গতি।

নির্ভরতা ক্রমশঃ যেন বেড়ে যায়,

একে অপরের প্রতি।।

ক্রমে ক্রমে একটা সময় আসে,

যখন একসাথে থাকা অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়।

নতুন কোনো কথা থাকে না বলার মতো,

একেই বুঝি 'দাম্পত্য'বলা হয়।।

১৪/১০/২২

ফিরে যাই সূচিপত্রে

দুই --বোনের ফোনালাপ

দিদি:_"কী যে রাঁধুম,তাইতো ভাবি,

আকাশে বাদল ভরা।

ডাইল,ভাত যা হৌক আর,

কুমড়া ফুলের বড়া।।"

বোন:_"কুমড়া ফুলের বড়া দিয়া,

ভাত খাইলা তুমি।

আর এহানে ঘুমায়ে ঘুমায়ে,

স্বপন দ্যাখলাম আমি।"

দিদি:_"মন খারাপ করিস না বহিন,

আমি খাওয়ামু তোরে, ।

করোনা যেদিন চইলা যাইবে,

যাইবো, সবাই সবার ঘরে "।

বোন:_হা, হা, হাসুম মোরা, খাউম মোরা,

কুমড়া ফুলের বড়া,

ওরে, কেউ আইসা তাড়াতাড়ি,

করোনাকে তাড়া।"

দিদি:_বাপরে বাপ করোনা!

যাইতে যেন চাইনা।

ডের বছর হৈয়া গেল,

তবুও পিছন ছাড়ে না।"

বোন:_ আহা, কুমড়া ফুলের বড়া ভাজুম,

সাথে ক্যাপসিকামের চপ,

বেগুন দিয়া বেগুনি, আর

আড্ডায় মারুম ঢপ।"

দিদি:_ত্যাল দিয়া মুড়ি মাখুম,

সঙ্গে চানাচুর।

যা খুশী, তাই গাইতে থাকুম,

তাতে যেমন লাগুক সুর।"

বোন:_হারায়ে গেল ছোট্ট বেলা,

কতো ছোট্ট ছোট্ট মিষ্টি খেলা।

বড়ো হৈয়া আইসা পড়লো,

নানান অভিযোগের পালা।"

দুই জনে:_"আচ্ছা, আইজতবে এইখানেই রাখি,

বর্তমানে সবাই যেন সুস্থ সবল থাকি।"

২৯/৭/২১

ফিরে যাই সুচিপত্রে

দূর্বা ও তাল

তুমি যদি হও দূর্বাঘাস,

তোমায় পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিয়ে যাবে।

কিন্তু হ ও যদি তুমি তাল গাছ

সবাই তোমায় মাথা উঁচু করে দেখবে।।

দূর্বাঘাস তুমি, তোমায় গরুতে খাবে, ছাগলে খাবে।

অপরিষ্কার জঞ্জাল বলে মাঝে মাঝে,

তোমার উপর কোদাল চালাবে।।

আবার তুমি নিজের শিকড়,

ছড়িয়ে দেবে নতুন উদ্যমে।

চারিদিকে সবুজ রঙের গালিচা হয়ে

কয়েক দিনেই বেড়ে উঠবে।।

তুমি করো না কারো পরোয়া,

আপন খেয়ালে চলো।

সবকিছু বাধা পার করে দিয়ে

শুধু নিজেদের কথা বলো।।

তালগাছ তুমি, থাকো একপায়ে দাঁড়িয়ে।

তোমাকে দেখতে হলে মনে ভাবো,

মাথা উঁচু করে সবাই থাকবে তাকিয়ে।।

অনেক উঁচুতে তোমার শাখায়

যখন দোলা লাগে

তুমি ফল ধারণ করলে তোমাতে,

দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় সবার আগে।।

তোমার সেই ফলের রস,

সবাই তাড়িয়ে তাড়িয়ে খায়।

আবার সেই রসের দ্বারা,

কতো মুখরোচক খাবার বানায়।।

কিন্তু যখন আসে প্রবল ঝড়,

তালগাছ তুমি উপড়ে পড়ো।

আর নিজ শক্তি বলে পারো না উঠে দাঁড়াতে,

মনে মনে বলো, "আমায় একটু কেউ ধরো"।।

মন খারাপ কোরো নাকো

দূর্বাঘাস যতোই ক্ষুদ্র হও তুমি,

তবুও তোমার স্থান পূজার আসনে।

বেশি বিহ্বল হয়ো নাকো তালগাছ,

তোমার স্থান তবুও শুধু তাল বাগানে।।

২২/৯/২২

ফিরে যাই সূচিপত্রে

দূর্ভাবনা

জন্ম ক্ষণে বাবা_মা ভাবে মনে,

সন্তান হবে বড়ো রক্ষক।

পুরুষ জাতির গৌরব হবে,

কভু হবে না তো ভক্ষক।।

সদা হাসি মুখে থাকবে সবাই,

যতোই আসুক প্রতি বন্ধকতা।

তাদের নিয়ে গর্বে ভরে উঠবে বুক,

কভু হেট যেন না হয় মাথা।।

কন্যা সন্তান যদি আসে ঘরে,

সযত্নে তাকেও তো লালন করে।

টলমল পায়ে বড়ো হয়ে ওঠে,

বিরাজ করে ঘর আলো করে।।

সহসা একদিন নেমে আসে 'ঝড়',

সন্তান যদি হয়ে ওঠে 'ধর্ষক'!

'রক্ষক'রূপে কল্পিত জন,

হয়ে ওঠে একদিন 'ভক্ষক'?

যে কন্যাটি ছিল ফুলের মতো,

হঠাৎ সে হয়ে গেলো 'ধর্ষিতা'!

কদর্য মানসিকতায় লাঞ্ছিত করে,

অন্ধকারে জ্বালানো হলো তার 'চিতা'!!

ঝরা ফুলের মতন ঝরে গেল,

অকালে চলে গেল একটি প্রাণ।

শিহরণ কি জাগালো সমাজের বুকে?

নদী, সাগর, পাহাড় যার ছিল পিছুটান??

দু:সহ সেই মনের জ্বালায়,

কিভাবে প্রলেপ লাগাতে পারি?

সেই বাবা_মা হয়তো মনে ভাবে আজ,

ভালো হতো যদি, "হতেম বন্ধ্যা নাড়ী"!!

২০/৪/২২

[ফিরে যাই সূচিপত্রে]

ধনী না গরীব?

তোমার কাছে টাকা আছে? নেই তো!

তাইতো তুমি গরীব, ঋণী।

আমার কাছে আছে অনেক টাকা,

তাইতো আমি ধনী।।

তোমার কাছে আছে সততা, নিষ্ঠা,

আর ভালোবাসার মন্ত্র।

আমি একজন শুধুই টাকা রোজগারের,

বিশাল এক যন্ত্র।।

রাস্তায় যখন বেরোয় আমি,

বড়ো গাড়ি চড়ে।

তুমি হয়তো বেড়াও তখন,

পায়ে হেঁটে অথবা সাইকেলে চড়ে!!

তুমি ভাবো, 'সততায় সব,

টাকাটাই সব কিছু নয়'।

ভুলে যাও কেন এই দুনিয়াটা,

আজ শুধুমাত্র টাকাময়।।

টাকা থাকলে শক্তি পাবে,

দেখাতে পারবে "দাদাগিরি";

তোমার কাছে টাকা নেই মানে,

তুমি শুধুমাত্র একজন'ভিখারি'।।

আমায় দেখো, ভয় পায় সবাই,

কারণ, আমি বিত্তশালী!!

তোমায় দেখে হাসে সবাই,

তুমি যে বিলাও ভালোবাসার ডালি!!

একদিন ডাকি কয়েকজনেরে,

একটু গল্প করবো বলে।

ভয়ে তে কেউ কাছে এলো না,

সবাই দূরে গেল চলে!!

তুমি ডাকলে সবাই আসে,

কেমন প্রাণোচ্ছল!

তাইতো আজ ভাবি বসে,

যেন চোখের কোণে আসে জল!!

আমার আছে সব কিছু পাওয়ার,

বিশাল অহংকার।

কিন্তু বোধহয় নেই আজ আর,

ভালোবাসা পাবার অধিকার!!

সেইখানেই আজ তুমি বিশাল ধনী,

এটাই তোমার গরিমা।

আমি যে হেথায় আজ বড়ো গরীব,

আজ স্বীকার করি তা।।

এখন আমি বুঝতে পারি,

জীবনের টাকাটাই সব নয়।

সততা , নিষ্ঠা আর ভালোবাসায় হলো,

মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয়।।

১৭/৯/২২ ফিরে যাই সূচিপত্রে

নামটি তোমার

১:_চারটি কোণে চারটি দড়ি,

আয়তাকার তুমি।

তোমার আড়ালে রাতের বেলায়,

নিশ্চিন্তে ঘুমাইআমি।।

২:_হরেক রকম রঙ তোমার,

হরেক জালেতে বোনা।

সারা বছর সংগে থাকো,

কভু অভিযোগ করো না।।

৩:_আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই ওগো,

তোমায় যে ঘরে রাখে।

জায়গা করে নিয়েছো তুমি,

খাট, বিছানার পাশে।।

৪:_এডিস, কিউলেক্স, এনোফিলিসদের

কাছে ঘেষতে দাও না।

মনের দুঃখে তারা পালিয়ে যায়,

গান শোনাতে পারে না।।

৫:_রাজা_বাদশার ঘরেও ছিল

তোমার বসবাস।

দরবারের শেষে তাঁরা,

তোমার আড়ালে নিতেন শ্বাস।।

৬:_শোবার বেলায় বড়ো বন্ধু তুমি,

ওগো; তোমায় কি ভুলতে পারি?

ছোট, বড়ো, মাঝারি নানান সাইজের,

নামটি তোমার "মশারি"।।

২/১১/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

নিদ্রিত

চাঁদের দেশে ঘুমিয়ে আছে*
আমার সোনার ছেলে।
হঠাৎ করে 'ঘুম'পেয়েছে,
বলেই গেল চলে!!

আশায় আশায় বসেছিলেম,
'ঘুম' ভাঙাবো বলে।
এখন দেখি 'ঘুম' ভাঙানোর,
আমি মন্ত্র ই গেছি ভুলে!!

চাই যে আমি সেথায় যেতে,
সেই যে চাঁদের দেশে।
যেথায় আমার সোনার ছেলে,
'ঘুম' ভাঙলে উঠবে আবার হেসে।।

দেখলে আমায় সোনার ছেলে,
হবে সে বড়ো খুশী।
জড়িয়ে ধরে বলবে আমায়,
"তোমায় আমি বড্ড ভালোবাসি"।।

১/৩/২৩

ফিরে যাই সূচিপত্রে

পঞ্চ ব্যঞ্জন

১:_গিন্নীবলেন:_"বলি, কৈগো কর্তা_আসন পেতেছি,

মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য।

এসে বসো দেখি, দেরী কোরো না,

যতনে রেঁধেছি খাওয়ার জন্য "।।

২:_কর্তাবলেন:_" এই তো আমি এসে গেছি ওগো,

আমার সহধর্মিনী।

সাধে কি বলেন পূর্ব পুরুষেরা,

;স্ত্রী হলেন অর্ধাঙ্গিনী!!

৩:_গিন্নীবলেন:_" রসিকতা রাখো, বসে পড়ো দেখি,

ফুল ছাপ ঐ আসনে।

মন ভরে খাও,সাজিয়ে দিয়েছি,

তোমায় পঞ্চ ব্যঞ্জ নে"।।

৪:_কর্তাবলেন:_"সূক্তো, মোচার ঘন্ট, কচুর শাক,

আহা! কতদিন খাইনা।

বাজারেও যেমন আগুন লেগেছে,

সবসময় পাওয়া যায় না"।।

৫:_গিন্নী বলেন:_"মা, ঠাকুমা, দিদিমা, মাসীমা,

রাঁধতেন কতো ব্যঞ্জন!

আজকাল সব ভুলতে বসেছে,

এতো, বিলুপ্তির পথের লক্ষন!!

৬:_কর্তা বলেন:_"কি করেছো তুমি, বলো দেখি আজ?

রেঁধেছো কতোটা যতনে।

ক্ষুধার প্রকাশ বেড়ে গেছে তাই,

সাজানো থালা দেখে পঞ্চ ব্যঞ্জ নে।।

৭:_গিন্নী বলেন:_"শাক, চচ্চড়ি, ঝোল, অম্বল,

কালিয়া, কোর্মা কতো;

আগের দিনের খাবার সময়

থরে থরে সাজানো হতো!!

৮:_কর্তা বলেন:_"দাও দাও দেখি আর এক হাতা,

গরম গরম ভাত।

তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করি

চেটে পুটে খাই হাত ।।

৯:_গিন্নীবলেন:_"পেটভরে খাও, মন ভরে খাও,

আজকের মধ্যাহ্ন ভোজনে।

বহুদিন পরে রেঁধেছি গো আজ,

সযতনে, পঞ্চ ব্যঞ্জ নে "।।

১০:_হাসি হাসি মুখে খেলেন তাঁরা আজ,

মুখোমুখি বসে দু'জনে।

মধ্যাহ্ন ভোজনে বহিছে খুশীর হাওয়া,

আহার সেরেছেন পঞ্চ ব্যঞ্জ নে।।

১২/১২/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

পাখির মন

১:_দু'টি ডানায় ভর করে,

উড়ে বেড়ায় আমি।

মনের খুশীতে ঘুরে বেড়ায়,

ইচ্ছে মতন থামি।।

২:_দিগ্__দিগন্ত পাড়ি দিতে পারি,

ক্লান্তি হীন ভাবে চলি।

কভু দলবেঁধে সারি সারি,

কভু আবার ঝাঁকে ঝাঁকে মিলি।।

৩:_ছোট্ট একখানি নীড় বাঁধি,

শাখা_প্রশাখার কোটরে।

ভোরের আলোয় দু'চোখ মেলি,

সাঁঝের আঁধারে ফিরে আসি নীড়ে।।

৪:_যেথায় যেটুকু পাই, তাই খুঁটে খাই,

নেই কোনো বাঁধা ধরা কিছু।

কেহ যদি ভালোবেসে কাছে ডাকে,

অতি সন্তর্পণে আসি তার পিছু পিছু।।

৫:_প্র কৃতির মাঝে বাস করি মোরা,

প্রকৃতির সন্তান রূপে।

আজ, প্রকৃতির নিধনের সংগে মোরা ও

ডুবতে বসেছি এক অন্ধ কূপে!

৬:_আকাশ _বাতাস দূষিত যেন আজ,

মোরা ডানা ঝাপটিয়ে মরি!

বিভীষিকাময় চারিদিকে যেন,

কম্পিত যেন থরহরি!

৭:_প্র কৃতিকে শুধু ভালোবেসে ওগো;

মনের খুশীতে উড়তে চাই।

সকলের সংগে সকলেই শুধু,

ইচ্ছে ডানা মেলে চলতে চাই।।

১১/১১/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

পাত্রীর খোঁজ - একটি বর্বরতা

১। পাত্র আমাদের রোজগেরে এখন, উতলা তার মন

করি আয়োজন প্রণয়ের এবার, অপেক্ষিত দীর্ঘক্ষন ।

একই বাক্য সবার মুখে, দিতে হবে তার বিয়ে।

কিন্তু পাবে কোথায়, কাজে কর্মে নিপুণা, সুন্দরী, সুলক্ষণা একটি মেয়ে?

২। ঘটা করে এলেন ঘটক কোনো একদিন, ছেলের বাড়ির ডাকে।

শুনি, পাত্রী র খোঁজ দেবেন নাকি তিনি, গ্রাম, গঞ্জ, শহর খুঁজে যেথায় থাকে।।

৩। ঘটকের সাথে পাত্রী দেখতে হাজির পাত্র পক্ষ।

সুসজ্জিত পাত্রী আসিল সম্মুখে, কম্পিত দুরু দুরু বক্ষ।।

৪। "মা_জননী, পারো কি রাঁধতে? ঝালচচরি, অম্বল? "

আশ্চর্য! নারীর জীবনে বাঁচার যেন রান্না ঘরটায় সম্বল।।

৫। "গান শিখেছো? একটি শোনাও, আবদার করে হেঁটে দেখানোর জন্য "

অপমানে চোখে জল এসে যায়, নারী কি বিকিকিনির কোনো পণ্য?

৬। পাত্রী দেখা শেষে, ছাপ্পান্ন টি ভোগ মুখে ঠেসে ঠেসে

করলাম আপ্যায়ন, অশ্রু ঢেকে, অবিরত হেসে হেসে ।।

৭। চারিদিকে যেন রয়েছে সবার কৌতূহল ভরা দৃষ্টি।

নারীদের প্রতি এত অবিচার, কেন অত্যাচার, হে প্রভু! এ কেমন সৃষ্টি?

৮। কন্যা আমার অতি সুশীলা করজোড়ে করি নিবেদন

সম্মানের সহিত মতামত টি জানানোর রইল আবেদন

৯। আবেদন শুনে, ফোকলা মুখে মুচকি হেসে ।

তাচ্ছিল্যের তরে পাত্রপক্ষ বললেন "খবর পাঠাবো বাড়ি গিয়ে সয়ে বসে" ।।

১০। কতজন আসে, কতজন যায়। পিতা পাত্রির হোয়ে নিরুপায়!

সাষ্টাঙ্গে সম্মুখে বিধাতার নিশ্চিত করিতে কোনো উপায় ।।

১১। এ কি রীতি, কি নিয়ম, অবান্তর অকারণ?

একবিংশ শতাব্দীতে কে করবে এর মূল্যায়ন?

আমরাই, চলুন হাতে হাত ধরে, সময় এসেছে পাল্টাই এখন ।।

১২। নিতে হবে শপথ, একে অপরকে জানাবো সম সম্মান।
সূচনা হবে নুতন যুগের, হবে নব জাগরণ।।

২৪/৭/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

পারাবত প্রিয়া:

ছাদে গিয়ে আজ দুপুর বেলায়,
দেখি এক অপরূপ দৃশ্য।
পারাবত প্রিয়া করিতেছে প্রেম,
যা কিনা অবিশ্বাস্য!!

শ্বেত পারাবত সামনে বসে,
মুখখানি করে আছে ভার_
পিছনে ধূসর পারাবত সে যে,
করছে চেষ্টা মান ভাঙাবার।।

একটু একটু করে এগোয় শ্বেত জন,
মাঝে মাঝে দেখে পিছনে ফিরে,
ধূসর সে জন অধোবদনে
তার পিছনে চলে ধীরে ধীরে।।

বিরক্ত পারাবত প্রিয়া শেষে,

উড়ে চলে যায় অন্যখানে।

প্রিয় সে জন হার মেনে তায়,

বসে থাকে সেথায় বিষন্ন মনে!!

কিছুক্ষণ পরেই কী যে হলো মনে__

প্রিয় পারাবত উড়ে যায় সেই কার্ণিশে,

যেথায় বসে আছে তার সে প্রিয়া,

কার্নিশের অপরপ্রান্তে বসে।।

হয়তো ভাঙবে মান_ অভিমান,

মিলবে আবার তারা দু'জনে।

বকম_বকম স্বরে জানান দেবে,

ভুল বোঝাবুঝি নেই আর মনে।।

১৬/১১/২২. ফিরে যাই সূচিপত্রে

পুকুর

১:_নদী নয়, সাগর নয়,

পুষ্করিণী আমার নাম। চারিপাশে বসত বাটি।

মধ্যিখানে আমার ধাম।।

২:_কেউ বা ডাকে 'pond'আমায়

কেউ বা ডাকে'তলাব'।

কেউ বা আবার পুকুর ডাকে,

কোন নামে দেবো জবাব?

৩:_আমার পেটে দেখেছো কেমন,

মাছ কিলবিল করে?

মনটা আমার ভারী হয়ে যায়,

যখন মাছগুলো জালে ধরে।।

৪:_চারিপাশে গাছ_গাছালি

দুলছে কেমন হাওয়ায়।

গলার স্বর শুনি ওগো,

লোকজনের আসা যাওয়ায়।।

৫:_দিনের বেলায় রবির কিরণ,

আমার উপর পড়ে।

রাতের বেলায় শশীর ছায়ায়,

আলোর ঝর্ণা ঝরে।।

৬:_চারিপাশে ল্যাম্পপোস্টের

আলো যখন জ্বালাও।

মাছগুলোকে বলি আমি,

"তিড়িং বিড়িং লাফাও"।।

৭:_বধূরা যখন বাসন মাজে,

আমার পাড়ে বসে।

তারা গালগল্পে মেতে ওঠে,

তাদের ঘোমটা পড়ে খসে।।

৮:_কেউ তো আবার কাপড় কাচে,

নেই তো তাদের জানা।

বলি আমি" জলটা ওগো দূষিত হলো,

খুঁড়ছো মাছেদের কবরখানা "!!!

৯:_হায়রে! চারিদিকে চলছে দেখো,

পুকুর বোজার কাজ।

বাড়ছে যেমন দিনে দিনে,

অট্টালিকার সাজ!!!

১০:_জলাশয় না থাকলে পরে,

কী যে হবে দশা!!

চাইলেও আর হবে না গো,

পুকুর পাড়ে বসা!!!

১৭/৯/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

পূর্ণিমা রাতে

১:_আকাশে উঠেছে পূর্ণ চন্দ্র,

পাখিরাফিরিছে নীড়ে।

বাহিরে আজি মৃদু মন্দ বাতাস,

বহিতেছে ধীরে ধীরে।

বহিতেছে ধীরে ধীরে।।

২:_চারিদিকে দেখি ফুটেছে কেমন,

টগর, কুন্দ, বেলি।

প্র কৃতির শোভা দেখিবার লাগি,

দুটি আঁখি দিনু মেলি।

আমি দুটি আঁখি দিনু মেলি।।

৩:_আসিবে কি তুমি আজ একবার?

যদি গো তোমারে ডাকি?

গ্রামাঞ্চলে হৌক অথবা শহরে, ⍰⍰

যেখানে ই আমি থাকি।

যেখানেই আমি থাকি।।

৪:_রয়েছি দাঁড়ায়ে, দু'হাত বাড়ায়ে,

ফুটেছে জোছনার আলো।

সব ঘুচে যাক্ বাহিরে যত,

আছে অন্ধকারের কালো।

অন্ধকারের কালো।।

৫:_পূর্ণিমারাতে কহিনু যে কথা,

তাও কি রহিবে মনে?

পূর্ণ চন্দ্র তোমার লাগি,

চাহিগো আকাশ পানে।

আমি চাহি গো আকাশ পানে।।

১২/৭/২২

ফিরে যাই সূচিপত্রে

প্র কৃতির জ্বর

১:_জ্বর এসেছে প্রকৃতির ওগো,

জলপটি দেওয়া দরকার।

তাপমাত্রা নামাতে পারেন,

কেবলমাত্র "বৃষ্টি" ডাক্তার।

২:_"বৃষ্টি"ডাক্তার, এসো তুমি,

সংগে নিয়ে "ঝড়" কম্পাউন্ডর।

প্রকৃতিকে ওষুধ দাও তো,

ঠান্ডা করো চারিধার।।

৩:_এই জ্বরেতে পাচ্ছে কষ্ট,

জীব_জন্তু, পশু_পাখি।

দমকা বাতাস সংগে নিয়ে,

এসো দেখি "কালবৈশাখী"।।

৪:_দু'চারদিন বাদে বাদে তো,

একটু দেখা দিতে পারো।

ধরিত্রী তে সব কেমন আছে,

খোঁজ নিচ্ছো না তো কারো??

৫:_সূয্যিমামার দহন জ্বালায়,

চারিদিকে সব যেন জ্বলছে।

ফুটিফাটা মাঠ_ঘাট দেখো,

একি বৈমাত্রেয় ভাব চলছে??

৬:_এসো এসো "বৃষ্টি "ডাক্তার,

সারাও প্রকৃতির" জ্বর"।

চাইছি শুধু করজোড়ে মোরা,

একটুখানি বর।।

২৮/৪/২২

ফিরে যাই সুচিপত্রে

প্র বীনের কথায়

১:_আমরা প্র বীন, আমরা প্র বীন,

পুরোনো দিনের গান গাই।

তোমরা যারা নবীন এসেছো,

তোমাদের মাঝে নিজেদের খুঁজে পাই।।

২:_চাইনা আমরা বেশি কিছু ওগো,

শুধু চাই ভালোবাসা।

সম্মান টুকু দিতে পারো যদি;

এইটুকু মোদের আশা।।

৩:_একদিন মোরাও নবীন ছিলাম,

আজ প্র বীনের সাজে।

পুরোনো দিনগুলো ফিরে পেতে চাই,

ওগো নবীন, তোমাদের মাঝে।।

৪:_প্র বীন মানেই, বাতিলের দলে?

মোদের ফেলে দিও না।

আজ নবীন, কাল প্র বীন হবে,

এই কথাটি ভুলে যেওনা।।

৫:_প্র বীনের আছে অভিজ্ঞতা,

নবীনের আছে তেজ।

সবটুকু যদি একসাথে মেশে?

প্র বীনেরা কভু হবে না নিস্তেজ।।

৬:_প্র বীনের কাছে কিছু শিখে নাও,

তাঁদের ও শেখাওনবীন কিছু।

কাছাকাছি বসে উপভোগ করো,

সময়কে ফেলে পিছু।।

৭:_প্র বীনের হাতদুটো ধরে

নবীন এইটুকু শুধু বলো।

"আমরাও আছি তোমাদের কাছে,

মনের কথা খুলে বলো"।।

"যতো মনের কথা খুলে বলো"।

"সব মনের কথা খুলে বলো""।।

২২/১/২২ ফিরে যাই সূচিপত্রে

প্রজাপতি

১:_শূককীট থেকে প্রজাপতি হয়ে,

মেলে দিলে রঙীন পাখা।

লাল, নীল, সবুজ, হলুদ রঙে,

শরীরটি তোমার ঢাকা।।

২:_ফুলে ফুলে তুমি মধু খাও শুধু,

ঘটাও পরাগ মিলন।

বাহারী রঙের সম্ভার দেখে,

খুশীতে নেচে ওঠে মন।।

৩:_ফুলের উপর বসে কানে কানে ক ও,

"এসেছি আমি তোমার কাছে"।

" বলে যাও শুনি মোর কানে কানে,

যেটুকু তোমার বলার আছে "।।

৪:_খুশী হয়ে ফুল পাঁপড়ি দোলায়,

বুঝি মনে লাগে বসন্ত

সুবাস ছড়িয়ে তোমায় আদরে ভরায়,

ভালোবাসা মনে জাগায় অনন্ত।।

৫:_আহা:মরি মরি কী রূপ হেরিনু,

তোমার বাহারী অঙ্গে!

তোমারে দেখিলে নয়ন জুড়ায়,

হিয়া দোলে সুর তরঙ্গে!

১৫/১/২২

ফিরে যাই সূচিপত্রে

প্রতিবিম্ব

সকালে উঠে যখন আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখো, চিনতে পারো নিজেকে? খুঁজে পাও তোমার পরিচয়?

আগে যেমনটি ছিলে, এখনো কি তেমনই আছো? না কি কিছু বদল এসেছে তোমার নিজের মধ্যে? তোমার অগোচরে কিছু যোগ_বিয়োগ ঘটে গেছে হয়তো, যা তুমি টের ই পাওনি!!

তোমার ভাবনাগুলো একটু মিলিয়ে দেখতে পারো। তোমার প্রতিবিম্ব তোমাকে কি বলছে?

তোমার মুখের প্রতিটি শিরা_উপশিরা ভালো করে লক্ষ্য করো। দেখতে পাবে সেখানে হয়তো কোন পরিবর্তন ঘটে গেছে।

একদিন তুমি যে বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে না, আজ সেই বিশেষ কিছু ভাবনা তোমাকে ভাবতে হচ্ছে।

তোমার কিছু অসম্পূর্ণ ভাবনা পূরণ করার তাগিদ অনুভব করতে পারছো, তোমার প্রতিবিম্ব হয়তো তোমাকে সেটাই বলতে চাইছে।

ভালো করে নিরীক্ষন করো, বারবার, অনেকবার। দেখবে ঠিক এক নতুন ভাবনা তোমার মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।।

একজন মানুষের "মুখ ই যে তার মনের আয়না"।।

১৪/৯/২২ ফিরে যাই সূচিপত্রে

প্রৌঢ় বেলায়

জীবন মানেই যেন এক 'সিনেমা'বা 'চলচ্চিত্র'। যার পরতে পরতে ঘটে চলে নানা পটপরিবর্তন। চিত্র নাট্য রচনা করা হয় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত।।

জীবনের প্রৌঢ় বেলায় এসে সকলের হয়তো মনে হয় শৈশব, কৈশোর, যৌবন বেলার কথা। জীবন নাট্যের পর্দার অন্তরালে থাকে অনেক চরিত্র। সেখানে কার ও ভুমিকা থাকে ইতিবাচক, কার ও থাকে নেতিবাচক। কিন্তু প্রত্যেকটি চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ। কোনটাই কাল্পনিক নয়। এখানেই রঙ্গমঞ্চের সংগে পার্থক্য।।

শৈশবে যে মেয়েটি ছিল বাবা_মায়ের আদরের খুকু, যার এক বায়নায় বাবা_মা হয়তো সম্ভব হলে আকাশের চাঁদ তার হাতে তুলে দিতেন, প্রৌঢ় বেলায় সেই মেয়ে বাবা_মায়ের সেই পাগলামির কথা ভেবে আড়ালে মুখ টিপে হেসে ওঠে।।

কৈশোর বেলার কোনো অলিখিত ঘটনা আজ তাকে বড্ড নাড়িয়ে দিয়ে যায় বারবার, কারণ আজ কিছুটা সময় তার হাতে আছে, পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করার মতো। যা এতদিন অবচেতন মনের কোণে ধূলিধূসরিত অবস্থায় পড়ে ছিল।।

আর যৌবনের সেই উন্মাদনা?

সেই সময় যা ন্যায়সঙ্গত মনে হয়েছিল! তাও হয়তো আজ কোনভাবে তাকে স্মরণ করাতে চায়। বলে 'ভাবো, একবার, ফিরে যাও সেই যৌবন বেলায়'।।

আজ যেন সব বড়ো বেশি করেমনে পড়ে। যা একসময় কালের নিয়মে সংসারের যাঁতাকলে চাপা পড়ে গিয়েছিল! ছিল না অবসর সময়, নিজেকে নিয়ে ভাবার। কিন্তু আজ তেমন কেউ আছে তোমার পাশে, সেই সব স্মৃতি রোমন্থনের কাহিনী শোনার জন্য?

ফেলে আসা চরিত্রগুলো ওতো বদলে গেছে অনেক। সৃষ্টি হয়েছে অনেক নতুন চরিত্র। ঘটে গেছে জীবনের পটভূমিতে আমূল পরিবর্তন। আজ চাইলেও ফিরতে পারবে না ফেলে আসা সেই চরিত্র গুলোর কাছে। আগ্রহ দেখাবে কি কেউ সেই চরিত্র গুলি কে চিনবার?

আজ তোমার সামনের চুলে ধরেছে পাক। দৃষ্টিশক্তি হয়েছে দূর্বল, নানান ব্যাথা_বেদনায়

সকাল_বিকেল গলাধঃকরণ করতে হয় ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন করা কিছু নিয়ম মাফিক ওষুধের বড়ি। আলস্য এসেছে জীবনে। তবুও তোমাকে হাসিমুখে সব হজম করতে হবে। তোমার তো হারলে চলবে না। কাছের মানুষগুলোকে আরো বেশি করে কাছে পাওয়ার ইচ্ছেটাকে ও দমন করতে হবে। একদিন যদি হিসেবের খাতা খুলে বসে দেখো, দেখবে মিলবে না কোনো হিসেব। তবুও তোমাকে মানিয়ে চলতে হবে। তার মধ্যে বেশি করে মনে রাখো যা কিছু ভালো ঘটনা।

এটাই জীবন নাট্যের চিত্রনাট্য। ভুলে যাও যা পাওনি, মনে রাখো শুধু যতটুকু পেয়েছো।

উপসংহারে এইটুকু জানবে, তুমি একা ন ও, 'সব চরিত্র ই কাল্পনিক'।

১৪/৪/২২

ফিরে যাই সূচিপত্রে

ফিরে দেখা

১:_কবে যে প্রথম হাতে খড়ি হলো,
আজ আর মনে পড়ে না।
কালো স্লেট আর সাদা চকখড়ি,
চলল তাই নিয়ে আঁকিবুকি টানা।।
২:_ধীরে ধীরে হলো অক্ষর চেনা,
মা'য়ের হাতটি ধরে।
বর্ণ, শব্দ আর বাক্যবিন্যাসে,
সেই কালো স্লেট গেল ভরে।।
৩:_এরপর যথারীতি হয়ে গেল শুরু,
নিয়মিত স্কুল যাওয়া□□
নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হলো,
ভালো লাগতো 'পিওন'কাকুর ঘন্টা দেওয়া।।
৪:_মাষ্টার মশায় রোলকল করেন,
"প্রেজেন্ট স্যার" বলে দাঁড়ানো।
টিফিন বেলায় ছোটাছুটি করা,
মাঝে মাঝে বন্ধু দের খ্যাপানো।।
৫:_প্রাথমিক শেষে নতুন শিক্ষাঙ্গনে,
উচ্চ বিদ্যালয়ে গমন।
বড়ো বড়ো ভাবসাব, যেন মনে হতো
হয়েগেছে বিরাট 'প্র মোশন'!!!
৬:_কালো স্লেট আর লাগে না এখন,
খাতা, কলম হলো সঙ্গী।
নানান বিষয়ে পড়াশোনা লেখার জন্য
পাল্টে গেল সব ভঙ্গি।।
৭:_কমনরূমে মেয়েরা সব যতো,
কলকাকলিতে মাতলো।

ঘন্টা পড়লে ব ইখাতা নিয়ে,
মাষ্টার মশায় এর পিছনে চলল।।
৮:_পিরিয়ড শেষে আবার বাজল ঘন্টা,
ঢং, ঢং, ঢং ঢং।
খাতা ব ই নিয়ে পুনরায় সব,
কমনরূমে আগমন।।
৯:_বছর বছর পরীক্ষা শেষে,
ফল প্রকাশের দিনে।
দুরু দুরু বক্ষে মনে হতো যেন,
হাতুড়ির ঘা পড়ছে মনে!!!
১০:_অবশেষে ফল প্রকাশিত হলে,
হয়েছে যারা উত্তীর্ণ।
মনে হতো সব স্বপ্ন তবে,
এবার হতে পারে সম্পূর্ণ।।
১১:_মনে পড়ে আজও, কিছু ভুল হলে,
শুধরে দিতেন "মাষ্টার মশায়"।
তাঁদের কাছেই তো সব শিক্ষার ঝাঁপি,
ঠিক ভুল ধরিয়ে দেবেন সবাই।।
১২:_এগিয়ে চলার পথে, মা_বাবার পরেই,
শিক্ষা গুরুর স্থান ।।
যতো বড়োই হয়ে যাক না কেন,
শিক্ষক দের করতে হবে সম্মান।।
১৩:_ভুললে চলবে না, পৃথিবীটা গোল,
দরকার কথাটি সদা মনে রাখা।
হয়তো হঠাৎ কোন একদিন,
শিক্ষা গুরুর সঙ্গে হয়ে গেল দেখা!!
১৪: স্মৃতিগুলো আজ ভীড় করে আসে,
উদাসী হয়ে ওঠে মন।

বারে বারে কেন আজ বেশি মনে হয়,
যদি ফিরে পাওয়া যেত সেই 'শিক্ষাঙ্গন'।।

১৯/১২/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

ফুলেল

১:_বাদল দিনের পাগলা হাওয়ায়,

ফুটেছে কদম ফুল।

রঙ্গন ফুলের রঙের ছটায়,

মনযে আজ হয়েছে আকুল।।

২:_কদম ফুলের ঘ্রাণ বলছে

এসে গেছে বরষা।

কখনো আকাশ মেঘাচ্ছন্ন,

কখনও একটুখানি রোদ ভরসা।।

৩:_নববধূ আজ সেজেছে নবরাগে,

খোঁপায় দিয়েছে বকুল ফুলের মালা।

জলাশয় খানি কেমন ভরে আছে দেখো,

ফুটে আছে কতো সাদা শাপলা।।

৪:_আঁখি দুটি মুদি সুঘ্রাণ নাও,

গাছ ভরে আছে কামিনী।

মদিরতা আজ লাগছে মনে,

কাটাতে সুখ যামিনী।।

৫:_পথের দু'পাশে ফুটে আছে কতো,

গোলাপি, সাদা সন্ধ্যামালতী।

মুগ্ধ নয়নে হেরিনু আজিকে,

গাছ ভরা লাল, সাদা দোপাটি।।।

৬:_বরষা ঋতুর আগমনী তে,

মেলেছে পাঁপড়ি ঘন ঘাসফুল।

দোলনচাঁপা কানে কানে বলে,

"আমাকে চিনতে কোরো নাকো ভুল"।।

৭:_বাদল দিনে ডাকছে গুরু গুরু মেঘ,

মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানি।

প্রকৃতি আজ যেন সিক্তবসনা,

বাহিরেতে মন দিতেছে হাতছানি।।

১৮/৭/২২ ফিরে যাই সূচিপত্রে

ব ই এখন সন্দিহান

সাদা কাগজের উপর কালো অক্ষরে ছাপানো,

অতি সযতনে নানা শব্দ, বাক্য দ্বারা সাজানো,

কখনো পাতলা, কখনো বা মোটা শক্ত মলাটের আস্তরণ।

নানা প্রচ্ছদে আমি সেজে উঠি।

নাম আমার কোথাও ব ই, কোথাও কিতাব, কোথাও বা বুক (Book),

আবার পুস্তক বা পুস্তিকা ও বটে।।

নানান নামে চেনে আমায় সকলে,

এই ভেবে আমি আনন্দিত হই।

মনে আমার জাগে বড়ো সুখ।।

বেনামী বা অনামিকা নই আমি।

তোমাদের মতো আমার ও নামকরণ হয়, আছে আমার পরিচয়।।

আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের কাছেই আমি পৌঁছে যায় নির্দ্ধিধায়।।

একে অন্যকে ভালোবেসে তোমরা আমায় উপহার স্বরূপ প্রদান করো। আমি উদ্বেলিত হই।।

পৃথিবীকে জানার জন্য, চেনার জন্য,

আমি তো হয়ে উঠি তোমাদের সহায়ক।।

যখন আমার নতুন মলাটের গন্ধে ভরে ওঠে পাঠকের মন,

ধন্যবাদ দিই নিজেকে। নিজেকে ভীষণ দামি মনে হয়।।

যারা মনের ভাষা ব্যক্ত করতে চায় আমার মাধ্যমে,

আমি তাদের বন্ধু হয়ে উঠি তাদের লেখনীর দ্বারা।।

তোমরা তো জানো,

হেথায় হোথায় বাস করি না আমি,

আমার বাস নির্দিষ্ট জায়গায়,

যার নাম, "ব ইয়ের দোকান, Book stall,লাইব্রেরী।

"যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, পেশাগত কারণে বিভিন্ন স্থানে,

প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে কোথাও না কোথাও সযত্নে আমার বাস।

আমার নামে যখন তোমরা মেলার আয়োজন করো,

মনে হয় যেন উৎসব পালিত হচ্ছে। নিজের জন্য গর্বিত হয়ে উঠি।

যখন কোন ক্রেতা এসে খোঁজ করে আমার নির্দিষ্ট কোনো নামের,

মনে মনে খুব খুশি হয়ে উঠি, নতুন বাসা দেখার জন্য।

কেউ আমায় সাথে নিয়ে যায়,

কেউ বা আবার নেড়েচেড়ে দেখে কিছুক্ষণের জন্য।

তবুও খুশি আমি।।

কিন্তু আজ আমার মনে প্রশ্ন জাগে,

আমার প্রয়োজনীয়তা কি ফুরিয়ে আসছে বর্তমান প্রযুক্তির যুগে?

আমার প্রতি কি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছো তোমরা?

সবকিছু ঠিকঠাক ঐ মুঠো ফোনের পর্দায় কি ভেসে উঠছে?

হয়তো তাতে তোমাদের আর আমাকে বহন করার ঝক্কি পোহাতে হয় না!!

কিন্তু সত্যি করে ভাবো তো একবার,

সেই নতুন মলাটের গন্ধ কি তোমরা অনুভব করতে পারছো?

আমার প্রতিটি পাতার মাঝখানে কোনো গোপন কথা লুকিয়ে রাখার আনন্দ কি উপভোগ করতে পারছো?

আমার মাধ্যমে কোন বিশেষ বন্ধুদের কাছে কোনো বিশেষ বার্তা পাঠানোর আনন্দ কি পাও?

নিজেদের প্রশ্ন করো।।

হারিয়ে যেতে দিও না আমায়।

তোমার বাড়ীর ব ই য়ের তাক যখন পরিষ্কার করো,

ধূলো ঝাড়ার মুহূর্তে কতো স্মৃতি ই তো ভেসে ওঠে মনে, ।

নতুন কে আহ্বান করা মানেই তোআর পুরোনো কে বিসর্জন দেওয়া নয়।

পুরোনো আছে বলেই তো নতুনের অস্তিত্ব।।

একে অপরের পরিপূরক।

নব পুরাতন চলুক সমান্তরালে,

একের জন্য অপরকে ঠেলে দিও না অন্ত রালে।।

ভাবতেদাও আমায়, "আমি আছি তোমাদের সাথে,

চিরকালের সমব্যথী, চিরস্থায়ী হয়ে"।।

যাকে তোমরা পাবে অহরহ, মনে হবে যাকে, " হাত বাড়ালেই বন্ধু "বলে।। আমাকে তোমরা ঠেলে দিও না গো অন্ত রালে। পাঠক বন্ধু যতো আছো, করো সবাই মেলার উৎসব, সহাস্য মুখে করো আরও গর্ব অনুভব।

আমি যে প্রথম বন্ধু তোমাদের হ ই,

সাদা কাগজের উপর কালো অক্ষরে ছাপানো নানান বই।।

২৫/৯/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

বদল

সংজ্ঞাটা বদলে গেছে,

আজ সততার।

চারিদিকে দেখো শুধু,

টাকার পাহাড়।।

যতো পারো সব,

বেশি করে খাও।

যতো তাড়াতাড়ি সব,

লুটে পুটে নাও।।

সময় নেই তো বেশি,

তাড়াতাড়ি করো।

যে যতো বেশি খাবে,

সেই হবে দড়ো।।

সততার আজ আর,

নেই কোনো মূল্য।

শুধু দূর্নীতি টাই আজ,

বড়ো অমূল্য।।

সৎ যদি হয়ে থাকো,

তুমি বড়ো বোকা।

পদে পদে চলতে গিয়ে,

খেয়ে যাবে ধোকা।।

ভেবে দেখো বোকা হবে,

নাকি হবে চালাক?

নিজে তুমি সুখে থাকো,

সমাজটা উচ্ছন্নে যাক্।।

ঠিক ভেবে দিয়েছিল,

এই টাকাগুলো যারা।

মাথায় তাদের আজ,

নেমে এলো খাঁড়া।

ভাবেনি তো তারা, হবে খালিহাত।

বিনা মেঘে ঘটে যাবে, এমনি বজ্রপাত!!

২১/৮/২২ ফিরে যাই সুচিপত্রে

বন্ধু

বন্ধু, এখনও তুই আছিস নাকি;
ঠিক আগের মতো?
আজ ও আমায় বলতে পারিস_
তোর মনের কথা যতো?

একদিন তো ছিলেম আমরা,
একই কামরার যাত্রী।
কাটিয়ে ছিলেম সবাই মিলে,
বিনিদ্র কিছু রাত্রি।।

বুঝিসনি তুই, সদাই ছিলেম
আমি যে তোর সাথেই।
অন্ধকারে চলার পথে আমার
হাতটি ছিল তোর হাতেই।।

জীবন নদীর চলার বাঁকে হয়তো,

কিছুটা সময় গেছে হারিয়ে।

আজ দু'চোখ মেলে আবার দেখি,

তুই সামনেই আছিস দাঁড়িয়ে।।

মনে হলো, এখনও তুই আছিস যেন,

ঠিক আগের মতো।

এখনও আমায় বলতে পারিস?

তোর মনের কথা যতো?

৩১/১০/২২.

ফিরে যাই সূচিপত্রে

বন্ধুত্ব

১:_বহুদিন পরে, বহু ক্রোশ দূরে,

যদি খোঁজ পাওয়া যায় পুরোনো বন্ধুর!

অতীতের স্মৃতি, সব ফিরে আসে,

টক, ঝাল মিষ্টি অম্লমধুর।।

২:_ছোট ছোট কথা, পুরোনো সব দিন,

সব যেন ফিরে ফিরে আসে।

কিছু ভালো লাগা, কিছু খুনসুটি,

চোখের সামনে যেন সবটুকু ভাসে।।

৩:_কেটে গেছে বহু দিন, বদলে গেছে ক্যালেন্ডার,

সময় বয়ে গেছে কালের নিয়মে।

যে দিন গুলি হয়েছিল পর্দানশীন,

আজ কি আবার জেগে উঠলো মরমে??

৪:_মাঝে বহু দিন ছিল না তো যোগাযোগ,

সবাই হয়ে পড়েছিল নিজেদের কাজে ব্যস্ত।

এতোদিন পড়ে খোঁজ পাওয়া গেলে,

ফিরে এলো পুরোনো সেই বন্ধুত্ব।।

৫:_আজ তারা যখন খোঁজ পেল,

গানিতিক ভাবে তারা অনেক দূরে।

পৃথিবীর সাথে জীবন তাদের বদলে গেছে,

জীবনের তার বেঁধে গেছে অন্য সুরে।।

৬:_তবুও আজ তারা ভালো বন্ধু,

নির্মল বন্ধুত্ব স্থাপিত একে অপরের।

বিশ্বাস তাদের ভাঙতে দেবে না কভু,

পুরোনো সেই বন্ধুত্বের সম্পর্কে র।।

১/১০/২২

ফিরে যাই সূচিপত্রে

বসন্ত এসে গেছে

১:_কোকিলের কুহু কুহু রব,

ঐ শোনা যায়।

বসন্ত এসে গেছে,

মৃদু মন্দ সমীরণে ডাকিছে তোমায়।।

২:_পাতাঝরা তৃণ যতো,

আছে আজি এ ভুবনে।

নব পল্লব দলে সাজিবে আবার,

আজ ই এ শুভক্ষণে।।

৩:_হরেক রঙের রঙিন আবিরে,

সাজিবে বালক_বালিকা।

অশোকে, পলাশে, কৃষ্ণ চূড়ায়,

গাথিবে কতো যে মালিকা।।

৪:_বসিবে দোলায়, গাহিবে গান,

প্রাণের পরে তুলিবে হিল্লোল।

"দে দোল দোল, দে দোল দোল,

দে দোল দোল"।।

৫:_বীণাপাণি আসিবেন আজ,

হংস সাথে লয়ে।

ধরনীতে যতো আছে বাস ভুমি,

প্রতিটি গৃহে প্রতিটি বিদ্যালয়ে।।

৬:_বীণাপাণি তব সম্মুখে,

করজোড়ে মোরা করিব প্রার্থনা।

উজাড় করিয়া দেহো সবাকারে,

যতো সৃষ্টি করেছো রচনা।।

৭:_বাসন্তী রূপে আসিলে ধরনীতে,

রামনবমীর দিনে।

চড়কের মেলা শুরু হয়ে যায়,

ভোলানাথ_শিবের গাজনে।।

৮:_ঋতুরাজ তুমি আসিয়াছোভাবি,

উদ্বেলিত হৃদয় সারাক্ষণ।

স্থিত হ ও, ক্ষণস্থায়ী ন ও,

উপভোগ করিতে দাও,

এই শুভ ক্ষণ।।

৯:_যাবার বেলায় বিষন্নতায়,

এইটুকু ছোঁয়া লাগে।

কবির ভাষায় স্মরণে তোমায়,

"রাঙিয়ে দিয়ে যাও, যাও, যাও গো এবার যাবার আগে

১০/৮/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

বাঙালি

১:_"মা"এখন ব্যাকডেটেড,

আপডেটেড হয়েছে "মাম্মা"!!

" বাবা" ডাকটাও হারিয়ে যাচ্ছে,

ডাকছে এখন "পাপ্পা"!!!

২:_বাংলা ভাষায় কথা বললে

পিছিয়ে পড়বে জেনো।

ইংরেজিটা শিখতেই হবে,

নাহলে ভবিষ্যৎ নেই কোনো।।

৩:_মাছ _ভাতের বাঙালি এখন

মজেছে মাটন বিরিয়ানিতে।

পশ্চিমী পোশাকে সজ্জিত এখন,

খুবই কম দেখা যায় 'শাড়ীতে'!!!

৪:_" ব্যাকরণ "বললে বোঝেনা এখন,

বলতে হবে" গ্রামার "!

বাক্য গঠন করতে দিলে,

অজস্র ভুলে ভরা শব্দ ভান্ডার!!!

৫:_ধূতি_পাঞ্জাবী পড়ে না তো 'বর',

বিয়ের সাজেতে আজ।

'সুটেড_বুটেড' হয়ে 'স্মার্ট'লাগে,

যখন দেখবে ফটোর কোলাজ।।

৬:_বাঙালী ভুলেছে আপন কৃষ্টি,

তটস্থ থাকে সর্বক্ষণ।

ইঁদুর দৌড়ে কে আগে যাবে,

যখন বাড়ছে" কম্পিটিশন "?

৭:_বাঙালী আজ ভুলতে বসেছে

আপন মাতৃভাষা!

অন্য ভাষায় এগিয়ে ভাবছে,

"আহা:আমি আছি তো বেশ খাসা"।।

৮:_বিরিয়ানী, কোর্মা, রোগান জুস,

হবেনা নিত্যদিনের আহার।

সুক্তো, চচ্চড়ি, ডাল, মাছ,

চাটনিতেই পাবে সুযোগ ভালো করে বাঁচার।।

৯: শুভ জন্মদিন হয় না তো আজ,

হয় হ্যাপি বার্থডে।

পায়েসের বাটি সামনে থাকে না,

কাটা হয়ে থাকে 'কেক'।।

১০:_আপন খাদ্য, আপন ভাষা, আপন পোশাক,

একেবারে ভুলে যেওনা।

অন্যদের আদর করতে গিয়ে,

নিজেদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকিও না।।

১১:_সে সব কিছুই গ্রহণ করো,

যা কিছু ভালো আছে।

কিন্তু ভুলে যেওনা 'আপনাকে'

যা তোমার রক্তে আছে।।

১২:_সম্মান করো আপন কৃষ্টি,

আপন সংস্কৃতি যতো।

আদর্শ মানুষ হয়ে উঠবে সবাই,

হয়ে উঠবে মনের মতো।।

১৫/১০/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

বাজার দর

১:_"সকাল বেলায় থলে হাতে,

বাজার করতে চলো"।

"কি _কি হবে আনতে এবার,

গিন্নি আমায় বলো"।।

২:_" সবজি নেবে, যা পাবে সব",

গিন্নি ভেবে বলেন।

"মাছ _মাংস নিও সাধ্যমত",

কর্তা এগিয়ে চলেন।।

৩:_কর্তা এবার বাজার ঘুরে,

দর করতে থাকেন সব।

বেলা বাড়ার সংগে সংগে সেথা,

বাড়তে থাকে কলরব।।

৪:_সারা বাজার ঘুরে কর্তা,

মনে মনে ভাবেন।

কতটুকু কিনলে পরে,

থলে ভর্তি পাবেন?

৫:_যে জিনিসেই হাত দেওয়া যাক,

লাগছে যেন ছ্যাঁকা!

অবসরের জীবন এখন,

পেনশনের ঐ তো কটা টাকা!!

৬:_জ্বালানীর দর ঊর্ধ্বমুখী,

কেউ তো বলার নাই।

সংসার টা তো চালাতে হবে;

কে বলতে পারেন উপায়???

৭:_মাসকাবারী ওষুধ লাগে,

প্রেসার, সুগার, থাইরয়েড।

এসব ভেবে কর্তা এখন,

হিসাব করেন বারকয়েক।।

৮:_অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের,

হচ্ছে মূল্য বৃদ্ধি আজ।

এভাবে কি গড়তে পারে,

কোনো সুস্থ নাগরিক সমাজ??

৯:_তেল, নুন, আর কাঁচা লঙ্কায়,

দামের ঝাঁঝ বড়ো কঠিন।

মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, দরিদ্রদের,

না খেয়েই কি কাটবে দিন?

১০:_একটা শ্রেণী ঠান্ডা ঘরে,

বলেন তারা, "এ আর এমন কি"?

তাদের তো থাকে পকেট ভরা,

তারা খাচ্ছে গরম ভাতে 'ঘি'!!

১১:_ঠান্ডা ঘরের সাহেবরা সব,

এবার একটুখানি ভাবো;

এভাবে লুঠতরাজ যদি চলতে থাকে,

তবে আমরা কোথায় যাবো???

২৫/১০/২১ **ফিরে যাই সূচিপত্রে**

বিহান বেলা

১:_রাত্রি শেষে আসিল ভোর,

মোরগ ডাকিছে কোঁকর কো, কোঁকর কো।

সূয্যিমামা উদিত হবেন,

নিদ্রা ভেঙে এবার জেগে ওঠো।।

২:_গৃহবধূ যতো ব্যস্ত সবাই,

বাড়ীর দাওয়া, উঠোন নিকোতে।

পাশের বাড়ির কালী দাদু দেখো,

সুখটান দিয়ে চলেন হুঁকো তে।।

৩:_রাখাল বালক মাঠের পানে যায়,

সংগে গোরুর পাল।

চাষী ভাই দেখো কোমর বেঁধেছে,

সংগে লাঙল, হাল।।

৪:_কাকিমা, জেঠিমা, পিসিমা যতো,

স্নানের তরে চলেছেন ঘাটে।

পাশের বাড়ির বিধুজেঠা সেথায়,

জাগ দিতে চলেছেন পাটে।।

৫:_দামোদর দাদু খোল বাজিয়ে গান,

হরে কৃষ্ণ, হরে রাম।

বিনয় কাকুর নতুন মাচায়,

উঠছে আবার নতুন ধান।।

৬:_চাষী ভাই চলেন চাষের জমিতে,

সংগে বলদ জোড়া।

চাষী বৌ তাকে দিলেন লাহারী,

রঙীন গামছায় মোড়া।।

৭:_পুকুরেতে দেখো সাঁতার কাটে,

ছোট বড়ো হাঁসের দল।

প্যাঁক প্যাঁক করে আওয়াজ করে,

আর পাখায় ঝাপটায় জল।।

৮:_ছোট্ট শিশুরা ছোটাছুটি করে,

ঠাকুমার পিছু পিছু।

লুকোচুরি খেলায় মেতে ওঠে সব,

দেখেনা তারা, কোথায় উঁচু কোথায় নীচু।।

৯:_কেউ বা চলেছে হাটে তে এখন,

পসরা সংগে লয়ে।

সবটুকু যেন সময় মতো,

হাটে তে যায় বিকিয়ে।।

১০:_কুমোর ভায়া ব্যস্ত এখন,

মাটির পাত্র বানাতে।

হাপরের ধ্বনি ঐ শোনা যায়,

দূরে কামারশালা তে।।

১১:_বাড়ির চালাতে ঝগড়া করে,

কয়টি শালিক পাখি।

দেয়ালেতে ঘুটে দিতে ব্যস্ত,

ছোট, বড়ো, মেজো কাকী।।

১২:_উনুন হাপর মাথায় নিয়ে,

"বালতি সারাবে?" বলছে হেঁকে।

"আঁশবটিতে শান দিয়ে নাও,"

শান ওয়ালা বলছে ডেকে।।

১৩:_খটর খটর, "শিল কাটাউ"

হাতুড়ি আর ছেনির ঘায়ে।

"পেতল, কাঁসার বাসন নেবে?"

দুপুর বেলা যায় শুনিয়ে।।

১৪:_এভাবেতেই শুরু হয়,

নিত্য বিহান বেলা ।

মনের ক্লান্তি মুছে

আসে নতুন ভাটিবেলা ।।

১২/৮/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

বৃষ্টি

বৃষ্টি, কী সুন্দর নাম তোমার।

ব এ হতে পারে বকুল, ষ এ হতে পারে ষোড়শী মুকুল, আর ট এ হতে পারে ছোট্ট সেই দুধ সাদা টগর ফুল।

যখন গ্রীষ্মকালীন দাবদাহে দগ্ধ হয় ধরনী,

চাতক পাখি আকাশে ডাকে,

"ফটিক জল, ফটিক জল," বলে

তখনই পূবাকাশে তুমি প্রথম আসার আভাস দাও,

হৃদয়ে গুরু গুরু ডমরু বেজে ওঠে ধরনীর।

মনে হয়, দীর্ঘ শ্বাস ফেলে ভাবে, "আ: এবার জুড়াবো আমি।"

আকাশ পানে চেয়ে দেখা যায়

যেনো ষোড়শী, তার কুঞ্চিত কেশ রাশি মেলে ধরেছে, ধীরে ধীরে দোদুল্যমান হাওয়ায় দুলতে থাকে, যেন দোল খাওয়া তরুণীর মতো কালো রাশি রাশি মেঘপুঞ্জ।

টুপ, টুপ, টুপ, টুপ_ধীরে ধীরে

তোমার পদধ্বনি শোনা যায়।

ধরনীর ধুলায় তোমার পরশ মৃদু ঘ্রাণের উদ্রেক করে।

সোঁদামাটির গন্ধে বাতাস হয় ঘ্রাণিত।

তোমার প্রথম আগমন যেন,

পতি গৃহে নববধূর আগমন।

লজ্জাবনত মুখমণ্ডল, ফুলমালা শোভিত, পায়ে কিঙ্কিনি,
হাতে কঙ্কন পরীহিতাএক অপরুপা।

বরণ করি লহ তারে।

ধীরে ধীরে গ্রীষ্মের দহন জুড়ায় যেন।

এর পরে যখন আসিলে তুমি

বর্ষা নামে হল অবতীর্ণা,

তখন তুমি হয়ে উঠিলে

প্রবল ভীষণা।

সাথে নিয়ে আসো প্রবল রণদামামা সম বজ্র নিনাদ,

তখন চিনিতে তোমারে পারি না।

মনে হয় যেন, সমস্ত কিছু তছনছ করে দিতে, রুদ্র দেবের
তান্ডব নৃত্য বয়ে নিয়ে এসেছ।

জানো তো তুমি, সেই সময় হয়তোবা মাতৃ জঠরে বয়ে চলেছে কোনো ভবিষ্যতের নি:শ্বাস। সে তো ভয় পাবে!

তখন তোমার রণরঙ্গিনী মূর্তি দেখে কেন মনে হয়, "বৃষ্টি, তুমি একটু শান্ত হও

ওগো তুমি এমন করে ঝোরো না।"

"চারিদিকে প্লাবিত করে কী আনন্দ পাও?

তোমাকে ভালোবাসি, ভালো বাসতে দাও।"

আবার আগের মতো তুমি হয়ে ওঠো, ব এ বকুল, ষ এ ষোড়শী মুকুল, ট এ ছোট্ট দুধ সাদা টগর ফুল, সাথে ঋকেনাও।

২৬/৭/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

মন যেতে চায়

১:_মন যেতে চায়

কোন্ সুদূর ঠিকানায়,

সুখ, দূঃখ অনুভূতি

যেথা নাহি হায়!

২:_চারিদিকে কেন

এতো হানাহানি?

হাসিব ক'দিন

কেহ কী তা জানি?

মাগিবারে তাই

এইটুকু চাই

মন যেতে চায়

কোন্ সুদূর ঠিকানায়।।

৩:_যোগ_বিয়োগের

হিসাব মিলা বারে

কেহ কি সফল

হ ইবারে পারে?

যেদিকে তাকায়

শুধু হতাশায়!

মন যেতে চায়

কোন সুদূর ঠিকানায়।।

৪:_যারা ছিল মনে

আপনার জন,

ছাড়ি গেল হায়,

বুঝি না কখন;

আঁখি মেলে চায়__

দেখিতে না পায়!!

মন যেতে চায়

কোন সুদূর ঠিকানায়।।

৫:_কোথা গেলি চলে?

ওরে বাছাধন,

হারাবো যে তোরে,

ভাবিনি কখন!!

একা বসে কাঁদি

এই নিরালায়।।

মন যেতে চায়

কোন সুদূর ঠিকানায়।।

৬:_বিনিদ্র কাটে

দিবানিশি, ভোর।

কোথা যে পালাই

ছিন্ন করি বাহু ডোর।

পথহারা যেন

পথিক সবাই।।

মন যেতে চায়

কোন সুদূর ঠিকানায়।।

৭:_মনে বড়ো ব্যথা

অবসন্ন হৃদয়।

পার্থিব সব

ত্যাজিবারে চাই।

মায়া বাড়া বাড়ে

আর নাহি চাই।।

মন যেতে চায়

কোন সুদূর ঠিকানায়।।

৮:_ কোথা গেলে পাবো

সকলের দেখা?

থাকিবে না মনে

আর কোনো ব্যথা।

সমস্বরে গান

গাহিতে যে চাই।।

মন যেতে চায়,

সেই সুদূর ঠিকানায়।।

২১/৯/২১

ফিরে যাই সুচিপত্রে

মন

১:_মনকে কখনো শুধায় যদি,

"মন, তুমি কেমন আছো?

পারিপার্শ্বিক অস্থিরতায়,

একটু খুশীতে কেমনে বাঁচো"??

২:_মন, হৃদয় এবং শরীর,

একে অপরের পরিপূরক।

ঘটনাবলী ক্রমে ক্রমে চলতে থাকে,

যেন এক_ একটি অণু ঘটক।।

৩:_মন যেন এক ক্যালেন্ডার,

যার পাতা ওল্টানো ই কাজ।

সেখানে কখনো কখনো ছুটি,

কখনো কাজের মস্ত চাপ।।

৪:_মন হলো চারাগাছের মতো,

ঝড়, ঝঞ্ঝা আসুক যতোই।

জল, সার আর ভালোবাসায়,

মনভরিয়ে দিতে হবে আগের মতোই।।

৫:_মনে যদি আসে বিষন্নতা,

তবুও মন লুকিয়ে রাখতে জানে।

"চারিপাশের পরিবেশ তুমি সামলে নাও",

হৃদয় যেনবলে কানে কানে।।

৬:_মন যখন কোন অসহায় তায়,

পড়ে যায় দূর্বিপাকে।

মুখ নানান কৌশল করে, সবটুকু তার ঢেকে রাখে।।

৭:_মনে জাগে যদি বিষম আনন্দ,

চোখ হয়ে ওঠে উজ্জ্বল।

অবচেতন মন বলে চেতন মনকে,

"সব কথা তুই খুলে বল"।।

৮:_আকাশ পানে চেয়ে যখন,

উদাসী মন তাকিয়ে থাকে।

মন নিজেকেই প্রশ্ন করে,

"তোমার খবর কে বা রাখে"?

৯:_দিনের পরে রাত এসে যায়,

রাতের পরে আসে দিন।

মনের দ্বন্দ্ব কভু কাটে না,

মন কভু স্বাধীন, কভু পরাধীন।।

১০:_আমরা সবাই খেলার পুতুল,

মন আমাদের চাবিকাঠি।

পুতুল গড়তে আর কি বা লাগে?

লাগে শুধু একতাল মাটি।।

১৮/৫/২২

ফিরে যাই সূচিপত্রে

মর্যাদা

১:_নারী আজ শুধু ঘরে বসে নেই,

ঘোমটা মাথায় দিয়ে।

জীবন ধন্য করতে চান না,

শুধু 'ছাদনাতলায়'গিয়ে।।

২:_সাহস করে নারী এগিয়ে চলেছেন,

কাটিয়ে মনের যতো জট।

আকাশে ডানা মেলে দিয়ে আজ,

নারী ও হয়েছেন'পাইলট'।।

৩:_নারীর হাতে আজ ষ্টিয়ারিং,

বাস, ট্যাক্সি নিয়ে সড়ক পথে।

কাঁধে কাঁধ রেখে এগিয়ে চলেছেন,

বিজ্ঞান সাধনার ব্রতে।।

৪:_বহু ক্রোশ হতে, বহু ক্রোশ দূরে,

নারী আজ দিচ্ছেন পাড়ি।

সম্মান ভরে প্রেরণা যোগাও সবাই,

কোরো না কখনো আড়ি।।

৫:_নারীদের ও আছে আত্মসম্মান,

নয় তাঁরা শুধু 'সেবা দাসী'।

শ্রদ্ধা ভরে গর্ব অনুভব করো,

নারীদের নিয়ে সমস্ত দেশবাসী।।

৬:_পিছন পানে টেনে রেখো না,

তাঁদের এগিয়ে যেতে দাও।

মনের যতো 'কূসংস্কার'ফেলে,

শিক্ষিত, উদার, মুক্তমনা হ ও।

৭:_নারীরা দেশের বড়ো সম্পদ,

এই ভাবনা জাগালে মনে।

ভারত আবার শ্রেষ্ঠ দেশ হবে,

বুঝি বা সেই শুভক্ষণে।।

৬/৪/২২ ফিরে যাই সূচিপত্রে

মি:বাবু

১:_গোলগাল এক বাবু,

কেউ তারে চেনো কি?

মনটা ভীষণ নরম,

এই কথা জানো কি?

২:_আলু ভাতে ভাত দাও,

খুব খুশি হয় সে;

মুখ দেখে মনে হয়,

সব থেকে সুখী সে।।

৩:_তাম্বুলে গালভরা

সাথে থাকে জর্দা।

চুন টি তো মেজভাই,

সুপুরিটা বড়দা।।

৪:_ভারী মজা করে সে,

সকলের সংগে।

প্রাণ খুলে কথা কয়,

ভরা রস রঙ্গে।।

৫:_আবেগেতে ভাসে সে,

যেন ছোট শিশুটি।

অন্যায় দেখলে পড়ে,

বাড়ে তার ভ্রুকুটি।।

৬:_সরলতা ও বিশ্বাস,

সব থেকে বড়ো গুণ।

মন ভালো থাকলে তো;

করে কিছু গুন গুন।।

৭:_সমাজসেবা করা তার,

যেন এক ধর্ম।

ভালো বাসায় উদ্বেল,

ওটিই তার বর্ম।।

৮:_"টেনশন ফ্রি থাকো,"

এই তার ধারণা।

দেখো, যদি শেখা যায়,

পেয়ে যাবে প্রেরণা।।

৯:_ভালোবাসে খেলাধুলা,

প্রিয় খেলা' ফুটবল⚽

সব খেলা দেখে সে,

বাড়ায় যে মনোবল।।

১০:_নিজে ছিল একজন,

ফুটবল খেলোয়াড়।

সেই কথাবার্তায়,

মন ভালো হয় তার।।

১১:_একটি খামতি তার,

বড়ো ভুলো মন।

বাইরে বের হলে পরে,

সব কিছু ভোলে তখন।।

১২:_সাইকেল ভুলে আসে,

নিয়ে ফেরে চাবি 🔑।

বাড়ী ফিরে বকা খেয়ে,

খেতে থাকে 'খাবি'।।

১৩:&ছোট, বড়ো সকলের,

যেন প্রিয় বন্ধু।

কখন কে ডাক পাড়ে,

মনে লাগে ধন্দ।।

১৪:_আদর্শ ছেলে সে,

খুব ভালো বাবা ।

মানুষ খুব ভালো সে,

আর কি দরকার ভাবা।।

১৫:_অহরহ মনে হয়,

সুখে_দুখে আছে সে।

এভাবেই কাটে যেন,

দিনগুলো হেসে হেসে।।

১৯/৯/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

মুক্তি চাই

১:_মুক্তি চাই আমরা মুক্তি চাই,

সর্বান্তকরণে মুক্তি চাই।

দেখাবে কে দিশা এই যে চাওয়ার,

মিলবে বলো কোথায় উপায়??

২:_একদল যেন বলতে চায়,

"চুপ করে সব দেখে যাও,

প্রতিবাদ যদি করো তোমরা তবে,

কি শাস্তি পাবে ভেবে নাও"!!

৩:_যদি তোমরা খুব খুশীতে থাকো,

সঙ্গী পাবে বহুজন।

দুঃখ তোমাদের কাছে এলে তবে,

কোথাওপাবে না তো হিতজন!!

৪:_মুক্তি চাই আমরা মুক্তি চাই,

দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলতে চাই।

আঁধারে যে পথ হারাবো আমরা,

বলো, এছাড়া আর কি আছে উপায়??

সেই কারণেই মুক্তি চাই, আমরা মুক্তি চাই।।

১/৬/২২

ফিরে যাই সূচিপত্রে

মেঘ রোদ্দুরের খেলা

১:_ইলশে গুড়ি বৃষ্টি পড়ে,

আজকে সকাল বেলা।

আকাশ পানে চেয়ে দেখি,

চলছে মেঘ_রোদ্দুরের খেলা।।

২:_ব ইছে বাতাস এদিক সেদিক,

দোলায় দুলছে যেন গাছপালা।

ঝরা ফুলের সমারোহে,

গাঁথবে কি তুমি নতুন মালা?

৩:_সূয্যিমামা বলেন "আমি লজ্জা পেয়েছি,

দেখো মেঘের আড়ালে তাই,

কেমন মুখ লুকিয়েছি"!

৪:_আজ মেঘ_রোদ্দুরের খেলা,

চলবে যতোক্ষণ।

অধীর তোমরা হয়ো নাকো,

একটু শান্ত রাখো মন।।

৫:_একটু পরেই যে মেঘ উড়ে যাবে,

অন্য কোনো দেশে।

তোমায় আমি দেখা দেবো,

আবার খিলখিলিয়ে হেসে।।

১৭/৮/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

যন্ত্রনা

১:-কেউ দেখেও দেখে না, শুনে ও শোনে না,

কী দূর্দশায় ভারতবাসী।

কষ্টার্জিত স্বাধীন _দেশে,

নিজগৃহে আজ যেন পরবাসী।।

২। বিবেক মানে না, বিনয় মানে না,

মানে না রবীন্দ্রনাথ।

ঠিক ভুল কিছু নির্ধারণে,

বলে, "ভেঙে দেবো কালো হাত।।

৩:-যতীন্দ্র নাথ, শুনতে পাচ্ছো?

নেতাজী, শুনছো তুমি?

শত আঘাতে আজ ক্ষত-বিক্ষত,

তোমার জন্মভূমি!

৪:-কৃষক আজও অনাহারে থাকে,

পরনে মলিন বস্ত্র,

তোমরা থাকিলে, বলিতে গর্জে,

"ওঠো ভাই সব, আন্দোলন- অস্ত্র"।।

৫:-কন্ঠ আজিকে রুদ্ধ হয়েছে,

আসে না মধুর সুর।

সদা হানাহানি চলছে হেথায়,

হৃদয় সদাই বেদনাতুর।।

৬:-চোখের চাহনি, ভয়াল যেন,

যেন বিষধর সর্প।

এসো অহংকারীর মুখোশ টি খুলে,

চূর্ণ করো যতো দর্প।।

৭:- প্রতিবাদ করো, প্রতিবাদ করো,

রাখো সবে হাতে হাত।

তবেই একদিন আসিবে আবার,

আলো ঝলমলে এক সুপ্রভাত।।

২৬/৭/২১

ফিরে যাই সুচিপত্রে

রায় কিশোরী

১। রায় কিশোরী, রায় কিশোরী,

সাজিয়েছো কি স্বপন গুলো?

রামধনুর রঙ মাখতে হবে,

ঝেড়ে ফেলে গায়ের ধুলো॥

২। মা কী বলেন, বাবা কী বলেন,

মনে কি পড়ছে সে সব কিছু?

"অন্যায় কে কখনো দেবে না প্রশয়,

করবে না কখনো মাথা নীচু॥

৩। শিক্ষা গুরু যারাই হোন,

সকলকে করবে সম্মান,

হোন না তারা জাতিতে কেন,

হিন্দু, কিংবা মুসলমান।"

৪। ধীরে ধীরে রায় কিশোরী

বড়ো হলো একটু যখন,

হলো সে ননদিনী ও শ্যালিকা,

আনন্দে সে মাতল তখন। ।

৫। লেখা পড়া করতে করতে,

দিন কাটায় সে আপন মনে,

এবার আরো বাড়লো খুশী,

নিজের নতুন প্রমণ্ডশনে॥

৬। কেউ তাকে পিসি ডাকে,

কেউ বা ডাকে মা সি।

সকলকে নিয়ে খুশি থাকে,

বলে,"তোদের বড়ো ভালোবাসি"॥

৭। এভাবেই দিন কেটে যায়,

রায় কিশোরী ভাবে,

মা, বাবার কথা শুনে এবার

এগিয়ে যেতে হবে॥

৮। সবসময় তো যোগ হয় না,

বিয়োগ ও আসে জীবনে,

ঠাকুমা তার চলে গেলেন,

না ফেরার সেই ভুবনে॥

৯। এখন সে বুঝতে পারে,

যোগ বিয়োগ এর অর্থ,

ভালো মানুষ হতে গেলে

হতে হবে একটু শান্ত॥

১০। রায় কিশোরী, বড়ো হ ও,

যেতে হবে দূরে,

গঞ্জ এবার ছাড়তে হবে,

পাড়ি দাও তুমি শহরে॥

২৭/৭/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

শহীদ স্মরণে

১:_যতো শহীদের রুধিরে রাঙানো,

স্বাধীন এ ভারতবর্ষ।

অনুক্ষণ মোরা অনুভব করি,

হৃদয়ে তোমাদের স্পর্শ।।

২:_কারাগারে যারা বন্দী ছিলে,

কিংবা হৈয়া ছিলে দ্বীপান্তর।

পরাধীনতার গ্লানি মুছিবারে,

ছাড়িয়া ছিলে আপন ঘর।।

৩:_জালিয়ান ওয়ালা বাগের নৃশংস তায়,

কতো শহীদের ঘটেছিল সমাধি।

ধিক্কারিয়া বিশ্বকবি ফিরাইয়া দিলেন,

তাঁর "নাইট" উপাধি।।

৪:_বীর বিক্রমে বাড়ায়েছিলে তব,

শত, সহস্র কদম।

তেরঙা নিশান হস্তে ধরিয়া,

গাহিয়া ছিলে "বন্দেমাতরম"।।

৫:_করজোড়ে মোরা নমিগো তোমাদের,

ভারতমাতার যতো বীর সন্তান।

আত্ম সুখ বলিদান দিয়া,

যারা করিয়াছিলে মহৎ প্রাণদান।।

৬:_ভুলিবো না মোরা তোমাদের কভু,

যারা করিয়াছিল তোমাদের কন্ঠ রুদ্ধ।

তাদের বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে,

পথ করিয়াছিলে অবরুদ্ধ।।

৭:_ভুলি নাই মোরা তব আত্ম ত্যাগের,

যন্ত্রনায় ভরা সেসব দিন।

যার বিনিময়ে ভারতবর্ষ,

আজ হইয়াছে স্বাধীন।।

৮:_লহো প্রনাম আজি হে মুক্তি যোদ্ধা,

স্মরণ করিছে তব স্বাধীন ভারতবাসী।

ক্ষমা করো মোদের তব আশীষ দ্বারা,

যারা হইতেছে আজ অলস বিলাসী।।

৯:_একসাথে গাহিব মোরা,

"বন্দেমাতরম"।

একসাথে মোরা চলিব আবার,

বাড়ায়ে মোদের কদম।।

১৫/৮/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

শান্তি

১:_চারিদিকে শুধু কেন এতো হানাহানি,

অশান্তি আর বিক্ষোভ?

মনে হয় শুধু কারণ একটাই,

বেড়ে গেছে মানুষের অতি বড়ো লোভ!!!

২:_যেটুকু আছে, তাতে নেই শান্তি,

আরো, আরো, আরো বেশি চায়।

দূর্নীতি হোক অথবা বিপথগামী,

একমাত্র চাহিদা যেন শুধু 'টাকাই'!!!

৩:_প্র য়ো জন আছে জানি জীবনে টাকার,

সেইটি তো ভুল কথা নয়।

কিন্তু বেশি হয়ে গেলে রাখবে কোথায়?

এইটুকু যেন মনে থাকে ভয়।।

৪:_শিশুকাল হতে শেখাও সবারে,

শুধু টাকাই নয় জীবনের সব।

সম্মানটুকু তুমি দিও না বিসর্জন,

সেটাই কিন্তু সব থেকে বড়ো বৈভব।।

৫:_প্রয়োজন মতো করো উপার্জন,

সৎ পথে থেকে পাবে শান্তি।

যার প্রয়োজন আছে তাকে কিছু দাও,

দেখবে মনে কভু আসবে না ক্লান্তি।।

৬:_সম্মান যদি পেতে চাও কভু,

করে যাও ভালো কিছু কাজ।

একদিন ঠিক পাবেই স্বীকৃতি,

মাথা উঁচু করে দেখবে সমাজ।।

১১/৮/২২

ফিরে যাই সূচিপত্রে

শারদীয়া

১:_চঞ্চল, উদ্ভিন্ন যৌবনা কিশোরীর উড়িছে

অঞ্চল প্রান্ত,

বর্ষা রানীকে বিদায় জানিয়ে

প্রকৃতি এখন শান্ত।।

২:_কমলা বৃন্তের সাদা পাঁপড়ি তে

ফুটেছে শিউলি ফুল,

দূর হতে দেখো ঐ দেখা যায়

সাদা সাদা কাশফুল।।

৩:_হলদে রঙের অতসী দেখো

বলছে গাঁদাকে ডেকে,

"নীল, সাদা ঐ অপরাজিতায়

কেমন চারিদিকে গেছে ঢেকে"।।

৪:_গগনে ধাইছে পেঁজা তুলো মেঘ,

এসে গেছে শারদীয়া।

কিশোর_কিশোরীযতো মেতে ওঠে,

আনন্দে নাচে হিয়া।।

৫:_উমা রানী দেখো সপরিবারে

এসেছে বাপের বাড়িতে।

সেই উল্লাসে আনন্দের বাণ

ব ইছে যেন ধরনীতে।।

৬:_কান পেতে শোন, ঐ শোনা যায়

ঢাকের বাদ্যি বাজে।

মাতৃ রুপে সেজে এসে গেছে উমা

শোলার, ডাকের সাজে।।

৭:_আলো ঝলমলে চারিদিকে এতো

জ্বলছে সহস্র ঝাড়বাতি।

আবালবৃদ্ধবনিতা, সবাই

করছে কতো মাতামাতি।।

৮:_ধরায় যতো প্রানী আছে সব

নিশ্চিন্তে হৌক থিতু।

প্রাণ ভরে শ্বাস নিতে নিতে ভাবি

এসেছে *শরৎ*ঋতু।।

১৩/১০/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

শিকড়ের টান

উত্তর বঙ্গের একটি গ্রামের মেয়ে, বর্তমানে দক্ষিণবঙ্গের একটি শহরতলি র নিবাসী।

নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ, বেড়ে ওঠা গ্রামীন পরিবেশের খোলা হাওয়ায়। চারিদিকে সবুজ গাছপালা, মাটির দেওয়াল, বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বেড়া দেওয়া বাড়ির চারিপাশে। চারিদিকে ঘর, মাঝখানে নিকোনো উঠোন, বাবুর (বাবা) ভীষণ ফুল গাছের সখ। সেই কারণেই বাড়িতে প্রচুর বিভিন্ন ধরনের ফুলের সমাহার। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এককথায় "নয়নাভিরাম" দৃশ্য। তার সংগে নানাবিধ ফলের গাছ।

আজ থেকে চার দশক আগে সেই গ্রাম ছিল বিদ্যুৎ বিহীন। আজকের মতো "ইন্টারনেট" পরিষেবা তখন ছিল না। সন্ধ্যা বেলায় প্রতিটি বাড়িতে কেরোসিনের লন্ঠন, ছোট ছোট কুপি ব্যবহার করা হতো। কৃষ্ণ পক্ষে একটু অন্ধকার মনে হলেও শুক্লপক্ষের চাঁদের আলো খুব বেশি করে অনুভব করা যেতো। অমাবস্যা_পূর্ণিমা রাতের পার্থক্য বোঝা যেতো।

গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা, সেই স্কুলের প্রতিটি ক্লাসরুম, প্রতিটি শিক্ষক, সহপাঠী ছিল যারা, পিওন কাকুদের(চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী) সবার কথা আজকেও চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ওঠে। শিক্ষক যাঁরা ছিলেন, তাঁদের প্র কৃত শিক্ষা দান করার প্রবণতা আজও মনে পড়ে। সম্প্রতি চার দশক পড়ে সেই শিক্ষক দের মধ্যে একজনের সংগে প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ করার সৌভাগ্য হয়েছে। এতদিন পরে ও তাঁর স্নেহে

কোন ভাটা পড়েনি দেখে উচ্ছসিত হয়ে ওঠে মন। তাঁর সংগে যোগাযোগের জন্য ফেলে আসা দিন গুলি যেন নতুন করে অনুভব করতে পারছি। টেলিভিশনের মাধ্যমে কোন গ্রামের চিত্র দেখলে মনে পড়ে যায় নিজের গ্রামের ছবি। আজকাল টেলিভিশন ধারাবাহিক গুলিতে যখন দেখানো হয়, গ্রামের মেয়ে মানেই বোকা, অযোগ্য, আন স্মার্ট, তখন তাদের বলতে ইচ্ছে করে নিজের বেড়ে ওঠার কথা, কি সংবেদনশীল পরিবেশ, কি পরিমাণ সহনশীলতার প্রকাশ পাওয়া যায় গ্রামে। তবে আমার মতের সঙ্গে সকলেই যে একমত হবেন, তা তো নয়। শহরতলি তে সবটাই যেন বড়ো বেশি মেকি, আ ন্ত রিকতার অভাব বলে মনে হয়। হয়তো দীর্ঘদিন এই পরিবেশে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আমি ও হয়তো সেখানে ব্যতিক্রম নই। খুব যেতে ইচ্ছে করে নিজের বাড়িতে ফিরে, মাটিতে জল পড়লে সেই সোঁদা গন্ধ চোখ বুজে অনুভব করতে।
আশেপাশের প্রতিবেশী দের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ হয়তো অনেকেই আজ এই পৃথিবীতে অনুপস্থিত, তবুও তাঁদের উত্তর সুরীদের সংগে বসে স্মৃতি রোমন্থন করতে। কিন্তু সবাই আমরা পরিস্থিতির কারণে সব ইচ্ছে পূরণ করতে পারি না। একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বর্তমানে ফিরে আসতে বাধ্য হই। চোখ বন্ধ করে ফেলে আসা দিন, মানুষ, কার্যকলাপ গুলির স্মৃতি তৎপর চারণ করে নিজের মনকে সংযত করে তাতে ই খুশি থাকার চেষ্টা করে যাই। হয়তো একেই বলে "শিকড়ের টান"।।।

৫/৯/২ ফিরে যাই সুচিপত্রে

শিক্ষক বৃন্দ

১:_পঠন_পাঠন শিখিয়ে ছিলেন,

যে সকল শিক্ষক বৃন্দ।

প্রণতি জানাতে সবাকারে আজ,

বেঁধেছি তাই কয়েকটি ছন্দ।।

২:_প্রাথমিক, মাধ্যমিক থেকে স্নাতক বেলায়,

যাদের ছায়ায় বড়ো হয়েছি।

যাদের প্রকৃত শিক্ষা দানে,

পৃথিবীকে চিনতে শিখেছি।।

৩:_যে কোনো বিষয় তাঁরা পড়াতেন,

ছিল না তো মনোগ্রাহীতার অভাব।

ছিল যে তখন ছাত্র_ছাত্রী, শিক্ষক,

উভয়ের মনের সদ্ভাব।।

৪:_যতোটা তাঁরা শাসন করেছেন,

স্নেহ করেছেন ততোধিক।

শিখিয়ে ছিলেন নির্ধারণে,

কোনটি সঠিক, কোনটি বেঠিক।।

৫:_শিক্ষকযতো এই পৃথিবীতে,

তাঁরা মানুষ গড়ার কারিগর।

নিশ্চিন্তে মোরা স্বপ্ন দেখেছি,

তাঁদের উপরে করে নির্ভর।।

৬:_তাঁরা যে শুধু দান করে যান,

বিদ্যার ভান্ডার উজার করে।

সেখানে থাকে না কোনো ই স্বার্থ,

শুধু দুই চোখে থাকে স্বপ্ন ভরে।।

৭:_আজি এ বেলায় যেন মনে হয়,

যতোটা শিক্ষা পেয়েছি।

আত্মজীবনে কতটুকু তার,

সঠিক মূল্যায়ন করতে পেরেছি?

৮:_তাঁদের যদি ভুলে যাই মোরা,

হয়ে উঠি অহংকারী।

তবে কি কখনো উত্তরসুরীকে,

সঠিক পথ দেখাতে পারি??

৯:_অক্লেশে তাঁরা করেছেন শুধু,

প্রকৃত শিক্ষা, বিদ্যা দান।

মোরা চিরকাল তাঁদের স্মরণ করিবো,

যথোচিত তাঁদেরকে দিয়ে সম্মান।।

১০:_প্রণতি জানাই আজি এ প্রভাতে,

শিক্ষা গুরু সকলেরে।

যাঁরা রয়েছেন আজ ও এ ধরায়,

যাঁরা গিয়েছেন এই ধরা ছেড়ে।।

৫/৯/২২

ফিরে যাই সূচিপত্রে

শিক্ষা কি?

শিক্ষা বলতে আমরা কি বুঝি? পুঁথিগত বিদ্যার্জন, নৈতিক শিক্ষা, সাংস্কৃতিক শিক্ষা, চারিত্রিক বিকাশ ইত্যাদি। কোনো ব্যক্তি যদি পুঁথিগত বিদ্যায় পারদর্শী হন, কিন্তু তাঁর নৈতিক কোনো শিক্ষা না থাকে, তাঁকে কি শিক্ষিত বলা যায়?

সকল ব্যক্তি সংস্কৃতি মনস্ক হবেন, এ কথাও যেমন ভাবা ঠিক নয়, তেমনই সকল ব্যক্তি যে পুঁথিগত বিদ্যায় পারদর্শী হবেন, সেটা ভাবাও ঠিক নয়। তাহলে, যাঁর মধ্যে পুঁথিগত বিদ্যার হয়তো অভাব আছে, কিন্তু বাকী সমস্ত শিক্ষায় তিনি শিক্ষিত, তাঁকে কি আমরা শিক্ষিত বলতে পারি না?

মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠন হয় প্রথমে বাড়ির পরিবেশ থেকে। যাকে বলা হয় "charity begins at home".

বাড়ীর পরিবেশ যদি সদর্থক হয়, আশেপাশের পরিবেশ যদি সদর্থক হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে একটি সুস্থ মানসিকতার মানুষ তৈরি হতে বাধ্য।।

দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয় হলো মানুষ গড়ার কারখানা। সেখানে যে কারিগরেরা থাকেন অর্থাৎ শিক্ষক_শিক্ষিকা মহোদয়_মহোদয়াগণ, তাঁদের ও দায়িত্ব বর্তায় একটি সুস্থ মানসিকতার পরিবেশ তৈরী করা। যা আজকাল বড়োই দূর্লভ হয়ে পড়েছে। বর্তমানে শিক্ষক_ছাত্র_ছাত্রীদের সম্পর্ক যেন" Give and take policy_তে পরিনত হয়ে পড়েছে। অর্থের বিনিময়ে শিক্ষাদান, অর্থাৎ'টিউশন'। এক ই বিষয়ে বিদ্যালয়ে

চল্লিশ মিনিটের পিরিয়ডে তাঁরা পড়াতে ব্যর্থ। অথচ ঐ একই বিষয়ে এক ই সময়ে সম সংখ্যক ছাত্র_ছাত্রীদের 'টিউটোরিয়াল হোমে' কিন্তু অবলীলায় পড়াতে পারেন। কারণ, সেখানে প্রতিটি ছাত্র_ছাত্রীকে শিক্ষা দানের বিনিময়ে তাঁরা একটি নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক পান। যেটা সমবেত শ্রেণীকক্ষে সমষ্টিগত ভাবে পেয়ে থাকেন। এটাকে কি বলা যায়? "Give and take policy" ছাড়া?

আমরা যখন বিদ্যালয়ে পড়েছি তখন আমাদের 'টিউশন'পড়তে হয়নি। কারণ, আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক_শিক্ষিকারা ঐ চল্লিশ মিনিটের পিরিয়ডের পুরো সময়টাই নিজেদের অর্জিত শিক্ষার ভান্ডার উপুড় করে দেবার চেষ্টা করেছেন। প্রয়োজনে টিফিন পিরিয়ডে ও সময় ব্যয় করেছেন। সেখানে কোনো "give and take policy"ছিল না। সেটাই ছিল অবশ্যই প্রকৃত শিক্ষাদান। তার ফলে বর্তমানে যারা শিক্ষকতার পেশায় যেতে আগ্রহী, তাদের মধ্যে ও ঐ "give and take policy" কাজ করছে। ব্যাহত হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। ছাত্র_ছাত্রীদের সংগে শিক্ষক_শিক্ষিকার যে মধুর গুরু_শিষ্য, শ্রদ্ধা_স্নেহশীলতার সম্পর্ক তার অভাব পরিলক্ষিত হয় আজকাল। এটাই কি প্রকৃত শিক্ষা??

নৈতিক চরিত্রগত পার্থক্য ও আজকাল বড়ো বেশি চোখে পড়ে। পাশাপাশি বসবাসকারী প্রতিবেশীদের মধ্যে ও রেষারেষি, একে অপরের সুখ_দুঃখের ভাগীদার হতে চায় না। কোথাও যেন একটা দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা, আগের মতো সহমর্মিতার লক্ষন প্রকাশ পায় না। সবাই যেন নিজেদের নিয়ে

বড়ো বেশি ব্যস্ত। একটা উদাসীনতা কাজ করে সকলের মধ্যে। তার মধ্যে ও ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। ঠিক যেমন গনিত শাস্ত্রে দেখা যায়। আজকাল আর কেউ নীতি কথা শুনতে চায় না। তবুও এর মধ্যে থেকেই আমাদের সদর্থক দিকগুলোর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।।

কোন একজনের পক্ষে সমাজ বদলানো সম্ভব নয়। তার জন্য চায় সংগঠিত, সম্মিলিত

প্রয়াস। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সাহায্যে একদিন নিশ্চয়ই আবার ভালো কিছু পরিলক্ষিত হবে। পুরোনো যা কিছু ভালো, তা গ্রহণ করা, যা কিছু মন্দ তা বর্জন করা, নতুনের যা কিছু ভালো তা গ্রহণ করে, যা কিছু মন্দ তা বর্জন করতে হবে। সর্বোপরি সুস্থ সমাজ, শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য

হওয়া উচিত। পুঁথিগত শিক্ষার সংগে নৈতিক, চারিত্রিক সংস্কৃতির শিক্ষার বিকাশ হওয়ার দরকার। এর ফলে সবার মানসিক শিক্ষার উন্মেষ হবে। আগামী প্রজন্মকে আমরা অন্ধকারে নিমজ্জিত না করে আলোর পথে এগিয়ে যাওয়ায় উদ্‌বুদ্ধ করতে পারি সমবেত প্রচেষ্টায়। তাহলেই হয়তো আমরা বলতে পারি, "আমরা শিক্ষিত"।

কি বলেন আপনারা??

৭ /৮/২২

ফিরে যাই সুচিপত্রে

শীতের বার্তা

১:_হিমেল হাওয়ার অবসানে ওগো,

এসেছে শীতল হাওয়া।

পৌষ মাস এসে জানায় দুয়ারে,

দেখো, গাছ_পালার পাতা ঝরে যাওয়া।।

২:_বহু ক্রোশ হতে এসে গেছে,

হরেক 'পরিযায়ী'পাখী।

উত্তুরে বাতাস বহিছে আপন খেয়ালে,

দিতে নাহি চায় সেথা কোন ফাঁকি।।

৩:_সকালের মিঠে রোদ গায়ে মেখে দেখো,

দৈনিক সংবাদপত্র হাতে।

গুন গুন করে গাহিবে কোন সুর? যখন

চুমুক দেবে চায়ের ধোঁয়া ওঠা কাপে।।

৪:_গ্রামের রমনী জ্বালাবে আগুন,

কাঠ দিয়ে মাটির উনুনে।

পাশাপাশি বসে পল্লী বালা সব,

ব্যস্ত'সোয়েটার'বুনুনে।।

৫:_শহরতলিতে শীতল রাতে

পারদ যখন নামবে।

কম্বল গায়ে ওম নেবে তারা

ঘরেতে 'রুম হিটার'জ্বলবে।।

৬:_'শিউলিরা'দেখো কোমর বেঁধেছে,

খেজুর রস আহরণ লাগি।

নলেন গুড়ের সুবাস ছড়াবে,

এই ভেবে তারা রহে নিশি জাগি।।

৭:_নানান স্বাদের 'পিঠে_পুলি'খাও,

সংগে নলেন গুড়ের সন্দেশ।

'জয়নগরের মোয়া'খানি মুখে দিয়ে,

আ: আমেজ টুকু নিতে থাকো বেশ।।

৮:_রজনীগন্ধার সুবাস চারিদিকে,

পুলকিত হয়ে ওঠে মন।

পৌষ_পার্বণের উৎসবে তাই,

জাগায় এক নতুন শিহরণ।।

৯:_কপিলমুণির আশ্রমে শুরু,

আলোর রোশনাই জ্ব লা।

শীতের রোদ্দুর গায়ে মেখে শুরু,

'গঙ্গা_সাগরের মেলা'।।

১০:_চিড়িয়াখানায় ভিড় জমাবে,

যতো কচিকাঁচার দল।

ব্যাডমিন্টনের ফেদার হাতে কেউ

খেলবে, কেউ খেলবেক্রিকেট, কেউ ফুটবল।।

৩১/১২/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

শ্যামা

১:_এসো পুর নারী সদলবলে,

জ্বালাও দীপাবলির আলো।

মুছে যাক্ ধরায় যতো গ্লানি আছে,

ঘুচে যাক্ সব অমানিশার কালো।।

২:_আতশবাজী, রঙ মশালের আলোয়,

ভরে উঠুক তব আঙিনা।

বিশ্ব বাসীর সকলের তরে জানাও,

দীপাবলির শুভকামনা।।

৩:_শ্যামামায়ের আরাধনায় আজ

বাজাও শ্যামা সংগীতের সুর।

শ্যামার প্রকৃতি, পুরুষ, শূণ্য কার রূপের

কল্পনায় হ ও আকুল।।

৪:_দীপ জ্বেলে আজ আহ্বান করো,

মন _প্রাণ দিয়ে করো প্রার্থনা।

মুন্ড মালিনী দেবী কালিকা তুমি,

পুরাও সকলের মনস্কামনা।।

২৩/৮/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

শ্রদ্ধেয় বাবু:_

ছ'ফুট লম্বা, ব্যাক ব্রাশ করা চুল, পরণে সাদা ধবধবে
ধূতি_পাঞ্জাবী, চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা,
পকেটে ফাউন্টেন পেন, বাঁ হাতের কব্জিতে একটি ঘড়ি।
রাশভারী, গুরুগম্ভীর একটি ব্যক্তিত্ব।
আজ ও ভেবে অবাক হই, উনি আমাদের বাবু (বাবা) ।
সাথী ছিল দু_চাকার বাই_সাইকেল অফিস যাবার বাহন। পরম
_মমতায়, পরম যত্নে স ওয়ারী হতেন, যেন সেটি তাঁর বড়ো
আপনজন।

পোষ্য ছিল তাঁর বহু দিনের সঙ্গী একটি বেড়াল ছানা,
সকাল, দুপুর, রাত্রি বেলায় চলতো একসাথে খানাপিনা।।
বাবু ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক, আজ ও ভাবলে মনে প্রশ্ন
জাগে! উনি কি প্রকৃতির ভাষা বুঝতে পারতেন?
তা না হলে এতো গাছপালা, কিভাবে এতো ফুল,
ফলে ভরিয়ে রাখতেন?

চারাগাছ থেকে বৃক্ষ স্বরূপ,যা কিছুই, বাবুর হাতে পড়তো।
সবাই যেন সজীব ডানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতো।।
মনে হতো তারা বাবুর যেন এক_ একটি সন্তান,
কেউ আঘাত পেলে না তো?
এই ভেবে সদাই সজাগ থাকতো তাঁর কান।।

পরিবার ছিল অগ্রগণ্য, ছিল না সেখানে ফাঁকি,
সুযোগ পেলেই বর্তমানে আমরা যা দিয়ে থাকি।।
সন্তানেরা হয়ে ওঠে যেন সবাই আত্মনির্ভর,
জীবনের চলার পথে আসুক না কেন যতো বড়োই ঝড়।
"থামবে না, ভাঙবে না, ভয় পাবে না,

সামনে এগিয়ে যাবে,
শৃঙ্খলা বোধ থাকলে তোমরা ঠিক দিশা খুঁজে পাবে"।
এই ছিল তাঁর বাণী।
জীবন বেলায় চলার পথে, আজ ও তা আমরা মানি।।

অহংবোধ ছিল না তাঁর, ছিল আত্মসম্মানবোধ।
বলতেন তিনি, "বুদ্ধিমান হ ও, ধূর্ত হয়ো নাকো হবে না কো নির্বোধ"।
"কাউকে কখনও ঘৃণা করিবে না, করিবে না অপমান।
নিজেকে সম্মান করিতে শেখো, অপরকেও দাও সম্মান"।

পাড়া_প্রতিবেশী সকলের কাছেই শ্রদ্ধেয় ছিলেন তিনি।
আজ ও মনে গর্ব অনুভব করি, আমাদের বাবু ছিলেন উনি।!

জন্মভূমিকে বড়ো ভালো বেসে, শ্রদ্ধায় বলতেন_
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী "।
বুঝতাম না তখন ছোট বেলায়, আজ এবেলায় এসে বুঝি,
সত্যি, আমিও জন্ম ভূমিকে বড়ো ভালোবাসি।।

শরীর তাঁর মাঝে মাঝে জানান দিত, ছিল যে হাঁপানির টান।
ট্যাবলেটে না কমলে পরে নিতে হতো ইনজেকশন।
বড়োই কষ্ট হতো তখন, আজ ও মনে বিচরণ করে,
চোখের জল বাধা মানে নাতো, বয়ে যায় দুচোখ ভরে।।

তবুও তিনি মাকে পাশে নিয়ে
সন্তান দের করেছিলেন উপযুক্ত,
একদিন খুশীতে, আবেগ ভরে বলেছিলেন,
"আজ আমরা মুক্ত"।।

আরও পরিচয় ছিল তাঁর, ছিল নানা ওষুধে সাজানো
হোমিওপ্যাথির বাক্স,
দীন, দরিদ্র, খেটে খাওয়া মানুষ, তাঁর কাছে ছুটে আসতো।।
কি জাদু ছিল না জানি, ঐ হোমিওপ্যাথির বাক্সে!
সুস্থ হয়ে তারা হাসতে হাসতে দেখা করে যেতো ।।

মোদের কখনও কিছু ব্যামো হলে,
ঐ ওষুধের বাক্স খুলতেন,
মিষ্টি মিষ্টি দু_চার দানা মোদের মুখেও ঢালতেন ।।
সবার কাছে মহীরুহ যেন, এমন ই মানুষ তিনি।
আজো আলো আঁধারে মনে হয়, আমাদের বাবু উনি।।

মাতৃ বাক্য সম্বোধনে স্নেহ করতেন পুত্র বধূ দের,
কখনও অনাদর করেননি তিনি, সম্মান দিয়েছেন তাদের।।
আরও কিছু ছিল নিত্যসঙ্গী,
একটি রেডিও, টর্চ, একখানি তালের পাখা।
যথা স্থানে থাকতো সবকিছু, এখানে ওখানে যাবে না রাখা।।

রেডিও তে শুরু হয়ে যেতো, আকাশবাণীর "বন্দেমাতরম"।
সংবাদ শেষে তবেই হতো তার সভাপতন।।
সকলের কাছে ছিলেন আদর্শ মানুষ তিনি,
অহংকারের শ্বাস নিতে নিতে ভাবি, আমাদের বাবু উনি।।

কতো যে কথা, কতো যে স্মৃতি আজ আসে মনে ভিড় করে
সংক্ষিপ্ত রচনায় সবটুকু কি এভাবে প্রকাশ করে?
সর্ব কার্য সমাধা করে তিনি পাড়ি দিয়েছেন অমর্ত্য লোকে,
তাঁর নীতি, আদর্শ বহন করে চলেছি আমরা বুকে।

শ্রদ্ধাবনত হয়ে আমরা স্মরণ করিগো তাঁকে,
একদিন দেখা হবে নিশ্চয়ই, যদি পরলোক বলে কিছু থাকে।।

সেদিন বলিব, বাকী কথা যা বলিতে পারিনি তাঁকে,
তাঁর ও কথা সব শুনিব মোরা, যদি কিছু গো বলার থাকে।।
প্রনাম জানাই সকলে আমরা, যারা রয়েছি এই ধরাধামে,
এক জায়গায় সব গাড়ী গুলো যেন আবার একসাথে থামে।।

২৪/৮/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

সন ২০২০

১:_আতশবাজীর আলোয় আলোকিত হয়ে,

এসেছিলে ২০২০সন।

অবশেষে তুমি হয়ে উঠবে অভিশপ্ত!

ভাবেনি পৃথিবীর জনসাধারণ।।

২:_পরদেশ হতে ভ্রমণের তরে,

মনে লয়ে আসে কতো বাসনা।

কেউ কি ভেবেছিল মনে, এভাবে পরদেশ হতে আসবে 'করোনা'? ****

৩:_কোথায় উৎপত্তি, কোথায় নিষ্পত্তি,

নেই জানা কোনো ঠিকানা।

আবার কবে ফিরবে সুদিন;

সকলের কাছেই তা অজানা।।

৪:_কতো যে প্রাণ অকালে ঝরে গেল,

কেউ কি হিসাব রাখে?

পৃথিবীর যেন আজ বড়ো দূর্দশা,

পড়েছে এ কোন দূর্বিপাকে?

৫:_সাথে নিয়ে এলে, এ কোন ব্যাধি?

নাম দিলে 'কোভিড নাইনটিন',

পৃথিবীটা যেন আজ বড়ো অচেনা,

হয়ে উঠেছে পর্দানশীন।!

৬:_সবকিছু আজ বড়ো নিষ্প্রাণ,

মনে জাগে সর্বদা ভয়!

"বাইরে বেরিও না কেউ এখন,

না জানি, কখন কী যে হয়"!!!

৭:_ছাত্র_ছাত্রী আজ বড়োই একেলা,

নেই যে তাদের খেলার সঙ্গী,

লেখাপড়া সব কিছু অনলাইনে,

ঐ মুঠোফোন এই হলো বন্দী।।

৮:_শ্রমজীবি যারা, পরিযায়ী হলো,

ফিরতে চাইলে ঘরে।

অবশেষে তারা মৃতদেহ হয়ে,

পড়ে র ইল রেললাইনের ধারে!!!

৯:_অফিস_কাছাড়ি, সব তালা বন্ধ,

বাড়ি বসে কাজ করা।

আগের মতো পড়ে না চোখে,

বাস গাড়ি, রেলগাড়ি ধরা।।

১০:_ভুলে গেছে সবাই যেন,

সেই বর্ষবরণের রাত।

আবার কবে আসবে সেদিন,

রাখবে সবাই, আবার হাতে হাত?

১১:_আসবে না তুমি, ২০২০আর,

ক্যালেন্ডারের পাতায়।

'অতিমারীর'বছর হয়ে থেকে যাবে,

তবু, ইতিহাসের পাতায়।।

৬/৯/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

সর্বংসহা রমনী (জন্ম দা)

১:_ওপার বাংলার একটি মেয়ে,

দেশভাগের সময় আসা ।

সবকিছু তাঁর মনে পড়ে,

জাগায় অসীম ভালোবাসা।।

২:_এপারেতে কিছুদিন পরে,

মা_বাবা দিয়ে দিলেন 'বিয়ে'।

কিশোরী তখন 'বধূ'হলো,

শ্বশুর বাড়ি গিয়ে।।

৩:_শাশুড়ী, স্বামী, ভাসুর, দেবর,

ভরা তাঁর সংসার।

ক'দিন পরে ভাগিনেয় ক'জন,

সঙ্গী হলো এবার।।

৪বাপের বাড়ি ছিল সচ্ছল,

মোটামুটি ভালোই।

শ্বশুর বাড়িতে খানিক অর্থাভাব,।

তবুও বুঝতো নাতো কেউ।।

৫:_:_ধীরে ধীরে সন্তানাদি,

এল যে তাঁর কোলে।

তাদের নিয়েই দিন কেটে যায়,

আগের বাঁধন ভুলে।

৬:_বধূ সদাই হাসিমুখে,

দিন কাটিয়ে দিত।

আড়ালে হয়তো কোন সময়,

চোখের জল লুকাতো।।

৭:_ভারী লক্ষী ছিল কিন্তু,

সেই বধূটির রূপ।

সন্ধ্যা বেলায় তুলসী তলায়,

রোজ জ্বালাতো ধূপ।।

৮:_সবাই তাঁকে ভালোবাসেন

আত্মীয়_পড়শী যতো।

খুব সহজেই সকলকে যে সে,

আপন করে নিতো!!

৯:_"সন্তানদের মানুষ করতে হবে ",

এই ছিল তাঁর ব্রত,

নিজের মুখের অন্ন সদাই,

অন্যের মুখে তুলে দিতো!!

১০:_ঘাত_প্র তিঘাতপার করে

সবাইকে বড়ো করলে।

মনের কষ্ট ভুলে গিয়ে

আশার আলো দেখলে।।

১১:_সেই বধূটি এখন 'শাশুড়ি_মা',

দিলেন ছেলে_মেয়ের বিয়ে।

নাতি_নাতনীতে ঘর ভরলো

এবার চারিদিক দিয়ে।।

১২:_এখন তিনি আনন্দে মেতে,

দিন কাটাতে চান

নতুন উদ্যমে চলতেথাকেন,

ভুলে সব মান_ অভিমান!!

১৩:আনন্দের পরে তাঁর জীবনে

বিয়োগ দেখা দিল!!

একসাথে চলার সাথী,

তাঁকে ছেড়ে গেলো!!

১৪:_বেশভূষা তাঁর পাল্টে গেছে,

বড়োই চোখে লাগে!!

এই বেশেতে দেখতে হবে,

কেউ ভাবেনি আগে!!!

১৫:_আবার এলো বড়ো ঝড়,

তাঁর জীবনে হঠাৎ!

একটি প্র দীপ নিভে গেলো,

মাথায় পড়লো বজ্রাঘাত।।

১৬:_ধীরে ধীরে বয়স বেড়ে,

আজ বধূঅশীতিপর'বৃদ্ধা।

তবুও বলতে গেলে এককথায়,

তিনি অনন্যা এক 'যোদ্ধা'!!

১৭:_আরো বিরাট আঘাত খানি,

এসেছে তাঁর জীবনে!!

সেই কথা তাঁকে জানাইনি কেউ, কারো সাহস হয়নি মনে!!

১৮:_ভাবলে সবাই যে ক'টাদিন,

আছেন তিনি ভুবনে।

সব বেদনা নাই বা স ইলেন,

থাকুন না কেন নিজের মনে।।

১৯:_ব ই হলো তাঁর নিত্য সঙ্গী,

সদাই পাঠে রত।

নিত্য দিনের সংবাদপত্র, তাও

পড়েন নিয়ম মতো।।

২০:_ছোটবেলার গল্প গুলি আজো,

মাঝে মাঝে বলেন।

স্মৃতি আজও অটুট আছে

তাই ঝালিয়ে চলেন।।

২১:_তাঁর অবদান ভুলবো না তো,

জীবনে যা শিখেছি তা।

তোমায় মোরা'শ্রদ্ধা'করি, 'ভালোবাসি'

ওগো, তুমিমোদের 'মা'।।

২/১২/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

সূক্তো:_

১:_ (রাঙা) আলু বলে "আমি ই সেরা",

বেগুন বলে "আমি"।

ঝিঙে দেখো ঐ মুচকি হাসে,

"করছে কি ফাজলামি"।।

২:_উচ্ছে ভাবে, "আমায় ছাড়া,

রাঁধতে পারবে সূক্তো "?

"আমায় যদি না দাও তবে,

হবে না তো পোক্ত "।।

৩:_কাঁচকলা আর পেঁপে বলে

"মোদের দেবে বাদ?

অন্য কিছু প্রয়োগ করে,

বাড়াওদেখি স্বাদ"!

৪:_আড়চোখে তাকায় এবার

লম্বা সজনে ডাঁটা।

"আমি যদি না থাকি, তবে

জমবে কি রান্নাটা"??

৫:_এসব শুনে চোখ পাকাই

ভাজা বড়ি গুলি।

রেগে মেগে বলে ওঠে

"পড়লো তোদের চোখে ঠুলি"!!

৬:_তেজপাতা আর রাঁধুনি ও

ফোঁস করে ওঠে।

"শোনো, তেলের উপর আমায় দেবে,

সংগে, আদা বেটে"।।

৭:_" নাড়িকেল আর দুধ দিও,

আ_র বলবো কি?

নামানোর আগে ছড়িয়ে দিও,

একটুখানি গাওয়া ঘি"।।।

১৭ /১০/২১.

ফিরে যাই সুচিপত্রে

সেই ছোট্ট বেলা

১:_আয় না ফিরে সেই ছোট্ট বেলা,

আবার আগের মতো।

আমার খেলনা বাটি হারিয়ে গেছে,

গুছিয়ে রেখে ছিলাম যতো।।

২:_চোখ বুঝলেই দেখতে পাই,

সেই ছোট্ট বেলা।

জিলিপি, পাঁপড় খাওয়ার লোভে,

যাওয়া রথের মেলা।।

৩:_মনে পড়ে আজ যে ভীষণ,

সেই পুতুলের বিয়ে।

খেতে দিতাম নেমন্তন্ন,

পাতার "লুচি" দিয়ে।।

৪:_ছুটির দিনে চলতো কেমন,

লুকোচুরি খেলা।

ঘুমের মধ্যে হাত_পা ছোঁড়া,

চলতো রাতের বেলা।।

৫:_ছিল না তখন চিন্তা কিছু,

বড়োই খুশীর দিন।

পাড়ায় পাড়ায় আম কুড়োনো,

মনে পড়ে সেই সব দিন।

৬:_কেন হঠাৎ এসে গেল,

এই যে বড়ো বেলা।

যখন_তখন যায় না তো আর,

সেই ছোট্ট বেলার খেলা।।

৭:_তাইতো ডাকি আয় না ফিরে,

সেই ছোট্ট বেলা।

পুরোনো দিনগুলো ফিরিয়ে দে না,

আবার গল্প করবো মেলা।।

২৫/৭/২২

ফিরে যাই সূচিপত্রে

স্বপ্নের ফেরিওয়ালা:_

হ্যালো;কেউ শুনতে পাচ্ছো?

ইংরেজ সরকার চলে গিয়েছে দেশ ছেড়ে,

তবুও আজ কেন শিক্ষিত বেকার

হাতে 'সার্টিফিকেট' নিয়ে ঘোরে?

হ্যালো, শুনতে পাচ্ছো কি?

স্বাধীন হয়েছ কোন দিক দিয়ে,

বলতে পারবে কি?

পরাধীনতার নাগপাশ হতে

মুক্ত হয়েছ কি?

হ্যালো;শুনতে পাচ্ছো কি?

মানুষ বুঝি আজ হারিয়ে ফেলেছে

প্রকৃত 'মান'ও'হুঁশ'।

স্বপ্ন গুলো সব ধুয়ে মুছে সাফ;

হয়ে গেছে যেন ফানুস।।

হ্যালো, শুনতে পাচ্ছো কি?

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী;

শুধুই ক্ষুধার জ্বালা!!

'অন্যায়'বলে ধরে নেওয়া হবে,

'স্বপ্নের'কথা বলা!!!

হ্যালো;কেউ কি শুনতে পাচ্ছো?

আগামী প্রজন্ম পাবে কি আশ্রয়

নীল আকাশের নীচে?

দু'চোখে স্বপ্ন দেখার ভাবনা

হয়ে যাবে না তো মিছে?

হ্যালো;কেউ শুনছো কি?

অর্গল যদি বন্ধ হয়, তবুও

খুলে রেখো জানালা।

আবার তুমি হাঁক দিয়ে যাও

"স্বপ্নের ফেরিওয়ালা", " স্বপ্নের ফেরিওয়ালা ",

"স্বপ্নের ফেরিওয়ালা "।।

১৭/১১/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

স্মৃতির পাতা

১:_মনে পড়ে আজ সেই ছেলে বেলার
ফেলে আসা কিছু কথা।
বিস্মৃতির আড়ালে কিছু ঢাকা পড়ে গেছে,
কিছু আছে স্মৃতি পটে লেখা।
২:_ঘরের পাশে ছিল প্রাইমারি স্কুল,
এক দৌড়ে ছুটে চলে যাওয়া।
স্কুল শেষে বাড়ি ফিরে এসে,
মায়ের হাতের ভাত মেখে খাওয়া।।
৩:_বিকেল বেলায় পাশের মাঠে,
লেগে যেতো খেলে বেড়ানোর ধুম।
একদিন ও যদি ব্যতিক্রম হতো,
রাতে তবে চোখে আসতো না ঘুম।
৪:_কিশোরী বেলায় শুনেছিনুবুঝি,
এক প্রেমিকার কাহিনী।

প্রেমে ব্যর্থ হয়ে শুধু অভিমান ভরে,

গড়েছিল সে এক নতুন কাহিনী।।

৫:_প্রেমিকের ছবি হাতে নিয়ে সেদিন,

জ্বালিয়ে দিয়েছিল আগুন দিয়ে।

বলেছিল অতি অভিমান ভরে,

বাকী জীবন কাটাবে সে 'বিধবা'হয়ে।।

৬:_হায় রে প্রেমিক বর! আজ ও ভাবি মনে,

কী দূর্দশা তোর কপালে!

পাগলিনীপ্রেমিকা বুঝলো না তোরে,

এই কী লেখা ছিল তোর ভালে?

৭:_কতো স্মৃতি আজ ভিড় করে আসে,

বলে "আমায় কেমনে ভুলে যাস"?

"আমাদের ও মনে করিস ওরে,

যদি কখনো সময় পাস"।।

৯/৩/২২ ফিরে যাই সূচিপত্রে

হকার বন্ধু

১: ডাউন ট্রেন, আপ ট্রেন চলতে থাকে,

সকাল থেকে রাত হয়ে যায় পার।

ছুটতে থাকে যাত্রী সকল,

নানাবিধ দ্রব্য নিয়ে নানান হকার।।

২:"কলম নেবেন? মণিহারী জিনিস,

কিংবা চালের পাঁপড় ভাজা"।

ফলের ঝুড়ি দেখিয়ে বলেন,

"দেখুন দাদা, দেখুন দিদি, একদম তাজা"।।

৩: কখনো বা ব্যাগের বাহার,

বাচ্চাদের নানান খেলনা।

মোটামুটি সব পাওয়া যায়,

চোখ ফেরানো যায় না।।

৪: সকল সময় সবাই খুশী!

তা কিন্তু হয় না।

কেউ বা উষ্মা প্রকাশ করেন,

"উ: আর তো পারা যায় না"।।

৫:লোকাল ট্রেনে গাদাগাদি,

সবারই হয় কষ্ট।

অনেকে ভাবেন, এসব মানে,

বৃথাই সময় নষ্ট।।

৬:হাতের কাছে যা চাইছি,

তাই পেয়ে যাচ্ছি আমরা।

দোকান যেন হয়ে উঠেছে,

লোকাল ট্রেনের কামরা।।

৭: ফুটপাতে বসেন যারা,

কিংবা ধর্ম তলায়।

সারাক্ষণ তো ব্যস্ত থাকেন,

নানান বেচাকেনায়।।

৮:কেউ কেউ মনেতে ভাবেন,

"যোগ্যতা নেই, তাই হকারি করছে",

একবার ও ভাবেন না তো,

তারা মানব সেবা করছে।।

৯: ভালবেসে মা বাবা নাম রেখেছিলেন,

খোকা, সাপাট, গোলু, পিকলু, পুলু, রিনি বা পটাই।

ভাগ্যচক্রে হোয়ে গেলো শশা, আম, কলা,

চানাচুর বাদামভাজা, খেলনাপাতি হকার ভাই।।

১০:হকারদের নিশ্চয়তা নেই,

সদাই মনে দ্বন্দ্ব।

উপার্জন টা হয় না তখন,

যখন সব কিছু থাকে বন্ধ।।

১১:বাড়িতে তাদের ও স্বজন আছেন,

আছে আস্ত পরিবার।

বিক্রি বাট্টা ঠিক না হলে,

হয়তো সেদিন জুটবে না আহার।।

১২:কারো কাছে উপায় তো নেই,

কি করবে মান_ অভিমান?

যখন _তখন হয়ে যাবে,

হকার উচ্ছেদ অভিযান।।

১৩:কোনো কাজ ই নয়তো ছোট,

একটু মনে ভাবুন।

দূরে না সরিয়ে দিয়ে,

তাদের একটু কাছে টানুন।।

১৪:দয়ার পাত্র নয় তো তারা,

বরং উপকারী।

আমরা কিন্তু সবাই মিলে,

একটু সম্মান দেখাতেই পারি।।

১৫:দিনের শেষে সবাই যাবে,

আপন বাসায় ফিরে।

সারাদিনের ব্যবহারটায়,

রাখবে সকলকে ঘিরে।।

১৬:অবহেলা করা ঠিক নয়,

ভালোবাসায় ধর্ম।

সবাই যেন ব্যস্ত থাকেন,

যার যেটা কর্ম।।

১৭:আগামীতে চলবো সবাই, বাঁচবো সবাই,

হাতে রেখে হাত।

মানব শৃঙ্খল তৈরী করে,

মোরা করবো বাজিমাত।।

২২/৮/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

হাত বাড়ালেই শূন্যতা

হঠাৎ মনে জেগেছে এক প্রশ্ন,

"তুমি কি সেই কিশোরী?

যাকে মনে হতো গিরিরাজ নন্দিনী উমা বা পার্বতী?

না কি তুমি অঙ্গিরা, অত্রি, অরুন্ধতী।

রাতের আকাশে চাঁদের আলোয় হয়ে উঠতে তুমি উদ্ভাসিত?

না কি কৈলাশ ধামের হৈমবতী তুমি"??

উত্তর আসে, "না না, ন ই আমি তোমার কল্পনার কোনো চরিত্র।

সাধারণ পল্লী বালা আমি।

যার দু'চোখ ভরে ছিল এক রঙীন স্বপ্ন।

যার চঞ্চলতায় মুখর হয়ে উঠতো চারিধার।

ঘন কালো কেশরাজি ছিল যার অমোঘ আকর্ষণ।

মনে ছিল যার অনেক প্রশ্নের পাহাড়।।

আমি সেই পল্লী বালা কিশোরী, যারে তুমি দেখেছিলে কয়েক দশক আগে।

মনের মধ্যে তোমার খুশীর বন্যা বয়ে গিয়েছিল 'অনুরাগে'।।

কোনো এক ফাল্‌গুনী শুক্লা পঞ্চমী তিথি, বীণাপাণির আরাধনায় ছিলে মত্ত,

সেই শুভক্ষণে কোনো এক ভাবপ্রকাশের লাগি তোমার বুঝি ব্যাকুল হয়েছিল চিত্ত।।

কিন্তু প্রকাশ করতে পারোনি তোমার মনের কথা,

ভেবেছিলে বুঝি, পল্লী বালা আপনি বুঝে নেবে তোমার অপ্রকাশিত সেই বারতা!!

বড়ো ভুল হয়ে গেল তোমারই,

ভাবলে মনে, কিশোরী হয়ে উঠেছে অহংকারী।ঠিক তা নয়, বরং সে ছিল বড়ো অভিমানী।

কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস!

অনুচ্চারিত বারতা তোমার হয়ে রইল নীরব উপহাস!

ঘুরে গেল তোমার জীবনের চলার পথ;

সিদ্ধ হয়েছে অন্যভাবে তোমার মনোরথ।।

রয়ে গেলে হয়ে সমান্তরাল সরলরেখার ন্যায়।

যে রেখার এক বিন্দুতে মিলিত হবার আর থাকে না উপায়!

মনে কি পড়ে, সেই পল্লী বালা কিশোরীর কথা?

সন্ধান পেয়েছো কি তার, জেনেছো তার অন্তর এর ব্যাথা?

সে তো ভোলেনি তোমার আকুল চাহনি;

যা মন চেয়েছিল, তা কেন বলোনি?

সময় বয়ে যায় কালের নিয়মে নিরন্তর,

ঘটতে থাকে একেকটি দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর।।

পেয়ে থাকো যদি তার ঠিকানা,

এতদিন যা ছিল তোমার কাছে অজানা,

আজ আর উন্মোচন কোরো না সেই পুরোনো স্মৃতির পাতা,

থাক না তোমার মনের গহীন কোণে না পাঠানো সেই বারতা""।।

পাও যদি কোনদিন তার দেখা,

পারো যদি তবে দিও তাকে সঠিক সম্মান।

বন্ধু বলে ভেবো তাকে, সেও যে ভোলেনি তোমায়,

বন্ধু ভেবেই সেও দেবে প্রতিদান।।

থাকবে না মনে কোনো অপূর্ণতা,

মনে হবে না আর, "হাত বাড়ালেই শূন্যতা"।।

২১/১০/২২

ফিরে যাই সুচিপত্রে

হাহাকার যেন!

১:_অতিমারী হয়ে এসেছে দানব,

পৃথিবী জুড়ে চলছে হাহাকার!

ধনী_দরিদ্র, উচ্চ_নীচ নির্বিশেষে,

ঘনিয়ে এসেছে গাঢ় অন্ধকার।।

২:_নিভৃতবাসে নাকি কাটাতে হবে,

আপনজনের থেকে।

বঞ্চিত হতে হবে সবরকমের,

আন্ত রিক সেবা_শুশ্রুষা হতে?

৩:_নামটি তার বড়ো গালভরা,

'ওমিক্রণ,' 'কোভিড নাইনটিন';

বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

বেছে নিতে হবে 'কোয়ারেন্টাইন'।।

৪:_'প্লেগ', 'কলেরা', 'ম্যালেরিয়া'নামে,

নেমে এসেছিল অতিমারী।

চারিদিকে দেখেছিল সবাই মৃত্যু মিছিল!

ছিল 'শবদেহ'রাখা সারি সারি।।

৫:_পৃথিবীর বুকে কেন বারবার

ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার?

কোন্ অভিধানে পাওয়া যাবে বলো,

এই অতিমারীর প্রতিকার??

৬:_স্কুল_কলেজ, অফিস_ আদালত,

দোকান_বাজার সব করে দিয়ে বন্ধ।

মাস্ক ঢাকা মুখ, চেনা মানুষ ও

অচেনা লাগে, মনে লাগে বড়ো ধন্দ!!!

৭:_"কাছে এসো না, দূরে থাকো সব,

ন ইলে সংক্রমণ বাড়বে "।

কিভাবে মানুষ দূরে থেকে বলো,

সুস্থ_মানসিকতায় বাঁচবে??

৮:_তবুও ধৈর্য রেখে যেতে হবে,

আগামী পৃথিবী ঠিক খুঁজে পাবে।

মহামারীর দানবীয় ধ্বংসলীলা হতে,

ঠিক, পৃথিবী মুক্তি পাবে।।

৯:_আসবে সুদিন, কেটে যাবে অমানিশা,

থেমে যাবে হাহাকার।

পারস্পরিক আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে,

নতুন করে সবাই হাসবে আবার।।

১০:_এই আশা নিয়ে এগিয়ে চলো,

ভেঙে পড়ো না বন্ধু, ভাই

নতুন সূর্য উদিবে পূবাকাশে,

সেই সূর্যোদয় দেখবো সবাই।।

১২/১/২২

ফিরে যাই সূচিপত্রে

হেমন্তিকা

১:_হিমেল হাওয়ায়, দুলিছে দোলায়,

প্রকৃতির যতো গাছপালা।

গাঁদা, অপরাজিতা, মাধবীলতায়,

গাঁথিবো যতনে নতুন মালা।।

২:_দূর গগনে ঐ ঝিকিমিকি তারা,

বলিতেছে যেন কানে কানে।

"দু'চোখ ভরিয়া উপভোগ করো,

চাহিয়া দেখো গো মোদের পানে"।।

৩:_হেমন্তিকা আসিয়াছি আজি গো,

খুলিয়া দাও তব দ্বার।

দীপালিকায় জ্বালিয়ে সকল আলো,

ঘুচাও , আছে যতো অন্ধকার।।

৪:_অঘ্রানেতে গোলায় উঠিবে,

তবে ক্ষেতের নতুন ধান্য।

রৌদ্র ছায়ার লুকোচুরিতে আজ,

পালিত করো গো নবান্ন।।

৫:_হৃদয়ে বাজিবে ডমরু তোমার,

সাজিবে নতুন সাজে সীমন্তীনী।

সাদা মেঘের ভেলা ভাসিবে গগনে,

শুনিবে হেমন্তের পদধ্বনি।।

২৯/১০/২১

ফিরে যাই সূচিপত্রে

পরিচিতি

জন্ম উত্তর বঙ্গের মালদা জেলায়। শৈশব এবং কৈশোরের প্রথমার্ধ কাটে গোলাপ গঞ্জে। গোলাপগঞ্জের মাধ্যমিক স্কুল থেকে মাধ্যমিক। কৈশোরের মাঝামাঝি মালদা শহরে আগমন । পরবর্তী কালে মালদা শহরের বার্লো গার্লস স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং মালদা কলেজ থেকে স্নাতক। বই পড়া, গান শোনা, নতুন বিষয়ে জানতে ও শিখতে আগ্রহী। বর্তমানে দক্ষিণ বঙ্গের অধিবাসী।।